গ্লোবাল ডায়ালগ

৬.৩

১৭ টি ভাষায় বছরে ৪ টি সংখ্যা

ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব

নন্দিনী সুন্দর

তুর্কি উগ্র সমগ্রতাবাদ

চিহান তুগল

ব্রাজিলে লুলিজমের সমাপ্তি

রুই ব্রাগা

নব্যউদার আর্জেন্টিনায় শ্রমিক রাজনীতি

রোডলফো এলবার্ট

আমেরিকার ডানদের ভেতরকার গল্প

আর্লি হোসচাইল্ড

বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজবিজ্ঞান

> যুক্তরাজ্যে কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান

> কানাডায় "সমাজবিজ্ঞানের লড়াই"

স্মরণে

> জন উরি, ১৯৪৬-২০১৬

বিশেষ কলাম

> যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সংগ্রাম

> মনদ্রাগনের তৃতীয় পন্থা

> *গ্লোবাল ডায়ালগ*-কে রোমানিয় ভাষায় অনুবাদ

ম্যাগাজিন

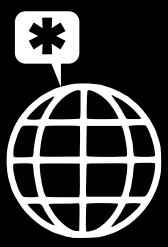

ভলিউম ৬/সংখ্যা ৩/ সেপ্টেম্বর ২০১৬
www.isa-sociology.org/global-dialogue/

GD

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

একবিংশ শতাব্দীর পপুলিজম

২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে *গ্লোবাল ডায়লগ* বিশ্বে যতগুলো সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে আরবদের উত্থান, অকুপাই মুভমেন্টস, ইন্ডিগনাডোস, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন এবং গ্রামাঞ্চল নিঃস্বকরণ অন্যতম। এই আন্দোলনগুলো গতিপথ পরিবর্তনের কারণে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পপুলিস্ট মুভমেন্টস ও কর্তৃত্ববাদী শাসন হিসেবে রূপ লাভ করে। ফলে এই আকাঙ্ক্ষা খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। এই বিষয়টি ডানপন্থীদের উত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে আর্লি রাসেল হোসচাইল্ডের ট্রাম্পিজম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টি পার্টি নিয়ে বিশ্লেষণ, চিহান তুগলের -তুর্কি শাসনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী রূপান্তরের স্বরূপ অনুসন্ধান, ব্রাজিলে ডানপন্থীদের অভ্যুত্থান নিয়ে রুই ব্রাগারের বিশ্লেষণ, রোডলফো এলবার্টের আর্জেন্টিনায় নব্যউদারনীতির প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত নিরীক্ষণ; এবং ভারতে নকশাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা চলমান সহিংসতা নিয়ে নন্দিনী সুন্দরের সুস্পষ্ট বর্ণনা। আমাদের পূর্ববর্তী আয়োজনে বিভিন্ন আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করেছি। কার্ল পোলেনির বাজারের অতিসম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণের আলোকে এই আন্দোলনগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। বিশেষত, বর্তমানে নগদ পুঁজির প্রভাবে আশংকাজনক বিশ্বায়ন হয়েছে। ফলে ডানপন্থী ও বামপন্থী পপুলিস্ট মুভমেন্টসে দোলাচল সৃষ্টি হয়েছে এবং উভয় পক্ষই সংসদীয় রাজনীতিকে পরিত্যাগ করছে।

আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণায় অর্থসংস্থান করে থাকি। এক্ষেত্রে হুও বেনন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিত অকার্যকর ব্যবস্থাপনাবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রমারমা অর্থনৈতিক অবস্থা ধরে রাখার চেষ্টা করছে। তিনি তাঁর বর্ণনায়, কীভাবে একটি গবেষণার 'উৎকর্ষ' মূল্যায়নের ব্যবস্থা মাঝারি গুণসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরি করে এবং কীভাবে ফি-এর ওপর নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীদের ভোক্তাতে ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। আর এভাবে শিক্ষার্থীদের 'সন্তুষ্টি'-র যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন যে, যুক্তরাজ্যের কর্পোরেট মডেল পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছে নাকি, এক্ষেত্রে শিথিলতা বেশি কাজ করছে, নীল ম্যাকলঘলিন ও এন্টনি পুডেফ্যাটের মতে যা কানাডায় বিরাজমান। যার জন্য কানাডাতে ও একাডেমিক অঙ্গনকে রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জন উরি এ বছর মার্চে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে চারটি স্মারণিকা প্রকাশ করেছি। জন উরি পৃথিবীর একজন মৌলিক ও অতিপ্রজ সমাজবিজ্ঞানী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পথিকৃৎ। যেমন- পুঁজিবাদের পরিবর্তন থেকে শুরু করে পর্যটনের তাৎপর্য যা সামাজিক ও ভৌগোলিক গতিশীলতার ওপর গবেষণার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক উষ্ণতা থেকে শুরু করে তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত ও অত্যন্ত সমালোচিত বই *Offshoring* উল্লেখযোগ্য। তিনি বইটিতে প্রচ্ছন্নভাবে অর্থনৈতিক বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, যা বৈশ্বিক অসমতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বৃদ্ধি করছে। তিনি পৃথিবীর আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কেও পূর্বাভাস দিয়েছেন। তাই একজন অগ্রগণ্য ভবিষ্যৎ বিষয়ক সমাজবিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি সকলের স্মরণে থাকবেন।

এছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। এগুলো হল- যুক্তরাষ্ট্রে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে ফুলেফেঁপে ওঠা ছাত্র সংগ্রাম; মনদ্রাগন সমবায় নিয়ে কুৎসারটনাকারীদের বিরুদ্ধে জবাব এবং সর্বোপরি, রোমানিয়ান দল কিভাবে *গ্লোবাল ডায়লগ* রোমানিয়তে অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে। আমরা আশা করি অন্যান্য দলগুলোও সমাজবিজ্ঞান বিষয়টিকে ইংরেজি থেকে তাদের জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখবে।

> ISA-এর ওয়েবসাইটে ১৭ টি ভাষায় অনুদিত *গ্লোবাল ডায়লগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যাবে।

> লেখা পাঠাতে পারেন burawoy@berkeley.edu

রাজনৈতিক সহিংসতার উপর খ্যাতিমান ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী ও *The Burning Forest* বইয়ের লেখক নন্দিনী সুন্দর ছত্তিশগড়ের কেন্দ্রীয় রাজ্যে ভারতীয় গণতন্ত্রের লড়াইকে বিশ্লেষণ করেছেন।

তুর্কি সমাজবিজ্ঞানী ও *Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism* বইয়ের লেখক চিহান তুগাল তুরস্ককে একবিংশ শতাব্দীর উগ্র সমগ্রতাবাদ (totalitarianism) মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নিরাপত্তাহীন (precarious) শ্রেণী এবং ওয়ার্কারস পার্টির (PT) উত্থান ও পতন বিষয়ে প্রখ্যাত আলোচক রুই ব্রাগা ব্রাজিলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট বিশ্লেষণ করেছেন।

GD

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে ***গ্লোবাল ডায়লগ*** প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> Editorial Board

Editor: Michael Burawoy.

Associate Editor: Gay Seidman.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Consulting Editors:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Eashrat Jahan Eyemoon.

Brazil:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:
Ishwar Modi, Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati, Mitra Daneshvar, Vahid Lenjanzade.

Japan:
Satomi Yamamoto, Yutaro Shimokawa, Shinsa Kameo, Yuki Nakano.

Kazakhstan:
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi, Almash Tlespayeva, Almas Rakhimbayev, Amangeldi Kurmetuly.

Poland:
Jakub Barszczewski, Adrianna Drozdrowska, Krzysztof Gubański, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Justyna Zielińska, Jacek Zych.

Romania:
Cosima Rughiniș, Corina Brăgaru, Costinel Anuța, Tatiana Cojocari, Andrei Dobre, Alexandra Isbășoiu, Rodica Liseanu, Mihai-Bogdan Marian, Anda-Olivia Marin, Ramona Marinache, Anca Mihai, Oana-Elena Negrea, Ion Daniel Popa, Diana Tihan, Elena Tudor, Cristian Constantin Vereș, Carmen Voinea, Irina Zamfirescu.

Russia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova, Lyubov' Chernyshova, Anastasija Golovneva.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turkey:
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

Media Consultants: Gustavo Taniguti.

Editorial Consultant: Ana Villarreal.

> এ সংখ্যার বিষয়

সম্পাদকীয়: একবিংশ শতাব্দীর পপুলিজম ২

> ডান-পন্থার উত্থানপর্বে

ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব
নন্দিনী সুন্দর, ভারত ৪

তুর্কি উগ্র সমগ্রতাবাদ: সাংস্কৃতিক প্রশ্ন নয়, বরং একটা নতুন ধারা?
চিহান তুগল, যুক্তরাষ্ট্র ৭

লুলিজমের সমাপ্তি ও ব্রাজিলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র
রুই ব্রাগা, ব্রাজিল ১০

শ্রমিক রাজনীতি ও আর্জেন্টিনায় নব্যউদারনীতিবাদের প্রত্যাবর্তন
রোডলফো এলবার্ট, আর্জেন্টিনা ১৩

আমেরিকার ডানপন্থা: ভেতরকার গল্প
আর্লি রাসেল হোসচাইল্ড, যুক্তরাষ্ট্র ১৫

> বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজবিজ্ঞান

যুক্তরাজ্যে কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান
হুও বেনন, যুক্তরাজ্য ১৮

কানাডায় "সমাজবিজ্ঞানের লড়াই"
নীল ম্যাকলঘলিন ও এস্টনি পুডেফ্যাট, কানাডা ২২

> স্মরণে

জন উরি ও তাঁর কাজের স্মরণে
এন্ড্রু সেয়ার, যুক্তরাজ্য ২৫

জন উরি: ভবিষ্যৎ বিষয়ক সমাজবিজ্ঞানী
স্কট ল্যাশ, যুক্তরাজ্য ২৭

জন উরি: সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজবিজ্ঞানী
বব জেসপ, যুক্তরাজ্য ২৯

সান্নিধ্য ও সচলতা: জন উরির স্মৃতিতে স্মারক
মিমি শেলার, যুক্তরাষ্ট্র ৩১

> বিশেষ কলাম

যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সংগ্রাম
এনা ভিদু ও টিংকা স্কাবার্ট, স্পেন ৩৩

মনদ্রাগনের তৃতীয় পন্থা: শেরিন কাশমির প্রশ্নের জবাব
ইগনাসিও সান্তা ক্রুজ আয়ো ও এভা আয়োল্পো, স্পেন ৩৫

গ্লোবাল ডায়ালগ-কে রোমানিয় ভাষায় অনুবাদ
কস্টিনেল আনুটা, করিনা ব্রাগারু, আনকা মিহাই, ওয়ানা নেগ্রিয়া, আয়ন ড্যানিয়েল পোপা, ও ডিয়ানা টিহান, রোমানিয়া ৩৭

> ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব

নন্দিনী সুন্দর, দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্স, ভারত

সালওয়া জুদুম-সরকার-মদদপুষ্ট পাহারাদার
ছবি-অজানা স্থানীয় চিত্রগ্রাহক।

নন্দিনী সুন্দর একজন সুপরিচিত রাজনৈতিক সহিংসতা সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানী। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাস্তার অঞ্চল সম্পর্কে ২৫ বছর ধরে পড়াশোনা ও কাজ করছেন। ভারতের কেন্দ্রীয় রাজ্য ছত্তিশগড়ের সব থেকে সংঘাতপ্রবণ এলাকার নাম বাস্তার। নন্দিনী তাঁর পিএইচডি গবেষণা পত্রের অভিসন্দর্ভ লেখার সময় সেখানেই বসবাস করেন। তাঁর গবেষণাপত্র *Subalterns and Sovereigns: An Anthropological History of Bastar 1854-1996* (Oxford University Press, 1997) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, তার সাম্প্রতিক সময়ের প্রকাশিত বই হচ্ছে *The Burning Forest: India's War in Bastar* (Juggernaut Press, 2016)। তিনি এই বইতে, এ অঞ্চল অশান্ত হয়ে ওঠার কারণ এবং তা কিভাবে রাজনৈতিক শক্তি দ্বারাই চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, মূলত তা আলোকপাত করেছেন। এখানে তিনি আরও সংযুক্ত করেছেন যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বাস্তার নিয়ে তার অভিজ্ঞতার সারমর্ম। মূলত এই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি দেখিয়েছেন, কেমন করে বিগত এক দশক ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের ন্যায্য বিহিতের জন্য সুপ্রিম কোর্টে চলতে থাকা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে একটি সাংবিধানিক নির্দেশ পেতে তারা সক্ষম হয়েছেন। তিনি এবং তার সহকর্মীরা ২০১১ সালেই এই ঐতিহাসিক রায় পান। তবে রাষ্ট্র সেই আদেশের তোয়াক্কা না করেই তার সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের নামে ইতোপূর্বে নেয়া বিতর্কিত পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি করেই চলেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে *বার্নিং ফরেস্ট* বইটি ভারত রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা, রাষ্ট্রের দায়মুক্তি এবং জনগণের স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার আকুতি মিশে যে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে তার একটি সমালোচনামূলক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে।

>>

ভারতীয় গণতন্ত্রে শক্তিশালী মতামত গঠনের সুযোগ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিবিদ, মূলধারার সংবাদপত্র এবং অভিজাত শ্রেণির মতামত মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই শ্রেণি মনে করে থাকে যে, উপনিবেশোত্তর সমাজগুলোর মধ্যে ভারত তার সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা, সেনাবাহিনীর বেসামরিক শাসনের অধীনতা এবং স্বাধীন বিচার বিভাগ নিয়ে গর্ব করতে পারে। তারা এটাও মনে করেন যে, এই অর্জন উদযাপনের মত বিষয়।

অপরপক্ষে আন্দোলনকর্মীরা মনে করেন যে উত্তরপূর্ব ভারতে কার্যকর থাকা Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)-এর মতো আইন, যা সেনাবাহিনীকে সন্দেহের ভিত্তিতে গুলি চালানোর ক্ষমতা দেয়, তা মূলত ভারত রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক কাঠামোর অবিচ্ছিন্নতার উদাহরণ মাত্র। তারা আরও মনে করেন যে, ভারতের গণতন্ত্র হল শুভঙ্করের ফাঁকি। আর সেই কারণেই এই রাষ্ট্রে নিয়মিত বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু, মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, এবং ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু শিখ (দিল্লী, ১৯৮৪) এবং মুসলিম (গুজরাট, ২০০২) সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সংগঠিত হত্যাকাণ্ড চালানোর মতো অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর হওয়া একাডেমিক গবেষণা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দল, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং শাসকদের 'উন্নয়নমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। *The Burning Forest: India's War in Bastar* গ্রন্থে লেখক বামপন্থী চরমপন্থার বিরুদ্ধে সরকার পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের সাথে ভারতীয় গণতন্ত্রের সম্পর্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (মাওবাদী) মাওবাদী গেরিলাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের বিতর্কিত অভিযানের এক দশক পূর্তি হতে চলল। এরা নকশাল হিসেবেও পরিচিত। নকশাল আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়েছিলো ১৯৬০ এর দশকে। শুরুতেই এই আন্দোলন নৃশংসভাবে দমন করা হয়। নকশাল আন্দোলন শুরুর দিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বর্তমান কালে এই বিষয়ে বিস্তর গবেষণানির্ভর গ্রন্থ নেই। এর কারণ হতে পারে যে এমন বিতর্কিত ও সংরক্ষিত বিষয়ের উপর গবেষণা কষ্টসাধ্য। আবার এটাও হতে পারে যে, শুরুর দিকে এই আন্দোলনে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সমর্থন থাকলেও বর্তমানে তা মূলত আদিবাসী, তফসিলি উপজাতি, গ্রামীণ ও বন এলাকার তাফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আন্দোলন। রাষ্ট্র কাঠামোতে যাদের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই নেই। আর সে কারণেই শুধুমাত্র সেই এলাকা ঘুরে আসা সাংবাদিক এবং নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন থেকেই আন্দোলনকারীদের বিবরণ পাওয়া যায়।

মাওবাদীদের আন্দোলন বিভিন্ন রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে বাস্তার। ছত্তিশগড়ের এই অঞ্চলের আয়তন ৩৯,১১৪ কিলোমিটার। এই এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ, খনিজ সমৃদ্ধ ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। আন্দোলনের শুরুর দিকে প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ থেকে মাওবাদীরা এই এলাকায় প্রবেশ করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিকল্প একটি আশ্রয় গড়ে তোলা। তবে স্থানীয় জনগণ বহুদিন ধরে চলে আসা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে এদের সাথে নিজেদের দাবি নিয়ে কাজ করতে থাকে। এই অবস্থায় ১৯৮০ সালের পর থেকেই মাওবাদীরা একটি সমান্তরাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা জমির পুনঃবণ্টন, সমবায় কাজের জন্য দল তৈরি করা, ঠিকাদারদের উপর কর আরোপ ও আদায় করা, প্রভৃতি কাজ করতে থাকে। গ্রামবাসীরা মাওবাদীদের এই ছায়া রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জুড়ে দেয়। তবে ২০০৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে 'সালওয়া জুদুম' নামের একটি নজরদারি কমিটি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং একে নকশাল সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন বলে প্রচার করতে থাকে। উল্লেখ্য এই নামের আক্ষরিক অর্থ হল পরিশোধন মৃগয়া। এই আন্দোলন রাজ্যের কিছু বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সমর্থন লাভ করে। এরা মূলত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। একই সাথে উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে আদিবাসীদের যারা বাস্তুচ্যুত করে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে বাধ্য করেছিলো তারাও এতে সমর্থন দেয়। এই সংগঠনের অধিকাংশ নেতাই ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি ও কংগ্রেস পার্টির শক্তিশালী সদস্যদের ক্লায়েন্ট। এই রাজনৈতিক শ্রেণি মনে করত যে, ওই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ উত্তোলনে ও বিনিয়োগের পথে মাওবাদীরা সব থেকে বড় বাধা।

২০০৫-২০০৭ সালের মধ্যে এই সংগঠনের যোদ্ধারা নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, শস্য লুট করে, গবাদিপশু ও অর্থসম্পদ জোর করে নিয়ে যায়, ধর্ষণ ও গ্রামবাসীকে হত্যার মত কাজ করতে থাকে। মাওবাদীরা তার জবাবে নিরাপত্তা-বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। এই সময় প্রায় ৫০০০০ হাজার গ্রামবাসীকে জোরপূর্বক ত্রাণশিবিরে যেতে বাধ্য করা হয়। সমান সংখ্যক মানুষ বনে জঙ্গলে ও প্রতিবেশী রাজ্যে পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীদের বিভক্ত করে বাস্তুচ্যুত করা হয়। যা ছিল তাদের জীবনের সব থেকে মানসিক পীড়াদায়ক ঘটনা। যদিও ২০০৭ সালের পরে, মানুষ ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরা শুরু করে তবে অবস্থা অরাজকই থেকে যায়।

২০০৫-২০১৬ সালের মধ্যে ছত্তিশগড় রাজ্যের সরকারি হিসেবে দেখা যায় যে, সংঘর্ষে সাধারণ মানুষ, সেনাবাহিনী মিলে ২৪৬৮ জন নিহত হয়েছেন। প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। সব থেকে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটে ২০০৫-০৭ এবং ২০০৯-১১ সালের মধ্যে। কারণ এই সময় সরকার "অপারেশান গ্রিন হার্ট " পরিচালনা করতে থাকে। এই অভিযানে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশের নেতৃত্বে চালকবিহীন বিমান, হেলিকপ্টার ও মাইন বিধ্বংসী ট্যাংক পাঠানো হয়। এই সময় সরকার আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের ব্যবহার করে নেতাদের চিনিয়ে দিতে। এমনকি স্থানীয় যুবকদের পুলিশে চাকুরি দেয়ার নাম করে কাজে লাগানো হয়। অভিযান শেষে এই যুবকরা আর তাদের গ্রামে ফিরে যেতে পারে নি। তাদের স্পেশাল পুলিশ বাহিনীর সদস্য করে পুলিশ ক্যাম্পে থাকার সুযোগ করে দেয়া হয়। যদিও তাদের নিয়মিত পুলিশবাহিনী থেকে খাটো করে দেখা হয়।

অভিযানের সময় নিরাপত্তাবাহিনীর কিছু কর্মী শুধুমাত্র নিজেদের পদোন্নতির জন্য, উপরওয়ালাদের খুশি করতে ও মেডেল বাগিয়ে নিতে খুনের মতো কাজ করতে দ্বিধা করেনি। বাকিরা অসহায়ভাবে এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিবিদ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মূলত সব পক্ষের মানবিক বিপর্যয় নিয়ে উদাসীন থেকেছে।

আজকের দিনে ভারতবর্ষের সব থেকে সামরিকায়িত এলাকা হল বাস্তার। এর প্রতি পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটার পর পর নিরাপত্তা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। এটা স্বীকৃত যে, মৌলিক প্রয়োজন যথা- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার অভাব, নিপীড়ন নির্যাতন সাধারণ মানুষকে মাওবাদীদের সমর্থন দিতে বাধ্য করেছে। তারপরও সরকার এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে নজর না দিয়ে উন্নয়ন বাজেটের অর্থ কাটছাঁট করে তা সামরিক খাতে লাগিয়েছে।

সন্ত্রাসবিরোধী অনন্য অভিযানের আলোকে বলা যায়, যে

>>

অভিযানগুলো এই গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়েছে তা কি সামরিক বা ঔপনিবেশিক আমলের থেকে খুব একটা ভিন্ন ছিল? এই ক্ষেত্রে গণমাধ্যম, বিচারবিভাগ ও রাজনৈতিক দল কী রকম করে তাদের মতামত জানিয়েছিল, তাও প্রশ্নের বিষয়। যদিও সংসদীয় রাজনীতিতে যুদ্ধ অপ্রাসঙ্গিক তবুও ভারতের মূল ধারার প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যথা- কংগ্রেস ও বিজেপির প্রসারে ভূমিকা রেখেছে। কাঠামোগত নিপীড়নের শিকার হয়েও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি স্থানীয় পর্যায়ে মতামত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে জাতীয় জীবনে এর প্রভাব খুব সীমিত। এই সব ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু নির্লিপ্তই থাকেনি, বরং কখনো কখনো আপোষও করেছে।

যদিও ভারতীয় গণমাধ্যম স্বাধীন, তবে মিডিয়া হাউজের স্বার্থ কর্পোরেট স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর সে কারণেই তারা নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে সরকারকে বিব্রত করতে চায় না। এছাড়া বিদ্রোহের অঞ্চলগুলো শহুরে কেন্দ্র থেকে দূরে যা খবর সংগ্রহের জন্য কষ্টসাধ্য। আবার গণমাধ্যমে আদিবাসী ও নিম্ন বর্ণের মানুষের তেমন কোন প্রতিনিধি নেই। প্রায় সবাই এটি গ্রহণ করে নিয়েছে যে, সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের সময় মানবাধিকারের লঙ্ঘন জাতীয় উদ্বেগের কারণ নয়। প্রতিদিনের অনন্য বিষয়ের প্রতিবেদনের তুলনায় বাস্তার সম্পর্কিত প্রতিবেদন একেবারেই কম। অন্যদিকে সরকারের মধ্যে জবাবদিহিতার মনোভাব নেই। আবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার অধীনে ইংরেজি ও হিন্দি গণমাধ্যমের মধ্যে কাঠামোগত পার্থক্য এই সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর সম্প্রচারে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো রাষ্ট্র ও সরকার উভয়পক্ষ থেকে হওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং আপোষের মাধ্যমে বন্দি বিনিময় সংক্রান্ত রিপোর্ট করে থাকে। শহুরে মানবাধিকার কর্মীদের ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা গ্রাউন্ড রিয়্যালিটি সম্পর্কে তাদের অস্পষ্টতার অন্যতম কারণ।

ছত্তিশগড়ে সন্ত্রাস বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় একজন সুপরিচিত ডাক্তার ও একজন নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী গ্রেফতার হলে মধ্যবিত্ত মহলে উদ্বেগ দেখা দেয়। যদিও তাদের মুক্তি আন্দোলনের সাথে সহিংসতার শিকার আদিবাসীদের অধিকারের কোন যোগ ছিল না। স্থানীয় আদালতের কাঠামোগত ব্যর্থতার কারণে জেলখানায় গ্রামবাসীদের ভোগান্তি বেড়েছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই সহিংসতার মাত্রা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু রায় দেয়ার ক্ষেত্রে অবিরাম বিলম্ব আর রাজ্য সরকারের রায় না মানার প্রবণতা রায় কার্যকরের পথে অন্যতম বাধা। কোর্টের আদেশ মতে, ২০১১ সালে সালওয়া জুদুমের মত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়। স্থানীয়দের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে কাজে না লাগানোর নির্দেশনা দেয়া হয়। একই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল

সালওয়া জুদুমের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পথ হেঁটে গিয়ে গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ। ছবি-অজানা স্থানীয় চিত্রগ্রাহক।

অপরাধের বিচারের কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু সরকার তা আমলে নেয়নি, ভাবখানা এমন যেন আদালত এমন কোন আদেশই দেননি। ২০১৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিজেপি সালওয়া জুদুমের মত সংগঠনগুলোকে সক্রিয় করে তুলে। এত কিছুর পরেও নাগরিকরা এখন বিশ্বাস করে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম জরুরি এবং বর্তমানের গণতন্ত্রে কিছু হলেও আশার উপাদান অবশিষ্ট রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
নন্দিনী সুন্দর <nandinisundar@yahoo.com>

> তুর্কি উগ্র সমগ্রতাবাদ

সাংস্কৃতিক প্রশ্ন নয়, বরং একটা নতুন ধারা?

চিহান তুগল, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র

আনকারা ২০১৫ সালের গ্রীষ্মে তুর্কি কর্তৃপক্ষ ও কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (PKK)- এর মধ্যে কষ্টার্জিত যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে। যা অর্জিত হয়েছিল ২০১৩ সালে।

তুরস্কের শাসন ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদের উত্থান দেখে অনেক পর্যবেক্ষক বিস্মিত হয়েছেন। এই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এক সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে তুরস্ক ছিল গণতন্ত্রের মডেল। তাই বিশ্লেষকরা এই পরিবর্তনের কারণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তারা বর্তমান রাষ্ট্রপতি এরদোগানের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও তুর্কি সংস্কৃতির ব্যতিক্রমী স্বভাবকেই অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করছেন।

তবে শাসনক্ষেত্রে উদারপন্থার এমন দুর্গতি গণতান্ত্রিক পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য একটি সঙ্কেত হতে পারে। এক সময় বিবেচনা করা হত, উদার গণতন্ত্র মানবজাতির সব থেকে বড় অর্জন। উদারনীতিবাদ, পৃথক সম্পত্তির মালিকানা ও স্বাধীনতার ধারণা এই অর্জনের শেষ নিদর্শন, যা বর্তমানে নব্যউদারনীতিবাদী ধারণার সাথে হাতে হাত রেখে অগ্রসর হচ্ছে। নব্যউদারনীতিবাদী-রা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার পুনঃবিন্যাস করে বেসরকারিকরণ, ব্যক্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার মিথ ও ঋণের সম্প্রসারণবাদে বিশ্বাস করে। সেই আলোকে তুরস্কের উদাহরণ আমাদের দেখায় যে, উদারনীতিকরণ ও গণতন্ত্র একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে হাতে হাত রেখে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সাফল্য অনেকটাই রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতির মাত্রা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তুরস্কের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বাকি বিশ্বের জন্য উদা-হরণ হতে পারে। কেননা এক সময় পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্বাস করত যে, তাদের অভিজ্ঞতার চোখেই অনুন্নত দেশগুলো নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখবে। তবে ১৯৩০ সালের পরে এসে অনেকেই এই ধারণার বাইরে ভিন্ন ধারণার কথা ভাবতে থাকেন। শুধুমাত্র সেই সময়েই "ইউরোপিয়রা ঔপনিবেশিক" শাসনে "দেশিয়দের" যে ভোগান্তি তার খানিকটা ধারণা নিজেদের দেশে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধকালীন সময়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, পৃথক সম্পত্তি ও স্বাধীনতার ধারণা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে পরস্পরের সাথে এক সমালোচনামূলক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন উপস্থিত হয়, পুনরায় কি এই ধারণাগুলো একে অপরের ধ্বংসে লিপ্ত হবে?

> একটি মিথ্যা উদার স্বর্গ

তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যের সব থেকে বেশি ধর্মনিরেপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিবেচিত হত। এই দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো মূলত কামালবাদের প্যাকেজের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছিলো। ১৯৫০ সাল থেকেই ডানপন্থী দলগুলো ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরেপেক্ষ কর্পোরেট মতাদর্শের শাসকশ্রেণির উদারনীতিকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে থাকে। এরই প্রক্রিয়া হিসেবে ২০০০ সালে এসে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি সাধারণ মানুষের মধ্যে ডানপন্থী মতাদর্শকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে ভূমিকা রাখে। তারা দেশটির ইসলামি ঐতিহ্য এবং নিজেদের রক্ষ-ণশীল নীতির সংমিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৯৭০ এর দশকে নব্য-উদারনীতির প্রসার স্পষ্ট হয়, তা দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তবে এই সাফল্যের একটি অন্ধকার দিক ছিল। ২০০০ সাল নাগাদ তুরস্কের উদারনীতিকরণ মডেলের যে বয়ান ক্ষমতাশীলরা উপস্থাপন করেন তাতে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির দিকে নজর দেয়া হয়নি। এই দলে ছিলেন আলাভি সম্প্রদায়, শ্রমিক শ্রেণি, পরিবেশবিদ, বামপন্থী ও মাঝে মাঝে কুর্দি সম্প্রদায়। পশ্চিমা বিশ্ব ও তুর্কি উদারপন্থীরা জাস্টিস পার্টির সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সূচীর সমালোচনা করলেও নিপীড়নের বিষয়

>>

এড়িয়ে যান। পার্টি মনে করত, তাদের আমলে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে ও এক সময়ের প্রভাবশালী কামালপন্থী সেনাবাহিনীকে বেসামরিক নেতৃত্বের অধীনে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যের সামান্য মূল্য ছিল নিপীড়ন। বিরোধী মহলের আলোচনায় পরিবেশের বিপর্যয়, শ্রমিক মৃত্যু, স্বল্প মজুরি, অরাজনীতিকরণ, ইউনিয়নের ওপর নিপীড়ন চালানো, শহুরে নির্মাণ কার্যক্রমের কারণে মানুষের বাস্তুচ্যুতি তেমন গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয়নি।

জাস্টিস পার্টির প্রথম দুই মেয়াদে করা উদারনীতিকরণ অনেকের মধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলো। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হয়। সেই কারণেই ২০১৩ সালের গ্রীষ্মকালে পরিবেশ আন্দোলন তার স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে একত্রিত আন্দোলন হিসেবে আবির্ভাব ঘটে। এই আন্দোলনে যখন নারী অধিকারকর্মী, আলাভি সম্প্রদায়, ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সমর্থন দেয়, তখন তা তুরস্কের ইতিহাসের অন্যতম শহুরে আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি *গেজি* আন্দোলন হিসেবেই পরিচিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তবে তারা সকলের জন্য একই রকম রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।

শ্রমিক ও কুর্দি নেতারা প্রতিবাদকর্মীদের সীমিত পরিসরে সমর্থন দেয়। অন্যদিকে বামপন্থীরা এই আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক রূপ দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এই তিন শক্তি আন্দোলনের সময়ে নিজেদের বিভ্রান্তি ও অসামর্থ্যের কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। ২০১৩ সাল নাগাদ সরকারের ক্রমবর্ধমান ইসলামিকরণ ও স্বৈরাচারী নীতির কারণে উদারনীতিপন্থীরা গেজি আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে তাকে উদারপন্থী নীতিতে পরিচালনা করতে চেষ্টা করলেও তেমন সফল হতে পারেনি। অপরদিকে গেজি আন্দোলন তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্থাৎ গেজি পার্ক রক্ষা করার দাবি ছাড়া অন্য কোন জোরালো রাজনৈতিক দাবি উপস্থাপন করতে পারেনি।

> উদারতাবাদ থেকে উগ্র সমগ্রতাবাদ

আন্দোলনের ভঙ্গুর অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকার আন্দোলনকর্মীদের উপর নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে শাসক দল চরম স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দেয়। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে দিতে নিজেদের শক্তির প্রদর্শন করতে থাকে। এখন প্রশ্ন হল কেন এই রূপান্তর ঘটলো? কর্পোরেট প্রবণতার বিপরীতে উদারনীতিবাদ সামাজিক অস্থিরতা প্রশমনে উদারনীতি গ্রহণ করে থাকে। কাঠামোগত দিক থেকে শক্তিশালী দল মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেই উত্তেজনা প্রশমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। অপরদিকে দুর্বল রাষ্ট্র উদারনীতির তোয়াক্কা না করেই নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে ভিন্ন মত দমন করতে থাকে। কিন্তু শাসক যখন শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের মুখোমুখি হয়, তখন প্রতিবাদ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নাও হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে অভিজাত শাসক শ্রেণি পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে নিজেদের সমর্থকদের সংহতি প্রকাশের জন্য ডাক দেয়, যা মূলত এক ধরণের উগ্র সমগ্রতাবাদ। এই পথে এলিটরা শুধুমাত্র তাদের সমর্থকদের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আহবান জানায় না, বরং তাতে সাড়া দেয়ার জন্য নাগরিক ও রাজনৈতিক সমর্থকগোষ্ঠী সদা প্রস্তুত থাকে।

১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বহুল প্রচারিত ইসলামি সংহতি আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত জাস্টিস পার্টির মধ্যে এমন নেটওয়ার্ক রয়েছে। ২০১৩ সালের পরে বিরোধীদের পক্ষ থেকে আসা রাজনৈতিক হুমকি মোকাবেলায় তুরস্কের শাসকশ্রেণি তার শিথিল সমগ্রতাবাদের অবস্থান পরিবর্তন করে উগ্র সমগ্রতাবাদ গ্রহণ করে। এবং তারা আলাভি সম্প্রদায়, শ্রমিক শ্রেণি, পরিবেশবিদ ও বামপন্থীদের ওপর নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে।

এমনকি ২০১৩ সালের দিকে উদার ইসলামপন্থী সম্প্রদায় যারা এক সময় প্রশাসন থেকে আলাভি ও বামপন্থীদের সরিয়ে শাসক শ্রেণিকে সহায়তা করেছিলো, তারাই দমননীতির শিকার হয়। আর এই বহিষ্কারের মধ্য দিয়েই এই দল তাদের কাজের ফল ভোগ করেছিল।

আগে থেকেই গুলান গোষ্ঠী ও সরকারের ইসলামপন্থীদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিলো। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি ততদিন পর্যন্ত, যতদিন ইসরায়েলের সাথে এরদোগানের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। গুলান আমেরিকা ও পশ্চিমা লবির সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা একজন ধর্ম নেতা। তাকে সন্দেহ করা হত এই কারণে যে তিনি এরদোগানের ইসরাইল বিরোধী নীতির সাথে একমত ছিলেন না বলে। অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, যখন এরদোগান সমর্থিত এক দাতব্য সংস্থা গাজা অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গুলেন ওয়াশিংটন পোস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন যে, এই পদক্ষেপ ইসলামিক নয়, কারণ তা বৈধ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে। এরপরই জাস্টিস পার্টির মধ্যে এই ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়। এই সময় ক্ষমতাশালী গুলানবিরোধী পক্ষ দক্ষপ্রশাসক ও কর্মীর অভাবে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য কৌশলগতভাবে ধর্মান্ধতা ও গণজমায়েতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

তুরস্কের উগ্র সমগ্রতাবাদের দিকে যাত্রায় আঞ্চলিক অস্থিরতা নতুন মাত্রা যোগ করে। আরব গণজাগরণ তুরস্কের এ যাবৎ সুপ্ত ইসলামি চেতনার মধ্যে আশার জন্ম দেয়। ডান ও বাম ঘরানার এক ছোট দল ছাড়া তুর্কি ইসলামপন্থীরা সবসময়ই অটোমান সাম্রাজ্যের পুনর্জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। এতদিন জাস্টিস পার্টির নেতারা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক স্বার্থে নিজেদের উগ্রপন্থী কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। কিন্তু ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে দলটির উচ্চাভিলাষ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয় এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দলের উদারপন্থী ও পশ্চিম ঘেঁষা সমর্থকরা মনে করেছিল, দলীয় উচ্চাভিলাষকে একটি নরমপন্থী ক্ষমতা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হবে। এই ভাবনায় সাবেক অ্যাকাডেমিক পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করা দাভতুগলু দুইটি মতবাদ যথা, প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি ও কৌশলগত গভীরতা নীতি ভূমিকা রেখেছিল। প্রাথমিকভাবে আরব গণজাগরণ দাভতুগলুর প্রচেষ্টাকে নতুন মাত্রা দেয়, যদিও তাকে ২০১৬ সাল নাগাদ ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়। কেন? কারণ কি এরদোগানের ব্যক্তিত্ব? তবে আসলে তা নয়।

সরকার যদি আরব বসন্তকে পুঁজি করে তাদের উচ্চাভিলাষ পূরণে সফল হত, তবে তাদের নরমপন্থী নীতি ত্যাগ করা জরুরি ছিল না। অন্যান্য অনেক পুঁজিবাদী সরকারের মত তুরস্কের সরকার ও ব্যবসায়ী চক্র বিদেশি বাজারে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে থাকে। তবে শ্রমিক অসন্তোষ রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে সিরিয়া ও লিবিয়াতে গৃহযুদ্ধ, মিশরের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ, প্রভৃতি আরব বাজারে তুর্কি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কঠিন করে তোলে। এই ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবর্তন বিশ্ববাজারে মন্দা তুর্কি বাণিজ্যিক সম্প্রসারণবাদকে বাধাগ্রস্ত করেছিলো।

এতে করে সরকারের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে আসে। যার

>>

২০১৬ সালের ১৬ জুলাই এরদোগানের হাতে তুর্কির ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান কর্তৃত্ববাদকে আরো জোরদার করেছে।

প্রভাব পরে ইসলামি ব্যবসায়ী শ্রেণির ওপর এবং শহুরে দরিদ্রদের জন্য করা কল্যাণ বাজেটের উপর। সম্পদের সরবারহের কমতি ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে শাসক শ্রেণি তার ধর্মীয় পরিচয়কে সামনে নিয়ে আসে।

সিরিয়াতে আসাদ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য তুর্কি সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ব্যর্থতা ব্যবসাবান্ধব একটি ইসলামি সরকারের স্থলে কট্টরপন্থীদের একটি সুন্নি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়।

তুর্কি সরকারের ভুল হিসেবের কারণে আইএস-এর জন্ম হয় এবং শুরুর দিকে তা কুর্দিদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করলেও বাস্তবে তা তুরস্কের শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং দক্ষিণ পশ্চিম তুরস্কের পর্যটন শিল্পের ব্যবসা প্রায় বন্ধই করে দেয়। উপরন্তু আসাদ বিরোধী জিহাদি শক্তির সাথে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র ইসলামি গণতন্ত্রের আঁতাত পশ্চিমা পৃথিবীর ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত বয়ানের সত্যতা হিসেবে ধরে নেয়া হয়, অর্থাৎ ইসলাম ও গণতন্ত্র এক সাথে চলতে পারে না।

এই পরিবর্তনগুলোর একটি বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে। তুরস্কের হটকারিতায় সিরিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে। এর ফলে ইউরোপের দিকে অভিবাসীদের স্রোত শুরু হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইউরোপ মহাদেশে কট্টরপন্থী ধর্মান্ধদের ঐক্য সম্ভব হয়েছে। জঙ্গি ইসলামবাদের ভয় থেকে খানিকটা হলেও উৎসাহিত হয়ে ইউরোপের কট্টর ডানপন্থীদের উত্থান তুরস্ককে স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, তার ইউরোপিয় ইউনিয়ন এ পূর্ণ সদস্যপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা একেবারেই নেই। ২০০৬ সালেই এই আশংকা স্পষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ২০১০ সাল পর্যন্ত শাসক শ্রেণি নিজেদের এজেন্ডা পুনঃপরিবর্তন করেনি এবং উদারনীতিকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেনি। আর একারণেই আরবরা যখন তাদের স্বাধীনতা সঙ্কটে ঘুম থেকে উঠলো, তখন তুরস্কের ইসলামপন্থীদের ইউরোপের অংশ হওয়ার দীর্ঘদিনের স্বপ্নে ভাটা পড়লো।

> কিভাবে তুর্কির অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে

যদিও তুরস্কের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তবে তুরস্কের মত কাঠামো যা উদারনীতিবাদকে গলা চেপে ধরতে পারে, তার উত্থান বিশ্বের যে কোন স্থানেই ঘটতে পারে। বিশেষত, যখন আঞ্চলিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রক্রিয়াগত মিথস্ক্রিয়া ঘটে। সব থেকে উদ্বেগের দিক হল, বিশ্বব্যপী মুসলিম দেশগুলোতে উগ্রপন্থার বিকাশ পশ্চিমের সরকারগুলোকে যেমন সংরক্ষণবাদী হতে উৎসাহিত করেছে, তেমনি সেই সব দেশগুলোতে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের উত্থানে ভূমিকা রেখেছে। এই ধরনের চক্রাকার আবর্তের বৈশ্বিক কাঠামোগত ভিত্তি রয়েছে।

আধুনিকালের ইতিহাসে উদারনীতিকরণের দুই প্রধান চক্র বৈশ্বিক পর্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিশ্বব্যপী বিভেদ যেমন স্থানীয় তেমনি বৈশ্বিকও বটে। ১৯২০ সাল পরবর্তী সময়ে যখন মার্কিন ও ইউরোপিয় রাষ্ট্রগুলো ধ্রুপদী উদারনীতিকরণের পরিবর্তে এম্বেডেড উদারনীতিকরণের নীতি গ্রহণ করলো, সেই সমসাময়িক সময়ে প্রাচ্যে দমনমূলক সমগ্রতাবাদী নেতৃত্বের উত্থান ঘটলো। বিশ্বব্যাপী সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণবাদী নীতির কারণে এম্বেডেড উদারনীতিবাদ ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা দিল। যতক্ষণ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, এবং আন্দোলনকর্মীরা মিলে বিশ্বব্যপী কোন বিকল্প ব্যবস্থা নির্মাণে সফল না হবেন, ততক্ষণ আগামী বছরগুলোতে গণ-সমাবেশভিত্তিক সমগ্রতাবাদী শাসন কাঠামোর উত্থান ঘটতেই থাকবে, এমনকি তা পশ্চিমেও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে তুরস্কের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের জন্য সতর্কবার্তা। একটি ব্যর্থ বিপ্লব আর ভয়াবহ শাসন কাঠামোর উত্থানে সহায়তা করে। বর্তমান প্রেক্ষিতে যদি নতুন কোন গেজি, অকুপাই, নিজেদের সঠিক এজেন্ডা নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত হতে না পারে, তবে ভবিষ্যতে আমাদের সকলকেই খেসারত দিতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
চিহান তুগল <ctugal@berkeley.edu>

> লুলিজমের সমাপ্তি

ও ব্রাজিলের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

রুই ব্রাগা, সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাজিল ও ISA -এর শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক (RC44) গবেষণা কমিটির সদস্য

ব্রাজিলে সংসদীয় ষড়যন্ত্রের কারণে নিম্নকক্ষ রাষ্ট্রপতি রৌসেফের অভিসংশনে ভোট দেন।

সাধারণত ব্রাজিলের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সংক্রান্ত বিশ্লেষণগুলো সরকারের অর্থনৈতিক নীতির "ত্রুটিগুলো" নির্দেশ করে। এগুলো পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন লুইজ ইনাসিও লুলা দা থেকে ওয়ার্কারস পার্টির (পিটি) রাষ্ট্রপতি দিলমা রৌসেফ সিলভা থেকে উদ্ভূত। এটা সত্য যে, নিঃসন্দেহে ফেডারেল নীতির সিদ্ধান্ত ব্রাজিলিয় পুনঃবণ্টনের সংকটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রভাবকগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করে। রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণের ওপর এ দৃষ্টিনিক্ষেপ এই জটিলতাকে হ্রাস না করে বর্তমান সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। এই ব্যাখ্যাগুলো লুলার সময়ে (২০০২-২০১০) সংঘটিত শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবকে অনিশ্চিত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্লেষণগুলো রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিকভাবে পুঁজি যোগানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা এবং এ থেকে সৃষ্ট শ্রেণি সংঘাত প্রশমিত করতেই কেবল ব্যর্থ নয়, বরং এটা কীভাবে চরমপন্থীতে পরিণত করে, তা ব্যাখ্যা করতেও ব্যর্থ।

> ধর্মঘট চক্র

কর্মময় পৃথিবীতে অধস্তন ও ঊর্ধ্বতন শ্রেণির মধ্যে কর্তৃত্বপরায়ণ সম্পর্কের অবসান ধর্মঘটের মাধ্যমে ঘটে থাকে। ইন্টার-ইউনিয়ন ডিপার্টমেন্ট অব স্ট্যাটিস্টিক্স এবং সোশিওইকোনমিক স্টাডিজের (এসএজিডিআইইইএসই) স্ট্রাইক ট্র্যাকিং সিস্টেমের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ব্রাজিলিয় শ্রমিকরা ২০১৩ সালে ঐতিহাসিকভাবে একটি নজিরবিহীন ধর্মঘটের সূচনা করে। এতে দেখা যায়, ২০৫০ টি ধর্মঘট সংঘটিত হয়- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৩৪% বৃদ্ধি ঘটে। এটি একটি সময়ের সাক্ষী। তারপর দেশটিতে ধর্মঘট অনেকাংশে কমে আসে। গত দুই দশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আন্দোলন সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর একটি অংশ হিসেবে বেগবান হয়ে ওঠে। কয়েকটি রাজধানী শহরে ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, স্টিলশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, বাস ও ট্রেনচালক এবং ভাড়া সংগ্রহকারীরাও ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের ইউনিয়নগুলোকে সুদৃঢ় করে। একইভাবে ২০১২ সাল থেকে বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের মধ্যেও ধর্মঘট করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

২০১৩ সালে বেসরকারি খাতে প্রায় ৫৪% ধর্মঘট হয়। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সেবা ক্ষেত্রে চাকরির ধামাকায় অদক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিক রয়েছে। এদের অনেকে বাড়তি কাজ করেন এবং স্বল্প মজুরি পান। তাদের অস্থায়ী একটি কাজের চুক্তি থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো হয় প্রচলিত শ্রম অধিকার বিবর্জিত। এছাড়া ব্যাংক কর্মচারী, পর্যটনশিল্পের শ্রমিক, পরিষ্কারকরণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও যোগাযোগে আটটি জাতীয় পর্যায়ের ধর্মঘট, পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটের মত বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সাধারণত, কর্মচারীদের শ্রেণি অনুসারে সংঘভিত্তিক কার্যক্রম বেড়েছে। এগুলোকে প্রথাগতভাবে মনে করা হয়ে থাকে, শ্রম বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। এমনকি সরকারি খাতে যারা পৌরকর্মী রয়েছেন, যারা সরকারি প্রশাসনের কর্মী হিসেবে অস্থায়ী, এ সকল নগর কর্মীদের মধ্যে ধর্মঘট বেড়েছে। সর্বোপরি, সংঘভিত্তিক আন্দোলনে বেসরকারি ও সরকারি উভয় ক্ষেত্রে ধর্মঘট "কেন্দ্র থেকে প্রান্তে" ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে শহুরে ছিন্নমূলদের আনাগোনা বেড়েছে।

ধর্মঘটের ঘটনাপ্রবাহের প্রসারতা অনুসারে, সম্ভবত সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের এটিই সবচেয়ে অবমূল্যায়িত ব্যাখ্যা। এরকম করার জন্যে শাসক শ্রেণির কোন ইউনিয়নভিত্তিক আমলাতন্ত্র প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এটি এর নিজের কর্মীবৃন্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ বলে প্রমাণ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, একমাত্র বিশ্বস্ত শাসক শ্রেণি শ্রমিকের অধিকার হরণ করার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

>>

একই সঙ্গে পুঁজিবাদীদের একীভূতকরণ-কে পুনস্থাপন করে।

ব্রাজিলের সাবলটার্ন শ্রেণির বর্তমান ধর্মঘ-টের ঘটনাপ্রবাহের ফলে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্য দিয়ে সাবলটার্ন শ্রেণির অনিশ্চিত জীবনযাপনের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা লুলিস্তা প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ও দ্ব্যর্থকতার স্বরূপ উন্মোচন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসঙ্গতি বোঝা ও একই সঙ্গে গত তের বছরে পিটির একচ্ছত্র আধিপত্যের মেয়াদকে বিশ্লেষণ করা যায়।

> একচ্ছত্র আধিপত্যে ক্ষয়

শ্রেণি সংঘাত *নিয়ন্ত্রণের একটি পন্থা*। এই পন্থা হিসেবে লুলিজম একটি আধিপ-ত্যবাদী সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিপূরক হিসেবে একটি ঐক্য-মত সৃষ্টি করে। এই ঐক্যমত্য একটি দেশে এক দশকের অধিক সময় ধরে তুলনামূলক সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রাজিলের সাবলটার্ন শ্রেণিগুলো ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক আমলাতান্ত্রিকতার মাধ্যমে সরকারের এই প্রকল্পে একটি *পরোক্ষ* সম্মতিজ্ঞাপন করেছে। এটি একটি সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে মাঝারি ধরনের কিন্তু শ্রমিক-দের জন্যে কার্যকর রেয়াতের সুযোগ তৈরি করেছে।

বলসা ফ্যামিলিয়া প্রকল্পের আওতা ঠিক গ্রামীণ নয়, এরকম পরিবেশের *নিম্নতর সর্বহারা শ্রেণি* (পরিবারের জন্যে অর্থ তহবিল) লাভবান হয়েছে। তারা হতদারি-দ্র্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যের সীমায় (Official Poverty Line) এসে পৌঁছেছে। শহুরে ছিন্নমূলদের নিম্ন মুদ্রা-স্ফীতির হার অতিক্রম করে ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধি ঘটেছে। সেই সঙ্গে সুসংবদ্ধ শ্রমের বাজার এবং কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকেরা তেজি শ্রম বাজার থেকে সুফল লাভ করে। আয়ের নতুন বৃদ্ধি ঘটে এবং সামষ্টিক কারবারীতে মুনাফা লাভ করে।[১]

২০১৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্যন্ত, পিটি পুনর্বন্টনমূলক নীতি, আনুষ্ঠানিকভা-বে চাকরি সৃষ্টি/কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণের প্রবেশ, শিথিল-ভাবে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের বণ্টণের নীতি গ্রহণ করেছে। এক্ষে-ত্রে একটি দেশ যেখানে ব্যাপক পরিমাণে সামাজিক অসমতা বা বৈষম্য বিদ্যমান, সেখানে সাবলটার্ন শ্রেণির ঐক্যমত ধরে রাখতে রাজনীতিতে লুলিস্তার নিয়ন্ত্রণে এই ছোট পদক্ষেপই গুরুত্বপূর্ণ।

একই সময়ে, পিটি সরকার রাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের আমলা, সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবিতায় নিয়োজিত মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষা এবং রা-ষ্ট্রের মধ্যে লুলিজমকে সংগঠিত রূপরেখায় বাস্তবায়ন করতে সক্রিয় ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। হাজার হাজার ইউনিয়নের সদস্য সংসদের উপদেষ্টামূলক কার্যক্রমে, মন্ত্রণালয়ের অবস্থানগুলোতে ও রাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোতে নিয়োজিত থেকেছে। কিছু ট্রেড ইউনিয়নের আমলা বৃহৎ পেনশন তহবিলের বোর্ডে কৌশলগত অবস্থানের রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্র এটিকেই বিনিয়োগ তহবিলে পরিণত করেছে। পিটি-র সদস্য ও সমর্থকরা তিনটি জাতীয় ব্যাংক: দ্য ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিএনডিইএস), দ্য ব্যাংক অব ব্রাজিল ও *কাইক্সা ইকোনোমিকা ফেডারেলে* তিনটি ব্যাবস্থাপনামূলক দায়িত্বে রয়েছে।

তাই লুলিস্তার এ একীভূতবাদ (Unionism) বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জন্যে একটি সক্রিয় প্রশাসনই নয়, একই সাথে দেশে প্রত্যক্ষভাবে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভূমিকাপালনকারীও বটে। এই রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা মূলধনের ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এক্ষেত্রে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ওপর ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতান্ত্রিকতার সুবিধা-ভোগী সামাজিক অবস্থান নির্ভরশীল। এই নিয়ন্ত্রণকে বজায় রাখতে ও পুনরুৎপাদন করতে ইতিহাসে স্থান পাওয়া মৈত্রীদের স্বার্থ হিসেবে আমলাতান্ত্রিকতার মধ্যম পর্যায় ও বুদ্ধিজীবিতায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত এবং ঐতিহাসিক শত্রুরা-বৈরী আমলাতা-ন্ত্রিক স্তরগুলোতে এবং কি কর্পোরেটধারী স্বার্থ ভিত্তিক ধর্মীয় দলগুলোকে রাষ্ট্রে অব-শ্যই স্থান দিতে হবে।

পিটি সরকার ব্রাজিলিয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় (Electoral Game) এই অগণতান্ত্রিক নিয়মকে গ্রহণ করার পর ২০১৪ সালের মধ্যে লুলা সরকার সংসদীয় সমর্থন আদায় করে। এ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই কৌশল আরও জটিল হয়ে ওঠে। লুলিস্তার আধিপ-ত্য গণ মানুষের কাছ থেকে *পরোক্ষ সমর্থন* এবং সংঘ ও সামাজিক আন্দোলনের নেতৃ-বৃন্দের কাছ থেকে *প্রত্যক্ষ সমর্থন* আদায় করতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছিল।

> লুলিজমের স্ববিরোধিতা

২০০৩ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিরোধগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান সংকটও এর থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও, প্রায় ৯৪% চাকরি পিটির প্রথম ক্ষমতায় আসার পর বড়জোড় মাসিক মজুরি ১.৫ হারে (প্রতি মাসে প্রায় ২৫০ ইউএস ডলার) বা এর কমে দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে অর্থনীতিতে খানিকটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে নতুন চাকরির প্রায় ৯৭.৫% এই শ্রেণিতে ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল নারী, তরুণ ও কৃষ্ণাঙ্গ। এটি প্রচলিত অর্থে শ্রমিকদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে বৈষম্য করা হয়, এর মধ্য দিয়েই এটি টিকে থাকে।

সেই সাথে বছরের পর বছর কাজের ক্ষেত্রে অনেকগুলো দুর্ঘটনা ও মৃত্যু এবং চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের ঘটনা বেড়েছে। এই দুইটি লক্ষণই স্পষ্টভাবে কাজের ক্ষেত্রে গুণগত অবনতিকে নির্দেশ করে। ২০১৪ সালে দিলমা রৌসেফের দ্বিতীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটি দুরুহ অর্থনৈ-তিক সংকট মন্দার দিকে ধাবিত করে। এ মন্দা থেকেই শ্রমিকরা ধর্মঘট করার মাধ্যমে তাদের সংগঠনকে জোরালো করেন।

তথাপি এটার মাধ্যমে অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হয়। ২০১৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচ-নের দ্বিতীয় দফায় ছিন্নমূল সর্বহারা শ্রেণির সমর্থন দিলমা রৌসেফের জয় নিশ্চিত করে। কিন্তু এই সমর্থন অনুমান করে যে, পিটি সরকার আনুষ্ঠানিক (যদিও স্বল্পগুণে ও সামান্য পরিমাণে) বেকারত্ব হ্রাস করে। তবে ফেডারেল ব্যয়ে একের পর এক চাপ সৃষ্টি হওয়াতে শহুরে ছিন্নমূল এবং সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি উভয় শ্রেণির ক্ষেত্রে বেকার-ত্বের বৃদ্ধি ঘটে। সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী, গত ১২ মাসে ব্রাজিলের বেকারত্বের হার ৭.৯% থেকে ১০.২%-এ বেড়েছে।

অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায়, প্রথাগত মধ্যবি-ত্ত ডানপন্থী অর্থনৈতিক এজেন্ডা ও রাজ-নীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদের মধ্যে যারা পিটি ও প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডা-রেশন সিইউটি-র সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখেন, তারাও আছেন। কমপক্ষে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ভোট লাভের জন্যে ঘুষ প্রদানের কে-লেঙ্কারি ঘটেছে। এটা "মেনসালাও" হিসেবে পরিচিত। এ ঘটনার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। যেখানে উত্তপ্ত শ্রম বাজারে সেবার মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে, সেখানে স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অগ্রগতি কর্মজীবীদের (Maid) জন্যে উচ্চ বেতন নিশ্চিত করে। জনসাধা-রণের ভোগের বৃদ্ধি ব্রাজিলের দরিদ্র গৃহস্থা-লির জন্যে উচ্চ মজুরির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা পূর্বে প্রথাগত মধ্যবিত্তের অধিকারে ছিল। পরবর্তী সময় এটা শ্রমিকদের অধিকার হিসেবে নিশ্চিত হয়, যেমন- শপিং

>>

মল এবং এয়ারপোর্ট।

পরিশেষে, শ্রমিকদের সন্তানদের জন্যে নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্ধিত শূন্য কর্মস্থানে, পূর্বে যেগুলো মধ্যবিত্তের অধিকার ছিল, সেগুলোতে ব্যাপক চাকরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। "পেট্রোলাও"-কেলেংকারির সঙ্গে রাষ্ট্রের তেল কোম্পানি পেত্রোবাসের পশ্চাদাঘাত ও মানি লন্ডারিং সকলের সামনে আসলে মধ্যবিত্তের অসন্তোষ প্রতিবাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা হিসেবে সকলের সামনে আসে।

কংগ্রেসে রৌসেফ সরকারের সমর্থন কমে গেলে যে জ্বলন্ত সংকট দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তা দেশের সামাজিক কাঠামোতে প্রোথিত। এটিই অর্থনৈতিকভাবে মন্দাভাব সৃষ্টি করে। অস্থায়ী চাকরি সৃষ্টি এবং আয় বণ্টনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর নির্ভর করে যে, ব্রাজিলের উন্নয়ন মডেল বর্তমানে কর্পোরেট লাভকে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এখন এককভাবে নিম্নশ্রেণিই এই ক্ষেত্রে সকলকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

> প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

একটি শোচনীয় আন্তর্জাতিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে, ব্রাজিলিয় ব্যবসায়ের প্রধান প্রতিনিধিরা হয়ে ওঠে বেসরকারি ব্যাংকের। এই ব্যাংকগুলো ফেডারেল সরকারকে মন্দাবস্থা জারি রাখতে দাবি জানায়। একটি সময় ধরে যে নীতিগুলো বড় কোম্পানিগুলোর অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্যে দায়ী, সেগুলোই বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং বর্তমান ধর্মঘট চক্রের পদক্ষেপ হিসেবে নানা রকম অজনপ্রিয় সংস্কার অপরিহার্য করে তোলে। যেমন- সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতিতে ও শ্রম অধিকার হরণে ।

এই প্রকল্পটি বর্তমান পিটি সরকারের অপসারণের বড় কারণ। দিলমার দ্বিতীয় ম্যান্ডেটের শুরুতে আর্থিক সমন্বয় করা হয়। তিনি রাজনৈতিক প্রচারণার মাধ্যমে চাকরিতে বহাল, সামাজিক প্রোগ্রাম ও শ্রম অধিকারগুলো রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই ম্যান্ডেটের মাধ্যমে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ভোটারের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় রৌসেফ সরকারের লোকবিমুখতা তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে সামজিক শ্রেণির অসাম্য হ্রাস করতে মধ্যবিত্তের অসন্তোষ/লোকবিমুখতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ফেডারেল পুলিশের "অপারেশন লাভা জাটো"-র মাধ্যমে পেট্রোবাস দুর্নীতির পরিকল্পনায় পিটি রাজনীতিবিদদের বিশেষভাবে আলোকপাত

ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা সাবেক রাষ্ট্রপতি লুলা ও অভিসংশিত রাষ্ট্রপতি রৌসেফ যারা তের বছর ধরে ব্রাজিল শাসন করেছেন।

করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ব্রাজিলিয়রা সরকারের পতনের দাবি ঘোষণায় রাজপথ বেছে নেয়।

২০১৪ সালে এই সংহতিকে ত্বরান্বিত করতে পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলো এ অভিসংশনকে আরও দৃঢ় করে। পার্টি অব ব্রাজিলিয় সোশ্যাল ডেমোক্রেসি (পিসিডিবি) ও ব্রাজিলিয়ান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট পার্টি (পিএমডিবি)-এর মধ্যে সমঝোতা রাজনৈতিক ইশতেহার "আ ব্রিজ টু দ্য ফিউচার" কেন্দ্রাভিমুখকে তীব্রতর করে। যা জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের রাষ্ট্রীয় দায়ভার নিশ্চিত করে।

গুরুত্বপূর্ণভাবে রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলগুলো ব্রাজিলের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার কারণ হিসেবে দেখা যায়, রৌসেফ যে জনপ্রিয় ক্ষেত্রগুলো তৈরি করেছে, সেগুলোর জন্য নয়। তিনি আসলে উদ্যোক্তাদের জন্যে সামগ্রিক আর্থিক সমন্বয় করতে সমর্থ হননি। তাই এর জন্যে সংবিধান পরিবর্তন, সামাজিক নিরাপত্তার সংস্কার সাধন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যদিও অন্য দিকে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো পিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সামগ্রিক ব্যাপারটিই একটি ঐতিহাসিক ধর্মঘট চক্রে আবর্তিত হয়েছিল।

তথাপি ব্রাজিল এমন একটি অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত একটি অবৈধ সরকারের উদ্যোগের ষড়যন্ত্রটির জোরালো বিরোধিতা করেও জনসাধারণ ঠেকাতে পারেনি। এটিই একটি অভূতপূর্ব সামাজিক সংগ্রামকে অপরিহার্য করে তোলে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
রুই ব্রাগা <ruy.braga@uol.com.br>

[১] গত দশ বছরে ব্রাজিলের সাবলটার্ন শ্রেণির এই তিন উপাদানের ওপর দেখুন: André Singer, Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador (São Paulo, Companhia das Le-tras, 2012); Ruy Braga, A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista (São Paulo: Boitempo, 2012); and Roberto Véras de Oliveira, Maria Aparecida Bridi and Marcos Ferraz, O sindicalismo na Era Lula: paradoxos, perspectivas e olhares (Belo Horizonte, Fino Traço, 2014).

> শ্রমিক রাজনীতি ও আর্জেন্টিনায় নব্যউদারনীতিবাদের প্রত্যাবর্তন

রোডলফো এলবার্ট, কনিসেট ও বুয়েন্স আয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং ISA-এর শ্রম আন্দোলন বিষয়ক (RC44) গবেষণা কমিটির সদস্য

দক্ষিণ গ্রান বুয়েন্স আয়ার্সে অবস্থিত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদানের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ। ছবি-সেবাস্তিয়ান লিনারোজ

২০১৫ সালের ২২ শে নভেম্বর আর্জেন্টাইনরা মাউরিসিও মাসরাইকে প্রতিপক্ষের চেয়ে প্রায় তিন শতাংশের বেশি ভোট দিয়ে ২০১৫-২০১৯ সালের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। মাসরাইয়ের কাছে *পেরোনিস্তা* প্রার্থী ড্যানিয়েল সিওলির পরাজয় দীর্ঘ *কিরচনেরিস্তা* দশকের ২০০৩-২০১৫ পতনকে নির্দেশ করে। অর্থব্যবস্থা ও সীমিত সম্পদের পুন-র্বন্টনে রাষ্টীয় হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করার একটি পর্যায়কাল পরে, দুর্নীতি-বিরোধী চিন্তা নিয়ে আসা একজন কেন্দ্রীয়-ডানপন্থী প্রার্থী এখন আর্জেন্টিনা নেতৃত্ব দেয়।

এই বিজয়ের ব্যাখ্যার জন্য শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনবান্ধবতা বিরোধী সমাবেতকরণ ও আর্জেন্টিনার অচল অর্থব্যবস্থার উপর বেশি মনযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরাজয়ের যেকোন ধরনের ব্যাখ্যার জন্য শিল্পকারখানার শ্রমিকদের পরিবর্তনশীল রাজনীতির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করাও জরুরি। প্রগতিশীল সম্পদের বন্টন ও শ্রমিক শ্রেণির চলমান ভাঙনের স্ববিরোধী সম্মিলনের মধ্যেই *কিরচনেরিস্তা* জামানার সংকটের বীজ নিহিত। কিরচনারস্তের সাথে মৈত্রীর মাধ্যমে আর্জেন্টিনার দীর্ঘদিনের ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি খন্ডিত শিল্পকারখানা ভিত্তিক নাগরিক-তা বিনির্মাণে সহায়তা করেছিল। অন্যদিকে বামধারার তৃণমূল ইউ-নিয়নগুলো অপরিবর্তিত অসমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। অচল অর্থব্যবস্থার কারণে যখন সরকারের সীমিত পুন-র্বন্টন কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায় তখন সামাজিক বিভাজন নির্বাচনের পরাজয়ে সহায়তা করে যাকে রুই ব্রাগা "আশংকাজনক প্রভাব" বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসন্ন ঝুঁকিপূর্ণ নব্যউদারনীতিবাদের প্রতি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সেই তৃণমূল ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যারা কিরচনেরিস্তা সরকারের সময় অর্থনৈতিক সংশয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষের দিকে, সারা বিশ্ব যখন ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয় উঠতে শুরু করেছে ঠিক তখন আর্জেন্টি-নার ভিন্ন ধরনের পুনর্জন্ম লাভ করে: এক নতুন "সিন্ডিক্যালিজমো দে বেইজ" (তৃণমূলের গণতান্ত্রিক ঐক্যবাদ) আন্দোলন শ্রমিকের সঞ্জিবনী শক্তির পুনরুদ্ধার করে, যা আর্জেন্টিনার ২০০১-২০০২ সালের অর্থনৈতিক মন্দার দশ বছর পর দেশটির সবচেয়ে শক্তিশা-লী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সমাপ্তির বার্তা দেয়। উদাহারণস্বরুপ, উত্তর গ্রান বুয়েন্স আয়ার্সের দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলে যা লস তিলোস নামে পরিচিত, অধিবাসীরা উন্নত আবাসন ও কাঠামোর দাবিতে ভূমি অধিগ্রহণ শুরু করে এবং নিকটবর্তী নদীগুলো দূষণ যেন বন্ধ করা হয় সে বিষয়ে কোম্পানীগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ করে। কারণ শিল্পাঞ্চলে বসবাস করা সত্ত্বেও এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা বেকার এবং "অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক" কর্মকাণ্ডে জড়িত।

বিস্ময়করভাবে, ২০১০ সালে লস তিলোসের আন্দোলন আশে-পাশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাছে থেকে জোরালো সমর্থন পেয়েছিল যার অধিকাংশ সদস্যই এই অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত। শ্রমিকদের পুনরুজ্জীবিতকরণের অংশ হিসেবে উত্তর গ্রান বুয়েন্স আয়ার্সের অধিকাংশ শিল্প কারখানাগু-লোতে তৃণমূল গণতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলোর দ্বারা সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ জাতীয় ইউনিয়ন

>>

রক্ষণশীল আমলা নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যাদের সাথে ২০০৩ সালে ক্ষমতায় থাকা *কিরচনেরিস্তা* সরকারের সংযোগ রয়েছে। সাধারণত, এই আমলাতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলো একটি বৈষম্যমূলক কৌশল অবলম্বন করেছিল যারা শহুরে গরীবদের জীবনযাপনের সংগ্রামের প্রতি খুব কমই সহমর্মিতা প্রকাশ করে এবং নিয়োগকর্তাদের কঠিন শর্তে ও কম মাইনেতে নাজুক শ্রমিক নিয়োগদান মেনে নেয়। যেখানে মূল শ্রমিকরা তাদের চেয়ে বেশি মাইনে পেয়েছিল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শুরু হওয়া তৃণমূলের শ্রমিক আন্দোলন সেদিক থেকে ভিন্ন ছিল। বামপন্থী ইউনিয়নগুলো নিরাপত্তাহীন ও নিরাপদ শ্রমিকদের অনিরাপদ চুক্তি ও সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চয়তার জন্য তাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

শ্রমিকদের নিয়ে এই আকস্মিক আগ্রহের কারণ কী ছিল? আপাতদৃষ্টিতে, নব্যউদারতার পরবর্তীকালের রাজনৈতিক অর্থনীতি অস্বাভাবিকভাবে বিভাজিত শিল্পকারখানামুখী নাগরিক তৈরি করেছে। যাদের মদদ দিয়েছিল আমলাতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলো। ২০০০-২০০১ সালের বিরাট আর্থিক ও সামাজিক সংকটের পর, প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের মূল্য বাড়ার সাথে সাথে আর্জেন্টিনার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাড়তে শুরু করেছিল। দ্রুত প্রবৃদ্ধির কারণে *পেরোনিস্তা* সরকার কৃষি রপ্তানির উপর কর বাড়াতে পেরেছিল, আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল এবং কি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য সামষ্টিক সমঝোতামুলক চুক্তিগুলোকেও সমর্থন দিতে পেরেছিল।

জনসেবামূলক খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি ও নতুন সামাজিক নীতি আকস্মিকভাবে বেকারত্ব দূর ও প্রকৃতি মজুরি বৃদ্ধি করে যার সুফল হতদরিদ্রদের কাছে পৌঁছায়। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভোগের প্রবণতা বেড়ে যায়। পেশাগত কাঠামোনুসারে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই ধরনটি সমগ্র শ্রমশক্তিতে বেতনভুক্ত শিল্পকারখানার শ্রমিকদের আপেক্ষিক গুরুতব বাড়িয়ে দেয়।

তবুও পুনর্বন্টন নীতির নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। বৃহৎ জাতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মুনাফার হার বৃদ্ধি করার ফলে অর্থনীতির সম্প্রসারণের সাথে সাথে পুঁজি ও ক্রমবর্ধমানহারে একীভূত হয়েছিল। অন্যদিকে, শ্রমিকরা অধিক অনানুষ্ঠানিক শ্রম এবং কর্মসংস্থান সংকটের সম্মুখীন হয়। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারবীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যানুযায়ী (http://sedlac.econo.unlp.edu.ar) ২০১০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কর্মক্ষম শ্রম শক্তির মোট ৪৫.৫ শতাংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ পেয়েছে। যদিও এক দশক পূর্বের অর্থনৈতিক সংকটের থেকে কিছুটা উত্তরণ হয়েছে কিন্তু নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য বড় ধরনের কর্মসংস্থান ও আয়ের অনিশ্চয়তা এখনও রয়েছে।

২০১০ সালেও ক্রিস্টিনা কিরচনারের সরকার শ্রমিক শ্রেণির চলমান বিভাজনের সাথে স্বল্প পরিসরে সম্পদ পূনর্বন্টন সমন্নয়ের মাধ্যমে নব্যউদারনীতির সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকবছরের মধ্যেই আর্জেন্টিনার অর্থনীতিতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়া শুরু করে। বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় সীমিত পূনর্বন্টন প্রকল্পগুলো টিকিয়ে রাখতেও সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। ২০১১ সালে *পেরোনিস্তার* রাজনৈতিক এলিটরা আমলাতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলোর একাংশের জোট পরিত্যাগ করে এবং জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার (সিজিটি)-এর জাতীয় সেক্রেটারির রাজনৈতিক উচ্চাবিলাসীতাকে অসমর্থন জানায়। এক দশক পূর্বের যে সংকটের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোটের সূচনা হয়েছিল সে জোটে শেষমেশ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল।

২০১৪ সালের মধ্যে আর্জেন্টিনার মুদ্রা 'পেসোর' অবমূল্যায়ন ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ আশংকাজনকভাবে দরিদ্রতা বৃদ্ধি এবং প্রকৃত মজুরি হ্রাস করেছিল। সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার কারণে *পেরোনিস্তা* প্রার্থী ড্যানিয়েল সিওলি ২০১৫ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ডান-পন্থী প্রার্থী মাউরিসিও মাসরাইয়ের কাছে পরাজিত হয়।

তাদের প্রথম ছয় মাসের সময়কাল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আর্জেন্টিনায় নব্যউদারনীতিকে পুনরায় বাস্তবায়ন করতেই মাসরাই জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সরকার বিভিন্ন বাজারমুখী সংস্কার আরোপ করার পাশাপাশি সরকারী সংস্থাগুলো থেকে ছাঁটাই করে এবং বিদ্যুৎ ও পানি সরবারহসহ গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক খাতে ভর্তুকি কমিয়ে দেয়। পেসোর অবমূল্যায়ন হওয়ার কারণে সাধরণ ভোগপণ্যের জন্য সবধরনের মজুরি মুদ্রাস্ফিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। ফলে (২০১৪ সালের মত) দরিদ্রতার হার আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন পাশ করার পাশাপাশি সরকার কৃষি ও খনিজ রপ্তানির উপর কর কমিয়ে দেয়। ২৯ শে এপ্রিল ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে প্রতিবাদ হয় কিন্তু এরপর জাতীয়ভাবে আর কোন কর্মসূচি দেখা যায়নি। সরকারের স্পষ্ট শ্রমিক স্বার্থবিরোধী উদ্যোগের পরও জাতীয় শ্রমিক নেতারা তাদের ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বেশি উদ্বিগ্ন এবং শ্রমিকদের শ্রম অধিকার রক্ষার চেয়ে নিজেদের উপর দুর্নীতির শাস্তি মওকুফের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত।

তৃণমূল ইউনিয়নগুলোর সবেমাত্র শুরু হওয়া আন্দোলনের পরিণতি কী হবে যারা *কিরচেনিরিস্তার* শাসনামলে অনানুষ্ঠানিকতাও নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছিল। এটা কি সম্ভব যে অদূর ভবিষতে শ্রমিক শ্রেণির একটি বৃহৎ অংশ অনানুষ্ঠানিক ও অস্থায়ী শ্রমিকদের সাথে ভ্রাতৃত্বের কৌশলকে সমর্থন করবে? এটি এখনই বলা ঠিক হবে না কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক অতীত থেকে সাহায্য নিতে পারি। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিম্নমানের কাজের প্রতিকুল পরিবেশে ও আমলাতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলোর বর্তমানে, আর্জেন্টিনার তৃণমূল ইউনিয়নগুলো শ্রমজীবী শ্রেণির বিভিন্ন অংশের সাথে মৈত্রী স্থাপনে অগ্রগামী হয়। যদিও এই ইউনিয়নগুলো জাতীয় পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, নব্যউদারনীতিবাদের প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করতে শ্রম আন্দোলনের সক্ষমতা নির্ভর করবে এ ধরনের কৌশলগুলোর উপর। এর বিকল্প হতে পারে নতুন ধরনের এই বাজারমুখী সংস্কার মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমনেতাদের আগ্রহ। আর্জেন্টিনার শ্রমিকদের একেবারে নিঃস্ব করতে চাইলেই কেবল এটা মেনে নেওয়া সম্ভব। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
রোডলফো এলবার্ট <elbert.rodolfo@gmail.com>

> আমেরিকার ডানপন্থা: ভেতরকার গল্প

আর্লি রাসেল হোসচাইল্ড, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র

নির্বাচনী প্রচারণায় ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আমেরিকা থেকে উদ্ভূত ডান পন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ রাশিয়া, চীন, ভারত এবং ইউরোপের অধিকাংশ জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকার বামপন্থী সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি, একজন সম্ভাবনাময় নারী রাষ্ট্রপতি ও সমকামী পুরুষের অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে আমেরিকার বামপন্থা সংস্কৃতিকে বেগবান করবে এবং ডানপন্থাকে দমিয়ে রাখবে বলে ধারণা করেছিলেন। তবুও সেখানে ডানপন্থার উত্থান হয়েছে। শেষের দশকগুলোতে রক্ষণশীল কণ্ঠগুলো আরও জোরালো হয়েছে। জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল ও রেডিও বার্তা এই অধিকারগুলোকে হালকাভাবে দেখছে। ওয়াশিংটনে অবস্থিত ফেডারেল কংগ্রেসের দুটো হাউজই রিপাবলিকানদের দখলে। ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের চেয়ে খুব কমই রাষ্ট্রের আইন পরিষদ ও সরকারিমহলকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে প্রায় ২৩টির ক্ষেত্রে রিপাবলিকানরা হাউজের রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারিমহলে নিয়ন্ত্রণ করেন। এক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা ৭টি। আমেরিকানদের ২০ শতাংশের মধ্যে ৪ কোটি ৫০ লাখ লোক বর্তমানে শুল্কবিরোধী টি পার্টি আন্দোলনকে সমর্থন করছেন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী পপুলিস্ট ন্যাটিভিস্ট রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। ফেডারেল সরকারের সঙ্গে অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপছন্দ করার ক্ষেত্রে আমেরিকার অধিকারের কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অধিকারকে বলা যায় বেকারত্বের বীমা, চিকিৎসা সুবিধা, কলেজের আর্থিক সাহায্য ও বিদ্যালয়গুলোর দুপুরের খাবার আরও অনেক কিছুতেই সরকারি সুবিধা কমিয়ে দেওয়া। প্রসিদ্ধ রিপাবলিকান নেতাদের ফেডারেল সরকারের সকল বিভাগ থেকে শিক্ষা, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণভাবে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । ২০১৫ সালে রিপাবলিকানদের ৫৮টি হাউজ অভ্যন্তরীণ মুনাফা সার্ভিস বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে ভোট দিয়েছে। অনেকেই পাবলিক স্কুলগুলোর বিলোপ করার উদ্দেশ্যে ভোট দিয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ের এ সকল নেতাদের সমর্থকেরা সরকারের এসব কর্মকাণ্ডে আশাহত ও ক্রোধান্বিত হয়েছেন। সব থেকে বড় প্রশ্নটি লুইজিয়ানাতে পাঁচ বছরব্যাপী নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করার সময় আমাকে নাড়া দিয়েছে। (আমেরিকার অধিকারের প্রাণকেন্দ্রগুলো-কী কী ও কেন?) আমি আমার *Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right*[১] বইয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার সময় আরও বেশি বিভ্রান্তি দেখেছি। দেশটির দ্বিতীয় দরিদ্র অঙ্গরাজ্য লুইজিয়ানায় অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলোর চেয়ে আনুপাতিকভাবে বেশি ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনেকগুলো ভঙ্গুর ও স্থূল আবাসিক এলাকা রয়েছে। তাই এর ফেডারেল সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল, আর পেয়েছেও। ৪৪ শতাংশ বাজেট ফেডারেল সরকার থেকে আসত। তাই আমি অবাক হয়েছি, টি পার্টির অধিক সংখ্যক সমর্থক ক্রোধান্বিত কেন? রাজনীতিতে এই ক্রোধ বা আবেগ কীভাবে প্রোথিত থাকে?

ডানপন্থী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে অনেক বিশ্লেষকই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমি এই অভিজ্ঞতাকে তাদের ভেতর থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। কাজেই আমি দক্ষিণ লুইজিয়ানার নারী রিপাবলিকানদের সমাবেশ, গির্জা এবং রাজনৈতিক প্রচারকার্যের র‍্যালিতে যোগদান করেছিলাম। আমি লোকজনকে তাদের বেড়ে ওঠা, স্কুলে যাওয়া, তাদের পিতামাতাকে সমাধিস্থকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি মনোযোগের সাথে লুইজিয়ানাতে আমার নতুন বন্ধুদের বর্ষপঞ্জি দেখেছি, তাদের সঙ্গে কার্ড খেলেছি এবং মাছ ধরেছি। আমি সব মিলিয়ে টি পার্টির ৬০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এদের মধ্যে ৪০ জনই শ্বেতাঙ্গ, বয়স্ক, খ্রিস্টান সমর্থক। ৪৬০০ পৃষ্ঠার উপরে সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি ও মাঠ গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আমি অবশ্য একটা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। প্রথমে শুনেছি। এরপর আমি তাদের অভিজ্ঞতাকে গল্পের আঙ্গিকে কৌশলে জিজ্ঞেস করার মধ্য দিয়ে তাদের অভিমত ও তার কারণ অনুসন্ধান করেছি। এটা আমার কাছে ভেতরের গল্প বলে মনে হয়েছে। এটাকে আমি বলি "ভেতরকার গল্প"। আমি বিশ্বাস করি সকল রাজনৈতিক বিশ্বাসের মধ্যে এক একটি গল্প থাকে। এক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক এ রকম:

আপনি ধৈর্য সহকারে পাহাড়ের ওপরের অংশে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে শরণার্থীদের মধ্যে একটি সরলরেখার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার পাশে যারা আছেন, তাদের অনেকেই বয়স্ক,খ্রিস্টান, অধিকাংশই পুরুষ। পাহাড়ের ওপরের অংশে রয়েছে আমেরিকার স্বপ্ন, সকলের লক্ষ্য একই লাইনে দাঁড়ানো, এরপর দেখুন। হঠাৎ করে আপনি দেখছেন

>>

আপনার সামনে কেউ লাইন ভেঙে সামনে যাচ্ছে। তাদের লাইন ভাঙার কারণে আপনি পেছনে পড়ে গিয়েছেন। তারা কীভাবে এটা করতে পারে? তারা কারা?

কৃষ্ণাঙ্গ অনেকেই আছেন। ফেডারেল অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন প্ল্যানে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষানবিশ, কাজ, কল্যাণমূলক ভাতা ও বিনামূল্যে দুপুরের খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। অন্যরা আরও অনেক কিছু সামনে করার প্রয়াস করছেন। উদ্ধত নারীরা সকল পুরুষদের চাকরি, অভিবাসী, শরণার্থী এবং সরকারি-মহলে উচ্চ বেতন চাকরি খুঁজছেন। এর শেষ কোথায়?

একটি স্থিতিশীল সারিতে দাঁড়ানোর জন্যে আপনাকে তাদের সকলের জন্যে মর্মবেদনা অনুভব করতে বলা হচ্ছে। জনসাধারণ অভিযোগ করে : জাতিবাদ, বৈষম্য, যৌনতাবাদ নিয়ে। আপনারা নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ, নারীদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার, নিষ্প্রাণ অভিবাসী, গোপন সমকামী পুরুষ, উন্মত্ত শরণার্থীদের গল্প শুনছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি নিজেকেই বলেন আপনার মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ক্ষেত্রে একটি সীমা রয়েছে, বিশেষ করে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা অপরের ক্ষতি করতে পারে। আপনি একজন সহানুভূতিশীল মানুষ। কিন্তু এখন আপনাকে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বলা হচ্ছে যারা আপনার সামনে লাইন থেকে সরে গেছে। আপনি নিজে নিজেই অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আপনি এটা নিয়ে কোন অভিযোগ করেননি, বা কোন সাহায্যের আবেদন জানাননি, এটা নিয়ে আপনি গর্ব করতে পারেন। আপনি সম অধিকার বিশ্বাস করেন, কিন্তু আপনার নিজের অধিকারগুলো সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন? তারা কী এটা কিছু মনে করে? এটা সত্যি ভাল নয়।

এরপর আপনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি দেখলেন, যার নামের মাঝখানে হুসাইন রয়েছে। লাইন ভেঙেছে এমন ব্যক্তিদের দেখে তিনি হাত নাড়ছেন। তিনি তাদের পাশে ছিলেন, আপনার পাশে নয়। তিনি তাদের রাষ্ট্রপতি, আপনার নয়। তিনিও কী লাইন ভঙ্গকারীদের একজন নন? একজন সংগ্রামী অবিবাহিত মায়ের সন্তানকে লালনপালনের জন্যে কলম্বিয়া ও হার্ভার্ডে কত খরচ করতে হয়? হয়ত না বলা বিষয়গুলোতেই আলোচনার রেশ তৈরি হয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতি ও তার উদার সমর্থনকারীরা তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে অর্থ খরচ করছে না? আপনারা ফেডারেল সরকারের যন্ত্রকে বন্ধ করতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি ও উদারপন্থীরা আপনাকে লাইন থেকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিতে চাইছে।

ভেতরের এই গল্প যেন তথ্যদাতাদের উপলব্ধিকে আন্দোলিত করতে পারে, তাই আমি আমার তথ্যদাতাদের কাছে ফিরে আসি। এক্ষেত্রে কিছু এদিক সেদিক পরিবর্তিত হয়ে যায় ("তাই আমরা আরেকটা লাইনে দাঁড়াই... বা তিনি আমাদের অর্থই আমাদের দিচ্ছেন...")। সকলেই এটাকে তাদের নিজেদের গল্প বলে দাবি করেন। একজন আমাকে জানালেন, "আমি তোমার কাল্পনিক জগতে বাস করি"। অনেকেই বললেন, "আপনি আমার মনের কথা বলেছেন"।

এই গল্পটি সত্য করার ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? এক কথায় বলতে গেলে, সম্মানহানি হবে। আমি যে টি পার্টি সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, তারা আসলে দরিদ্র নয়, কিন্তু দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুরাও অন্যভাবে এর কবলে পড়েছেন। কিন্তু ভাল থাকা ও সম্মানের জন্যে সম্পদই একমাত্র উৎস নয়। শ্বেতাঙ্গ বিষমকামী খ্রিস্টান হিসেবে অনেকেই তাদের জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকা করেছেন ("আমাদের মত এমন অল্প সংখ্যক লোকই আছেন", একজন নারী আমাকে জানান), বা ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু হওয়াকে ("লোকজন আর চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে আগ্রহী নন, কাউকে এখন আর বলা যায় না, শুভ মেরি খ্রিস্টমাস! আপনাকে বলতে হয় শুভ ছুটির দিন") উল্লেখ করেন। কেউ কেউ সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে মনে করেন। ("আমরা পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে প্রত্যাশী, আমাদের লোকজনদের মধ্যে যারা নিয়ম অনুসরণ করে চলে, এখন আমাদের মধ্যে তাদেরকে যৌনতাকামী, অযৌক্তিকভাবে সমকামিতা বিরোধী, বর্ণবাদী, অজ্ঞাত হিসেবে দেখা হয়")। উদারপন্থীরা সর্বস্তর থেকে আমাদের জন্যে এরকম ব্যবস্থা করেন। যদি তারা সম্মানের জন্যে তাদের প্রিয় স্বদেশের উদ্দেশ্যে ঘুরে দাঁড়ান, তাদেরকে নিম্নবর্গের "প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক শ্রেণি" হিসেবে মনে করা হয়। বিশেষ করে প্রায়ই গ্রামীণ মধ্য-পশ্চিম বা দক্ষিণে যারা বাস করেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষণীয়। এই ভেতরের গল্পের মধ্যে অনেকাংশেরই সম্মান হারানোর ঘটনা ঘটে, সম্মানের অবশিষ্ট কিছু থাকে না।

একটি ভেতরকার গল্পে কষ্ট বর্ণিত থাকে (কেউ কেউ আপনার থেকে বেশি এগিয়ে থাকে)। এটা অপবাদেরই (একটি অসুস্থ মতাদর্শধারী সরকার) নামান্তর। এটাই টি পার্টি রাজনীতি থেকে বের হওয়ার দিকে নির্দেশ করে।

এটি একটি আবেগধর্মী জবাবদিহিতার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। এই জবাবদিহিতায় লাইনে অপেক্ষমান বা লাইনে ঢুকে পড়া, এরকম লোকগুলোর প্রতি সহানুভূতি, সরকারের প্রতি কী পরিমাণ অনাস্থা বেড়েছে, কী পরিমাণ সরকারি সুবিধাভোগীদের ধিক্কার দেওয়া যায়, এরকম বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যবস্থা শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।[২] এটাকে আমরা আমাদের উপলব্ধিতে বিশ্বাস করি। এই ভিত্তি করা "উচিৎ বা উচিৎ নয়", এরকম বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এটাই উত্তপ্ত রাজনৈতিক যুদ্ধের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ চাকরিতে কর্মীদের শাসনের মধ্যে থাকতে হয় ("ক্রেতাদের ব্যবহারে পাগল হয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কেননা তিনি সবসময় ঠিক")। কর্মীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আবেগীয় ব্যাপারগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শেখে এবং তত্ত্বাবধায়কের কাজ হলো তারা কতটা ভালভাবে এটা করতে পারে, তার ওপর দৃষ্টি রাখা। নেতারা সহানুভূতি, সন্দেহ, নিন্দা, লজ্জাকে গাইড করেন এবং রেডিও হোস্টদের সঙ্গে কথা বলেন। সংবাদ প্রচারকরা তার কথাগুলোকে প্রচার করেন। স্থানীয় ও ইলেক্ট্রনিক কমিউনিটি সমালোচনার মাধ্যমে এগুলো তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

বাম ও ডানের সকলে একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে শাসন প্রতিষ্ঠার কায়দা অনুসরণ করে। সাধারণত, বামরা বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীলতার আহবান করে, যাদেরকে সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করা হয়, ডানদের ক্ষেত্রে এটি তেমন প্রযোজ্য নয়। বামরা সরকারের এই অংশ থেকে আস্থার উৎসারণ ঘটায়, এক্ষেত্রে ডানরা সকলের সন্দেহের রোষে পড়ে। বামরা মর্যাদা ও সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে। ডানরা তীব্র লজ্জার সম্মুখীন হয়।

দুইটি কোডের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে আমি যে গবেষণাটি করেছি এতে লক্ষ্য করা যায়, টি পার্টি সমর্থকরা এই নিয়মে নিজেদের বামদের শাসনের অধীন হিসেবে মনে করে এবং তিক্ততায় ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। "আমরা যথেষ্ট পরিমাণে [রাজনৈতিক সঠিকতা] অবলম্বন করেছি" বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায়ই উদাত্ত কণ্ঠে জানান। তার প্রতিধ্বনিতে ডানদের একটিই সংবেদনশীলতার ভাষা দৃঢ়ভাবে পাওয়া যায়। একজন লোক আমাকে জানালেন, "উদারপন্থীরা আমাদেরকে অভিবাসী ও উদ্বাস্তু-

>>

ফোনিক্সে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পছন্দের বিষয়গুলোর একটি-অভিবাসনের ওপর জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন।

দের জন্যে দুঃখবোধ প্রকাশ করতে আহবান করতে চায়"। কিন্তু অধিকাংশ লোককেই বলতে শুনেছি, "আমাকে গরিব বানাও, গরিব বানাও, গরিব বানাও..."। কেউ কেউ বলেন, "উদারপন্থীরা সরকার থেকে যা কিছু পেয়ে থাকে, আমরা সেগুলো চাই না" এবং "আমার প্রয়োজন না থাকলে আমি না নিতে পেরে আনন্দিত। কিন্তু তারা চায় তারা যা দিচ্ছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি"। অনেকেই সরকারের এ সহযোগিতাকে তীব্র নিন্দার চোখে দেখেছে এবং তারা এক্ষেত্রে প্রতারকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। "আমি এ রকম ব্যক্তিদের চিনি যারা শিকারের সময় বেকার হয়েছে।" বা, "ট্রেইলার পার্কে বিকল অবস্থায় জব্দ হওয়ার ফাঁদে পড়েছেন। আমি জানি না তারা কীভাবে তাদের মাথা সমুন্নত রাখেন। কিন্তু তারা মাথা সমুন্নত রাখে আর সরকার তাদের অনুপ্রেরণা যোগায়"। বেশির ভাগ টি পার্টি সমর্থকরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে লাইন ভঙ্গকারী, সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, এবং সরকারের কাছ থেকে সুবিধাগুলো পাওয়ার পর নিজেকে নিন্দা থেকে রক্ষাকারী ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে "ঘোর বিরোধিতা" করে।

প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু একমত হওয়ার কথা বলি না। প্রকৃতপক্ষে, আমি যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি যদি তাদের দুইটি দল হত, তবে ভিন্ন পন্থায় তাদের ভেতরে প্রোথিত গল্পের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার কথা ভাবতাম। প্রথাগত টি পার্টি সমর্থকরা লাইন ভাঙাও ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে এবং সরকারও তাদের এরকম করার ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করে। অন্য দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুগামীরা সরকারের স্বার্থ রক্ষা এবং সেগুলো গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে অন্যভাবে বলতে গেলে, এই সকল সুবিধা আমেরিকাতে জন্ম নেওয়া আমেরিকান, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ট্রাম্পের ঘোষণা অস্পষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু পণ্ডিতরা অনেকেই বলছেন যে তিনি জনসাধারণের জন্যে স্বাস্থ্যসেবার প্রস্তাব করেননি, বরং তিনি ওবামাকেয়ারকে স্থলাভিষিক্ত করার পরিকল্পনা করেন। ওবামাকেয়ারের এ বর্ধিত অংশে বীমাহীনদের স্বাস্থ্যকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, একটি নব গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে "মহৎ পদক্ষেপ"। এটি ট্রাম্পকে লজ্জার কবল থেকে রক্ষা করে। যদিও তিনি এক্স-পাও নেতা ম্যাককেইনকে অযোগ্য, একজন অক্ষম সাংবাদিক, ফিমেইল ফক্স নিউজ কমেন্টদাতা, অতালিকাভুক্ত মেক্সিকান, আমেরিকান বংশোদ্ভূত মেক্সিকোর ঐতিহ্যের অধিকারী বিচারক, সকল মুসলমান, এবং তার সকল রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন হিসেবে মনে করেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বা খাদ্যের জন্যে কখনো অপমানিত গ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হননি। তবুও শ্বেতাঙ্গদের কল্যাণকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে ট্রাম্প এগুলো পাওয়ার অধিকারকে জোরালো করেছেন। এটা জনসাধারণের কাছে ট্রাম্পের আবেদন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গোপন ও সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। তিনি বিবাদী, বন্দুকধারী, রুক্ষ, পৌরুষদীপ্তদের প্রশংসা করেন। অধিকাংশ কল্যাণের দিকটার ভোক্তা নারী, শিশু এবং বিভিন্ন বর্ণের মানুষ। তারপরও এদের মধ্য দরিদ্র রয়েছে, বা কেউ কেউ প্রায় দরিদ্র কিংবা শ্বেতাঙ্গদের দরিদ্র হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। যদি সত্যি কোন মানুষের প্রয়োজনে ট্রাম্প তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। সেক্ষেত্রে সরকারের সুবিধার মাধ্যমে একজন লোকের কাজ হাসিল করতে সহযোগিতা করেন। আপনি একজনকে পকেট মারার জন্যে চড় মারতে পারেন, গালিগালাজ করতে পারেন, পৌরুষদীপ্ত হয়ে উঠতে পারেন। ট্রাম্প বেকারত্ব বা খাদ্য ঘাটতিকে নিষ্কলুষ হওয়ার আশা করেন।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ট্রাম্পের বহু শ্বেতাঙ্গ নীল-বর্ণের পুরুষ অনুসারী পূর্বে কৃষ্ণাঙ্গদের যে রূপ চাকরিহরণ, স্বল্পমজুরি, বৈষম্যের শিকার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, তারাও একই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের মধ্যে ধনী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে আনুপাতিকভাবে বেশি অবিবাহিত পিতা রয়েছেন, অনেকের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, অনেক বাচ্চা এবং দুঃসময় অতিবাহিত করছেন। এখন যদি তাদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া না হয়, ভবিষ্যতে অবশ্যই দেওয়া হবে। তাই তারা সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার যে অধিকার রাখে, সেগুলো না পাওয়ার ফলে আরেক অবজ্ঞার মুখোমুখি হয়। কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশক হল, এটি "সত্যিকার মানুষকে", "নিচের তলার মানুষের" থেকে পৃথক করা। প্রথমত, লুইজিয়ানায় আমার সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের সমর্থকরা সরকারের সুবিধা বাড়েনি বলে জানায়, একেবারে প্রথমদিকে তো নয়ই। তবু তাঁকে "সাধারণ লোকজনের" একজন হিসেবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়। একজন অটো মেকানিক জানায়, "ট্রাম্প আমাদের বিরুদ্ধে নন। আপনি ফুড স্ট্যাম্প ব্যবহার করে থাকেন, কারণ আপনি একজন নিম্নআয়ের লোক, আপনি কাউকে আপনার নাকের নিচে দেখতে চাইবেন না।"

ট্রাম্প মৌনভাবে শ্বেতাঙ্গ নীল চোখধারী লোকদের লজ্জা নিবারণ করেন, কিন্তু তিনি আমেরিকান বা শ্বেতাঙ্গ নয় এমন কারো ক্ষেত্রে এরকম করেননি। প্রকৃতপক্ষে, এই ভেতরের গল্পে সাড়া জাগানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্প অনেকটা অভিবাসী বিরোধীদের মত, কিন্তু অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ডানপন্থী পপুলিজমের উত্থানের মত একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, এই সকল ডানপন্থী আন্দোলনগুলোর ভেতরকার গল্পের বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। এর ভেতর থেকেই এই উপলব্ধি গল্পগুলোকে উজ্জীবিত করে এবং এর মধ্যে প্রোথিত দৃঢ় বিশ্বাস একে সুরক্ষিত করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আর্লি হোসচাইল্ড
<ahochsch@berkeley.edu>

[১] Hochschild, A. (2016) *Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right.* New York: New Press.

[২] দেখুন Hochschild, A. (1983) *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling.* Berkeley and Los Angeles: The University of California Press.

> যুক্তরাজ্যে কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান

হুও বেনন, কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

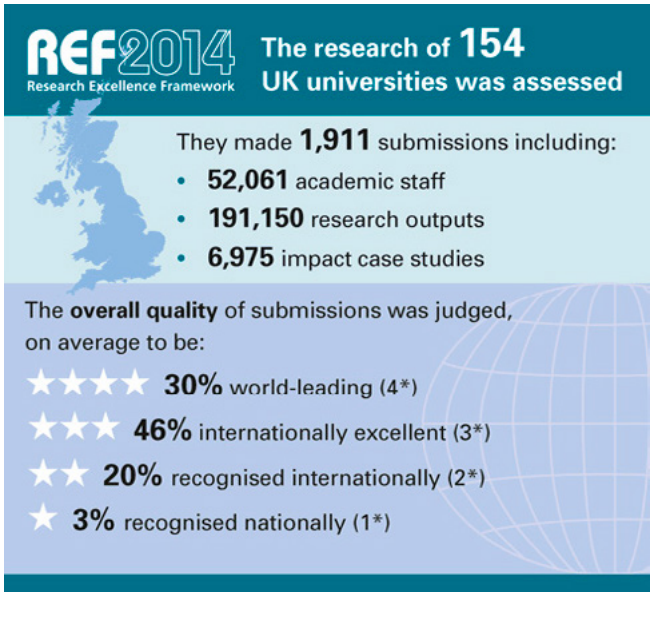

২০১৪ সালে যুক্তরাজ্য গবেষণা উৎকর্ষ কাঠামোতে পেশকৃত নিবন্ধের সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন এতই মৌলিক যে, এর ভবিষ্যৎ বলা খুব দুরূহ। এখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও কাজ করার অভিজ্ঞতা আজ থেকে এক দশক আগের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই ভিন্ন। স্টিফেন কলিনি সম্প্রতি দাবি করেছেন, "আমরা বর্তমানে যাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলছি তা ফলিত দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে নতুন রূপ নিয়েছে। এই পরিবর্তন সমাজের 'অর্থনৈতিক কৌশলের' অধীনস্ত।" ২০১৪ সালে ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক সংঘের সভাপতি জন হলউড, তার বিদায় সময়ের ভাষণের বলেন যে, ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন একটি নয়া পুঁজিবাদের সদা প্রসারমান অসাম্য ধারণার সেবা করছে। জ্ঞানের শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উপর এর প্রভাব কেমন তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক।

> অর্থায়ন: কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে ছাত্র বেতন

ঐতিহাসিকভাবে, মার্গারেট থ্যাচার ও টনি ব্লেয়ার সরকারের আগের সময়ে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। জাতীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হতো এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পর্যাপ্ত অর্থ অনুদান হিসেবে পেত। এই ব্যবস্থাকে "এলিট" সিস্টেম বলা হতো। এতে মাত্র দশ শতাংশ ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য যেত। অন্যদিকে বাকি তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

থ্যাচার সরকারের আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিটিশ উৎপাদন খাতে নবজাগরণ সৃষ্টির লক্ষে "জ্ঞান অর্থনীতি"র ভাবনা সামনে চলে আসে। যা পরবর্তী সময়ে ব্লেয়ারকে প্রভাবিত করে, এবং তিনি জোরালোভাবে বলেন যে, ব্রিটেনের তরুণদের অন্তত ৫০ শতাংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে "শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা," নিতে হবে। এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অর্থনৈতিক কৌশল নির্ধারণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় একটি স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যখন উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব "বাণিজ্য ও শিল্প" বিভাগের হাতে হস্তান্তরিত হয়। বর্তমানে এই দায়িত্ব আছে ব্যবসা উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিভাগের উপর। সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে *জ্ঞান অর্থনীতির সাফল্য, পড়ানোর দক্ষতা, সামাজিক গতিশীলতা, ছাত্রদের পছন্দ* শীর্ষক বিষয়গুলো আমাদের সামনে উন্মোচন করে যে, এক কালের আজগুবি জ্ঞান অর্থনীতির ধারণাকে এখন মতাদর্শগত স্থান দেয়া হয়েছে যা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনকেই ত্বরান্বিত করেছে।

এই কৌশলগত পরিবর্তনের জন্য ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তহবিল সংগ্রহের জন্য ভিন্ন পথ ভাবতে হয়েছে। ইতোপূর্বে যেখানে সরকার অর্থ সহায়তা দিত সেখানে বর্তমানে তা আসে ছাত্রদের দেয়া ফি থেকে। ১৯৯৮ সালে লেবার পার্টির সরকার ছাত্রদের জন্য বাৎসরিক ৩০০০ পাউন্ড ফি নির্ধারণ করে দিলেও পরবর্তীকালে তা নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বর্তমানে তা বাৎসরিক ৯০০০ পাউন্ড। এই ফি ভবিষ্যতে আর ও বৃদ্ধি পাবে। যদিও উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস নিজেদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে তবে ইংল্যান্ডের উচ্চশিক্ষাখাত প্রসারিত হচ্ছে শুধুমাত্র ছাত্রদের দেয়া পয়সার উপর ভিত্তি করে। ফলে এখন ছাত্ররা শোষণের শিকার হচ্ছে ও তারা এই অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে পরছেন। এই তহবিল সংগ্রহ ব্যবস্থা একটি পরিবর্তক চালক হিসেবে কাজ করছে। প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের সাথে তালমেলাতে ও অধিকহারে ছাত্র ভর্তি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষানবিশ হিসেবে নয়, বরং গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাজারে পরিণত করার এই প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের নজরদারিতেই চলছে ও বিকশিত হয়েছে।

>>

২০০৫ সালে ব্লেয়ার সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম চালু করে যা ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত তদন্তের অনুরূপ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন কোর্সে ছাত্রদের শিক্ষার মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ও খারাপ মান নির্ধারণে এই তালিকা ভূমিকা রাখে এবং প্রকাশের পর পর এই তালিকা পত্রিকাগুলোতে শিরোনাম আকারে আসে।

বর্তমান সরকার মূল্যায়ন সিস্টেম আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নতুন একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এর নাম হল টিচিং এক্সিলেন্স ফ্রেমওয়ার্ক (টিইএফ) যা মূলত ছাত্রদের মান, স্নাতক পরবর্তী সময়ে তাদের কর্মসংস্থান এবং ছাত্রদের মোট সংখ্যার হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও এই নিরীক্ষা পদ্ধতি ভুল হতে পারে তবে সরকার এই নতুন পদ্ধতি চালু করতে বদ্ধপরিকর। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ছাত্রদের ফি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়বে বই কি কমবে না।

> গবেষণার মূল্যায়ন থেকে গবেষণার উৎকর্ষ

পুরনো অর্থায়ন মডেলে ধরে নেয়া হতো যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৩:২ অনুপাতে পড়ানোর কাজ ও গবেষণার কাজ ভাগ করে নিবেন। তাদের জন্য গবেষণা পরিষদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু থ্যাচার সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টরপন্থী সমালোচকদের কণ্ঠস্বর নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সে কারণেই সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চ কাউন্সিলের পুনঃনামকরণ করা হয় ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চ কাউন্সিল। যাতে ঐ পুরনো অর্থায়ন মডেল ও পরিবর্তিত হয়। এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান ক্রমবর্ধমানভাবে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর গবেষণা কার্যক্রম আলাদাভাবে পর্যালোচনা করার পদ্ধতি চালু করে। এই পর্যালোচনা পদ্ধতি ১৯৮০ সালের দিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও ১৯৯০ সাল থেকে পুরনো মডেলে গবেষণা অর্থায়নের প্রক্রিয়া বাতিল করে গবেষণা তহবিল প্রাপ্তির সাথে গবেষণার দক্ষতা যোগ করা হয়। পরবর্তীকালে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আরও প্রসারিত হয়েছে। ২০১৫ সালে রিসার্চ এক্সিলেন্স ফ্রেমওয়ার্ক এর নাম পরিবর্তন করা হয় এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান কিভাবে অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে তাও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয় যে, দক্ষ একটি প্যানেল উপযুক্ত সূচকের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রোফাইলের গ্রেড নিরীক্ষা করবেন। এই গ্রেড করা হবে চারটি সূচকের ভিত্তিতে। যথা- বিশ্বে নেতৃত্বস্থানীয়, আন্তর্জাতিকভাবে অসাধারণ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও জাতীয়ভাবে স্বীকৃত এই সূচকগুলোর ভিত্তিতে।

সময়ের সাথে সাথে এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিধি, ও একাডেমিক ডিসকোর্সের কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। স্টার, এক্সিলেন্স, রিগোরাস শব্দগুলো একটি অকাট্য আখ্যান সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে রেফ একটি শক্তিশালী বিশেষ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

> কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিবর্তনগুলো ব্রিটেনের নব্যউদারনীতির ফলাফল। এই নীতি দেশের সরকারি খাত যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর সংগ্রহ, নিরাপত্তা সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোকে চরমভাবে পরিবর্তন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র পেতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং এখন তাদের আয়ের প্রধান উৎস হল ছাত্রদের ফি। তালিকায় আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রতিযোগিতা তা কোন ভাবেই একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের আচরণ হতে পারে না। বরং তা একটি মুনাফালোভী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের আচরণ।

ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়য়ের উপাচার্যের পদ সমান মানুষদের মধ্যে প্রধান বলে বিবেচিত হতেন যদিও বর্তমানে তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবেই বিবেচিত। সেই অনুযায়ী তিনি বেতন ও পেনশন ভোগ করেন। বর্তমান কনজারভেটিভ সরকার ছাত্র সংখ্যার উপর পূর্বের বাধানিষেধ সরিয়ে নিলেও সেখানে নতুন উদ্বৃত্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, সে কারণেই ২০১১ সাল নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রিজার্ভের পরিমাণ দাড়ায় ৬.৫ বিলিয়ন পাউন্ড। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমেরিকার মডেল অনুসরণ করে বাজারে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে রিয়েল স্টেট মার্কেটে বিনিয়োগ করে নয়া বিল্ডিং নির্মাণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত এই নয়া বিল্ডিংগুলোকে ব্যবেস্থাপনা পরিষদ নিজেদের সাফল্য বলেই গণ্য করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিক অর্থ আয়ের জন্য বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থী চায় কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে হতাশ হয়ে বিদেশেই তাদের শাখা খুলতে থাকে। এই নতুন শাখাগুলোতে তারা এমন কিছু ক্যারিয়ার পরিবর্তনকারী কোর্স অফার করে যা স্থানীয়রা এড়িয়ে যেতে পারে না। কিছু উদ্যোগ সফল হলেও অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, ২০১৫ সালের শেষের দিকে *Aberystwyth* বিশ্ববিদ্যালয় মারিসাস-এ ব্রিটিশ ও স্থানীয় শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার জন্য অর্ধ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে ২০০০ ছাত্র পড়ানোর সক্ষমতা থাকলেও ২০১৬ সাল নাগাদ মাত্র ৪০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক প্রধান মন্তব্য করেন যে এই ধরণের কাজ একটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না। এই কাজ না করে তারা মান উন্নয়নের জন্য স্টাফ ও কর্মীদের দিকে নজর দিতে পারত ও দেশি ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারত। এই সকল শিক্ষাবিদরা এই জাতীয় পদক্ষেপের ফলে একাডেমিকদের উপর কি ধরণের চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার কথাই বলেছেন।

নতুন কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয় নবনিযুক্ত উপাচার্যগণ লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়ে ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত পরিবর্তন আনেন। তারা একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যাতে প্রশাসনিক কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। নয়া প্রশাসনিক শ্রেণীবিন্যাসে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় শিক্ষক হিসেবে নতুন পদের সৃষ্টি হতে থাকে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমানভাবে ইমেইল যোগাযোগ প্রাধান্য লাভ করে। এমনকি একটি সভা আয়োজন বা রুম বুকিং করতে গিয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। এই ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার যন্ত্রে পরিণত হয়, এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সংযোগ করা হয়ে থাকে।

দক্ষতার সাথে সম্পর্ক রেখে বেতন ভাতা ও চুক্তির দোহাই দিয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরানোর প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেকারনেই অলভিন গোল্ডনার বলেছিলেন, বিধি শাসিত কাঠামোর মধ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও লক্ষ্য স্থানচ্যুতির বিপদ এবং ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও গবেষণা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই জটিলতা সুস্পষ্ট। এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ছাত্রদের ডিগ্রি মূল্যায়ন করতে সচেতন কারণ তা শ্রমবাজারে তাদের মানকে প্রভাবিত করবে। অন্যদিকে প্রথম শ্রেণির ডিগ্রির অনুপাত বাড়ানোর জন্য অনুপ্রেরণার সাথে সাথে মূল্যায়ন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নমনীয় হতে বলা হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কোর্সের পর্যালোচনা করে যে মূল্যায়ন দিয়ে থাকে তার উত্তর দিতে বিশ্ববিদ্যালয়

>>

প্রশাসন নিজেদের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকে। একই সাথে তারা এই কোর্সগুলো থেকে কী ধরনের উপকার পাবে তাও উল্লেখ করে থাকে। এমনকি কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়ন বিষয়ক সহকারী ডিন নিয়োগ করে থাকে বাকিরা মতামত প্রদান বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন স্টাফ নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

এই গেমিং কার্যকলাপ গবেষণা মূল্যায়নের সাথে সম্পর্ক রেখে উন্নত করা হয়। ২০১৪ সাল নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এতদিন থেকে চলে আসা নীতি যাতে গবেষণা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষকদের সংযুক্ত করা হয় তার থেকে বেরিয়ে এসে শুধুমাত্র তাদের নিয়োগ করেন যাদের প্রকাশনা অধিক। এর পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আসে এই কারণে যে তারা অনেকেই অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবিবেচনাপ্রসূত কাল্পনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন । একটি চক্র ২০২০ টি গবেষণা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে যার উদ্দেশ্য হল প্রকাশনার মূল্যায়ন করা এবং রিসার্চ ইমপ্যাক্ট ম্যানেজারের সাথে নিজস্ব ভাষায় কিছু দলিল প্রকাশ করা। এসব বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলো উচ্চপর্যায়ের কমিটিগুলো নিয়ে থাকে এবং তা ইমেল অথবা টাউন হল মিটিং এর মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন ।

এই ধরণের পরিবর্তনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেন মার্টিন বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন যে, এগুলো এক ধরণের অস্বচ্ছ পদ্ধতি। একই দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের উপর করা সর্বশেষ টাইমসের জরিপেও উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, যদিও শিক্ষাবিদরা তাদের কাজের ফল পাচ্ছেন তবে তাদের চার ভাগের তিন ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে গভীর ভাবে সঙ্কিত। জরিপে আর উঠে আসে যে, তারা ম্যাট্রিক্স ভিত্তিক পরিমাপের মাধ্যমে পারফর্মেন্স নির্ধারণ ও ছাটাই প্রক্রিয়া নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। আর উদ্বেগের বিষয় হল যে অর্ধেক উত্তরদাতা মনে করেন অতিরিক্ত ছাত্র পাওয়ার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির নিয়মের ক্ষেত্রে আপোষ করেছে এবং তাদের নমনীয়ভাবে মূল্যায়ন করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক চার্লস টারনার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে এমন কিছু সমস্যা লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, বিশাল সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপ্রয়োজনীয় লাইব্রেরী স্টক, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনায় করা ভবনের পেছনে অর্থ খরচ, এমন ছাত্রদের প্রথম ও উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি দেয়া যাদের আজ থেকে ২০ বছর আগে সাধারণ দ্বিতীয় বিভাগ পেতে সংগ্রাম করতে হতো, শিক্ষা বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রশাসকদের ব্যবহার করা, এমন কিছু বেপরোয়া ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করার চেষ্টা করা যা হয় না বা হতে পারে না এবং প্রকাশনার অবিরাম জোয়ার যার অনেক গুলোই কেউ পড়তে বা লিখতে চায় না। *(The Guardian, June 1, 2016)*

> সমাজবিজ্ঞানের পরিবর্তিত অবস্থান

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজবিজ্ঞান বিষয় দেরিতে পড়ানো শুরু হয়েছিলো। ১৯৬০ এর দশকে মাত্র তিনটি কেন্দ্রে এই বিষয় পড়ানো শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ও এর ছাত্র সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে এই বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে একটি শক্তিশালী অবস্থান করে নেয়। এই দ্রুত বৃদ্ধির সাথে জড়িত ছিল বিভাগের এক ধরণের খোলামেলা ভাব, এবং পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। এই অকপটতা বিভাগকে বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। এই সরলতার একটি অনন্য ফলাফল হল জ্ঞানের এই শাখার মধ্যে বিশেষত্ব আনা, যার ফলে কাজের সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব যার একটি বর্তমানে ব্যবসা স্কুল ও একটি শিক্ষা স্কুল এ শেখানো হয়।

সমাজবিজ্ঞান অন্যান্যভাবেও পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ প্রথাগত ভাবধারা থেকে বের হয়ে এসে অপরাধবিজ্ঞানের মতন বিষয় চালু করেছে। যা চাহিদার দিকে নজর রেখে গবেষণার সাথে তাল রেখে মাল্টিডিসিপ্লিনারী বিষয় হিসেবে বিকশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ, এবং আরও অনেক ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞান ছাত্রদের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রায়োগিত কোর্স চালু করতে সক্ষম হয়েছে। যখন অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, এই কাঠামোগত পরিবর্তন ও নানামুখি চাপের কারণে সমাজবিজ্ঞানের সামর্থ্য কমে গেছে, আর এই প্রশ্ন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান গবেষণা উদ্দেশ্য থেকে।

যন্ত্রের মতন মূল্যায়ন চক্র, ৩*/৪* আউটপুটের প্রয়োজনে শিক্ষাবিদরা এককগ্রন্থের চেয়ে জার্নাল নিবন্ধ লেখায় বেশি আগ্রহী। কিছু গবেষক এই প্রক্রিয়ার সাথে তাদের আকাঙ্খা মিলিয়ে নিয়েছেন, বাকিরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। তাদের অনেকেই নৃতাত্ত্বিক গবেষণা বা অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য কমিটির সাথে দীর্ঘ মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরিণাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

আর সাধারণভাবে বলা যায়, আরইএফ-এর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে কর্মদক্ষতা যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কোন গবেষককে স্থায়ীকরণের বিষয় প্রভাবিত করে। যেমন ২০১৪ সালে সমাজবিজ্ঞানের ২৯ টি বিভাগে মাত্র ৭০৪ জন শিক্ষক কাজ করেছেন, যেখানে সোশ্যাল পলিসি সংক্রান্ত ৬২ বিভাগে ১৩০২ জন শিক্ষক প্রবেশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ও গবেষকদের মধ্যে প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের কারণে এমন ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। সেকারণে প্যানেল প্রতিবেদন যিনি করছেন তিনি এই ডিসিপ্লিনের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র।

এই ক্ষেত্রে কোর্সের ইমপ্যাক্ট বিষয়টি কেন্দ্রীয়। এছাড়া ম্যাট্রিক পদ্ধতি গবেষকদের বাইরের সংস্থার সাথে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া। অনেক গবেষক মনে করেন যে, সমালোচনামূলক কাজের বা লেখার কারণে তাদের রেটিং কমিয়ে দেয়া হতে পারে। যদিও এখন সমালোচনামূলক কাজের জন্য কিছু ক্ষেত্র আছে তবে সমাজবিজ্ঞানের ইমপ্যাক্ট পরিমাপের যে পদ্ধতি তা পক্ষপাতদুষ্ট এবং ক্ষুদ্র পরিসরে নীতি পরিবর্তন নিয়ে বেশি আগ্রহী। আর সে কারণেই নেতৃত্বস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষকদের নিরাপদ কোর্টে খেলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অন্যদিকে রিসার্চ কাউন্সিল নিজেই সরকারের তরফ থেকে বাছাই এর কাজ করে থাকে। তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এমন কিছু কাজের জন্য পয়সা দিয়ে থাকে যা একই সাথে খুব জটিল ও দীর্ঘ সময়ের কাজ এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সংস্থার সাথে করতে হয়। এই নীতির কারণেই ছোট প্রকল্পগুলো অর্থ সঙ্কটে ভুগছে। গত ৩০ বছর ধরে এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে। বর্তমানে আমরা এমন এক সঙ্কট মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় যে সমালোচনামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হবে তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। বর্তমান সরকারের নীতি এক নতুন ধরণের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম দিতে চায়। এই সব পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও এর অন্তর্গত সমাজবিজ্ঞান বিভাগের উপর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছে। জন হলউডের

>>

সাথে মিলে সমাজবিজ্ঞানীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেষ্টা করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় লন্ডনে, জুন মাসে উচ্চ শিক্ষার উপর বিকল্প শ্বেতপত্র উপস্থাপন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, কিভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুনাফালোভী শ্রেণি ছাত্রদের সমালোচনামূলক জ্ঞান চর্চার পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে। তারা এই শ্বেতপত্রের সমাপ্তি টানেন শিক্ষার উপর ১৯৮৮ সালে পৃথিবীর ৮০২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত ম্যাগনাকার্টা অন উনিভারসিটিয়াম থেকে উদাহরণ টানেন। এতে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় হল সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে স্বাধীন থাকার অধিকার রাখে। এই লক্ষ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
হুও বেনন <beynonh@Cardiff.ac.uk>

> কানাডায় "সমাজবিজ্ঞানের লড়াই"

নীল ম্যাকলঘলিন,ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, এবং **এন্টনি পুডেফ্যাট**, লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

কানাডিয় প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের এখন "সমাজবিজ্ঞান চর্চা"র সময় নয়, ঘোষণার পর এই বোতামগুলো বিলানো হয়। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সন্ত্রাসবাদের কারণ খোঁজার চেয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেন। ব্রুস কার্টিস এবং লরনা উইয়ার যুক্তি দেখান যে, ইংরেজী ভাষাভাষী কানাডিয় সমাজবিজ্ঞান "নৈপুণ্য হিসেবে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানে, দক্ষতায় ও পেশায় সমাজবিজ্ঞানের বেহাল দশা"। তাঁদের উদ্বেগের কারণ কানাডার প্রতিষ্ঠাতা সমাজবিজ্ঞানীদের আসন্ন অবসর গ্রহণ।[১] রবার্ট ব্রীম *কানাডিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন*-এর সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে কানাডার সার্বিক সমাজবিজ্ঞান চর্চায় প্রভাব পড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[২] নীল ম্যাকলঘলিন এ অবস্থার কিছু বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক কারণ খুঁজে বের করেন। তিনি এ আলোকে কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানের "আসন্ন সঙ্কট" নিয়ে সতর্কতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।[৩] তিনি এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে এবং একটি জ্ঞানদীপ্ত পর্যায়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংলাপের সূচনা করেন। তিনি আশা করেন যে, এর মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত দূরদৃষ্টির প্রসার লাভ করবে। এ প্রবন্ধগুলোর আবেগপ্রবণ ও নিছক বিতর্কমূলক বক্তব্যকে কানাডায় "সমাজবিজ্ঞানের লড়াই" বলে আমরা মনে করতে পারি। অনুমান করা যায়, এ লড়াই পরবর্তী দশকগুলো পর্যন্ত চলবে।

প্যাট ও' ম্যালি এবং এলান হান্ট উক্ত প্রবন্ধসমূহের পাল্টা জবাব হিসাবে কিছু যুক্তিতর্ক খাড়া করেন। তারা কার্টিস এবং উইয়ারের সমাজবিজ্ঞানের অবক্ষয় নিয়ে যে দুশ্চিন্তা তাকে "অপ্রয়োজনীয় ও অতিরঞ্জিত" বলে মনে করেন। তিনি এ ধরণের অপবাদের বিরুদ্ধে আঁটসাঁট তত্ত্বাবধানসহ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।[৪] ম্যাকলঘলিন "Crisis" প্রবন্ধটিতে আদর্শগত ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত ভিত্তি হিসেবে আরেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করেন।[৫] তবে এই বিতর্কগুলো কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানের বাস্তবতা বর্ণনায় সাহায্য করে। যদিও তর্কগুলোর ভাষা অনেকাংশেই রূঢ় ছিল। কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানীরা ২০১৮ সালে টরোন্টোতে ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (ISA)- এর আয়োজক হিসেবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকার বাইরের সমাজবিজ্ঞানীদের জন্যে যেগুলো কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়, আমরা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করব।

সদস্যপদ এবং আলোচনায় উপস্থিতি আশংকাজনকভাবে কমে যাওয়ায় কানাডিয় সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আমাদের জাতীয় সমিতিতে উদ্বেগ বেড়েছে। বার্ষিক ইংরেজি ভাষাভাষী কানাডিয় *সমাজবিজ্ঞানের সভাগুলো কংগ্রেসের আন্তঃবিষয়কেন্দ্রিক অংশ হিসেবে দেশের প্রায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক* অনুষদে সংগঠিত হয়। কানাডিয় সমাজবিজ্ঞান সভায় উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। বিশেষ করে শীর্ষ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ক্ষেত্রে এ দিকটি বেশি পরিলক্ষিত হয়। এটা কি জ্ঞানবিকাশের জন্যে হুমকিস্বরুপ? জ্যঁ-ফিলিপ ওয়ারেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, এরকম অনেক জাতীয় ও বৈশ্বিক বিদ্বৎ সমিতি একই রকম হ্রাসের মুখোমুখি।[৬] রবার্ট পুটনাম তার "bowling alone" নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন যে, ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের উত্থান বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসরে অনানুষ্ঠানিক বিদ্যার সুযোগ বাড়িয়েছে। ফলে শিক্ষাবিদগণ প্রচলিত, আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত সভাগুলোর বাইরে "একাকীত্বের সামাজিকীকরণ" (sociologize alone) হচ্ছে ।

>>

সাধারণত দেখা যায়, সমাজবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সমাজে উভয় ক্ষেত্রেই অকার্যকরতার কারণে ২০০০ সালের প্রথম দিকে এতে বিভিন্ন দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এ ধরণের লক্ষণ বর্তমানে কানাডার বাইরে অন্যান্য দেশের সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তবে এগুলো আমাদের অদ্বিতীয় ঐতিহ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে ভিন্ন সম্পর্কের কারণে কানাডার সমাজবিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে।

কানাডার সমাজবিজ্ঞানীরা আমেরিকার আধিপত্যবাদ নিরসনে ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশক থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসেবে ক্রমবর্ধমান হারে কানাডিয় বিষয়বস্তু ও নিজ দেশে প্রশিক্ষিতদের নিয়োগ দিয়ে একটি স্বশাসিত কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানের ধারা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। যাই হোক, এই একই আন্দোলন নিঃসন্দেহে আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করতে থাকি এবং আত্মসন্তুষ্টিতে মনোযোগী হই।[৭]

অন্যান্য অনেক দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা যে সকল বিষয়গুলোর মুখোমুখি হয়েছেন, সেই একই রকম ক্ষেত্রে আমাদেরও নিজেদের জাতীয় বিষয়াদির দুর্বলতা নিয়ে ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। পরবর্তীকালে জন পোর্টার বা ওয়ালেস ক্লেমেন্টের মত সমাজবিজ্ঞানীদের আদর্শ মনে না করে বিশ্বব্যাপী পরিচিত তাত্ত্বিকদের নিয়ে কাজ করে।[৮] এ ধারার ফলস্বরূপ একটি অদ্বিতীয় কানাডিয়ান ঐতিহ্য ক্রমাগত মিশ্রণের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানের অংশ হয়ে উঠছে। (পড়: আমেরিকান আর ইউরোসেন্ট্রিক)।

কানাডিয় সমাজের একজন তাত্ত্বিক, রালফ ম্যাথুস, একটি বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলে কানাডিয় ঐতিহ্যকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে হ্যারল্ড ইনিসের "স্টেপলস তত্ত্ব"-এর পুনঃরূপায়ন করেন।[৯] হ্যারল্ড ইনিস পূর্বের একজন তাত্ত্বিক। তিনি দেখান যে, কানাডার শহরগুলোর ভৌগোলিক বিন্যাস আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন বাণিজ্যিক পথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটি বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ছাপ সৃষ্টি করেছে। এই ছাঁচকে বিস্তৃত করে জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের প্রসার, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কানাডার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় সমসাময়িককালে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। তাই আমরা যে জাতি ও সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্য হিসেবে কীভাবে অদ্বিতীয়, এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠি। তবু কানাডাকে যে বিষয়গুলো "অদ্বিতীয়" হিসেবে প্রতিপন্ন করে, সেগুলো অন্যান্য দেশের সঙ্গে কানাডার তুলনামূলক বৈচিত্র্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামনে আসে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বৈশ্বিক শক্তির প্রভাবে স্থানীয় বাস্তবতা ও বিষয়গুলোর সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়।

কানাডিয় সমাজবিজ্ঞান বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদকে ধারণ করে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। এর কারণ ছিল সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলো কানাডার একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতময় সময়ে হয়েছিল। আমাদের সমাজবিজ্ঞানের এই চরম "সমালোচনামূলক" চরিত্র রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও নীতিনির্ধারনী ক্ষেত্রে, এমনকি রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের অসন্তোষ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও অদ্যাবধি প্রাধান্য বজায় রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, সন্ত্রাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে এর মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও বেশি গবেষণার প্রস্তাবকে খারিজ করতে কানাডার সাবেক রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার ন্যাক্কারজনকভাবে মন্তব্য করে বলেন, "এখন সমাজবিজ্ঞানের চর্চার সময় নয়"। এটি কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করার নামান্তর। এর প্রতিবাদে *কানাডিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন* ২০১৫ সালে "Commit Sociology" ছাপযুক্ত টি-শার্ট বিক্রি করা শুরু করে।

কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানে দীর্ঘস্থায়ী সমালোচনামূলক বৈশিষ্ট্য মাইকেল বুরাওয়ের গণমুখী সমাজবিজ্ঞান (Public Sociology) প্রস্তাবনার পক্ষে একটি সমর্থকগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে।[১০] বেশকিছু সংখ্যক কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানী ইতোমধ্যেই তার প্রস্তাবনাকে সমর্থন করেছেন। এমনকি কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, বুরাওয়ের আরও জোরালোভাবে গণমুখী সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার দাবি উত্থাপন করা উচিৎ ছিল।[১১] তবে পেশাগত স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখে কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানী গণমুখী সমাজবিজ্ঞান প্রস্তাবনাকে নাকচ করেন। এর বিকল্প হিসেবে স্কট ডেভিস একদিকে যারা আদ্যোপান্তে সামাজিক বিজ্ঞানী এবং অপরদিকে, কড়া সমালোচনামুখী তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভাজন করে এবং সকলকে চিরতরে গণমুখী সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে "চূড়ান্ত বিচ্ছেদ"-এর প্রস্তাব করেন।[১২] অন্যদিকে কানাডিয় নারীবাদীরা যুক্তি দেখান যে, বুরাওয়ের প্রস্তাবনা সম্ভাব্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়-মালিকানাভিত্তিক যৌথ উদ্যোগকে উপেক্ষা করে। এর কারণ হিসেবে তারা মনে করেন যে, এই ধরণের যৌথ উদ্যোগ জনগণকে সাথে নিয়ে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানে সাহায্য করতে পারে।[১৩]

এরপর আমরা হারপার সরকারের রক্ষণশীল এজেন্ডা থেকে বেরিয়ে এসে জাস্টিন ট্রুডোর উদারনৈতিক মতবাদে আসি। দেখা যায়, সর্বসাধারণ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বর্ধিত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য ফলাফল, বিশেষ করে কানাডার আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এমন একটি গণমুখী সমাজবিজ্ঞানের প্রতীক্ষা করছেন যে, সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ রাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই দুইয়ের মাঝে সংঘটিত চলমান সংলাপে অংশ নেবে ।

সমাজবিজ্ঞানের সংকট যেহেতু আজও চলছে, এ জ্ঞানশাখার অবস্থা নিয়ে পূর্বের আশঙ্কা এখনো প্রকটভাবে বিরাজমান। উইলিয়াম ক্যারলের সাম্প্রতিক যুক্তি অনুযায়ী, সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানকে একীভূত করে বাস্তবতার ভিত্তিতে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন।[১৪] সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ধারায় প্রতিভাত হিসেবে এই নিবন্ধটি ২০১৫ সালে *Canadian Review of Sociology*-তে সেরা নিবন্ধ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। সে সময় কানাডার বহু সমাজবিজ্ঞানী নিজেদের ক্ষেত্রভিত্তিক পরিচয় এবং দায়বদ্ধতা এড়িয়ে চলতেই বেশি পছন্দ করতেন।

যারা তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত চিন্তা চর্চা করেন কিন্তু নিজেদের বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের সুবিধাগুলোকে বিসর্জন দিতে চান না, তাঁদের জন্য এই পরিস্থিতি বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। অনেকেই হয়ত বলবেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে সেরা পাণ্ডিত্যগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হিসেবে জনপ্রিয় ধারণাগুলো ভেঙে দেয়। জ্ঞানশাখাগুলো আসলে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে জ্ঞান পরিবেশন করে থাকে।[১৫] এখনও, বিশদ পাণ্ডিত্যের আধারের (Silos) মতো ক্লান্তিকর বাগাড়ম্বরপূর্ণ শাখাগুলো যেখানে শুধু বুদ্ধিজীবীদেরকেই "তত্ত্বাবধান" -এ রাখা হয় সেগুলো অচলায়তন হয়ে রয়েছে।[১৬] কখনো কখনো বিশেষায়িত জ্ঞানশাখাগুলো জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে, কিন্তু মূলত তারা যে জ্ঞান পরিবর্ধনে সহায়তা করে সে বিষয়ে আমরা তথ্য-উপাত্ত অবহেলা করতে পারি না। একদিকে একটি বিশেষায়িত শাখাভিত্তিক জ্ঞান (যা অতিরঞ্জিত) এবং অন্যদিকে

>>

সর্বজনীন জ্ঞান (যা মূলত অবাস্তব), এ দুটোর মধ্যে পছন্দ সীমিত রাখতে হবে। এ দুটোর মধ্যবর্তী একটি অবস্থান নিলে দুটি ধারার ই অসুবিধা থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি।[১৭]

বিশেষায়িত জ্ঞানশাখা নিয়ে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সেসব আলোচনা যদি মতাদর্শগত এবং শাব্দিক বিতর্কে পরিনত হয়, তাহলে তথ্যনির্ভর সমাজবিজ্ঞান "চর্চা" ব্যাহত হতে পারে। কানাডার সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্কে তথ্যনির্ভর এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করা হয়েছে। রিক হেল্মস-হেজ সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ধর্মতত্ত্বের মধ্যে[১৮] কানাডিয় সমাজবিজ্ঞানের উন্মেষ তুলে ধরেন। ব্রুস কার্টিস আরও পিছনে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে "রাষ্ট্র বিনির্মাণ"-এর সাথে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভাবনের সম্পর্ক স্থাপন করেন।[১৯] নতুন সংখ্যাগত গবেষণাগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশীদের চাকরিতে নিয়োগের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২০] এতে আমাদের জ্ঞান আহরণের দর্শনের বিচিত্রতা দেখা যায়[২১] এবং সময়ের সাথে সাথে আমাদের তাত্ত্বিক ধারার পরিবর্তন দেখা যায়। গত দশক ধরে, একজন তাত্ত্বিক এবং গবেষক পিয়েরে বর্দিউয়ের কাজের মধ্যে একটি সমন্নয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি একই সাথে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার মধ্যে সেতু নির্মাণ করার চেষ্টা করেন।[২২] আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, "সমাজবিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান" তথ্যনির্ভর বিতর্কগুলোকে সমৃদ্ধ করবে। এর ফলে সমাজবিজ্ঞান আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক এবং সংবেদনশীল প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারণের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।

কানাডিয় "সমাজবিজ্ঞানের লড়াই" এবং সংঘাত কিছু ব্যক্তির অহংবোধে আঘাত করলেও মূলত এই বিতর্ক ছিল গঠনমূলক। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদরা আবার নুতন করে নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীদের একটি ইতিবাচক লক্ষ্য তৈরিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। ISA-এর অনুপ্রেরণায় গবেষণার দলগুলো নতুন অনুসন্ধানের তাড়নায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সভাগুলোতেও উপস্থিতি বেড়েছে। আমাদের সভাগুলোতে আরো বেশি ফরাসি ভাষায় সেশনের সংখ্যা বেড়েছে এবং *Canadian Review of Sociology*-এর সম্পাদক, Dr. François Dépelteau একজন ফরাসিভাষী। সমিতি মূলত ডরোথি স্মিথ ও কানাডিয় সমাজতান্ত্রিক-নারীবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি পুনর্জাগরিত নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানকে নিয়ে গর্ব করতে পারে। এছাড়া, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বি-উপনিবেশিকরণ ও সমঝোতা ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি নতুন গবেষণা বিষয়সূচি গণমুখী সমাজবিজ্ঞানীদের ভূমিকাকে আরো প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় করে তুলছে।

কানাডিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন টরেন্টোতে ISA World Congress in Toronto, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষমান। এরপর আমরা বিভিন্ন দেশের জাতীয় সমাজবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যের রূপরেখা ভালভাবে বোঝা ও তার আলোকে এবং বৃহৎ পরিসরে তুলনামূলকভাবে একে অপরের কাছ থেকে শেখার লক্ষ্যে ও সংলাপের অপেক্ষায় থাকছি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
নীল ম্যাকলঘলিন <ngmclaughlin@gmail.com>

[১] Curtis, B. and Weir, L. (2002) "The Succession Question in English Canadian Sociology." *Society/Société*, 26, 3.

[২] Brym, R. (2003) "The Decline of the Canadian Sociology and Anthropology Association." *Canadian Journal of Sociology*, 28(3): 411-416.

[৩] McLaughlin, N. (2005) "Canada's Impossible Science: Historical and Institutional Origins of the Coming Crisis in Anglo-Canadian Sociology." *Canadian Journal of Sociology*, 30(1): 1-40.

[৪] O'Malley, P. and Hunt, A. (2013) "Does Sociology Need to be Disciplined?" *Society/Société*, 27(1).

[৫] দেখুন volumes 30(4) and 31(1) in the *Canadian Journal of Sociology* for the main comments on McLaughlin's "crisis" article, and his reply (2005-06).

[৬] Warren, J-P (2006) "Sociologizing Alone? Is Anglo-Canadian Sociology really Facing a Crisis?" *Canadian Journal of Sociology*, 31(3): 91-105.

[৭] Cormier, J. (2002) "Nationalism, Activism, and Canadian Sociology." *The American Sociologist*, 33(1): 12-41.

[৮] Warren, J-P (2014) "The end of National Sociological Traditions? The Fates of Sociology in English Canada and French Quebec in a Globalized Field of Science." *International Journal of Canadian Studies*, 50: 87-108.

[৯] Mathews, R. (2014) "Committing Canadian Sociology: Developing a Canadian Sociology and a Sociology of Canada." *Canadian Review of Sociology*, 51(2): 107-127.

[১০] Burawoy, M. (2005) "2004 Presidential Address: For Public Sociology." *American Sociological Review*, 70: 4-28.

[১১] এ বিষয়ের ওপর সম্পাদিত একটি বিশেষ সংখ্যা দেখুন, Rick Helmes-Hayes, and Neil McLaughlin (2009) "Public Sociology in Canada: Debates, Research, and Historical Context." *Canadian Journal of Sociology*, 34(3): 573-600.

[১২] Davies, S. (2009) "Drifting Apart? The Institutional Dynamics awaiting Public Sociology in Canada." *Canadian Journal of Sociology*, 34(3): 623-654.

[১৩] Creese, G., McLaren, A. and Pulkingham, J. (2009) "Re-thinking Burawoy: Reflections from Canadian Feminist Sociology." *Canadian Journal of Sociology*, 34(3): 601-622.

[১৪] Carroll, W. (2013)"Discipline, Field, Nexus: Re-visioning Sociology." *Canadian Review of Sociology*, 50(1): 1-26.

[১৫] Jacobs, J. (2013) *In Defense of Disciplines*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

[১৬] Curtis, B. (2016) "The Missing Memory of Canadian Sociology: Reflexive Government and the Social Science." *Canadian Review of Sociology*, 53(2): 203-225.

[১৭] Puddephatt, A. and McLaughlin, N. (2015) "Critical Nexus or Pluralist Discipline? Institutional Ambivalence and the Future of Canadian Sociology." *Canadian Review of Sociology*, 52(3): 310-332.

[১৮] Helmes-Hayes, R. (2016) "Building the New Jerusalem in Canada's Green and Pleasant Land: The Social Gospel and the Roots of English-Language Academic Sociology in Canada, 1889-1921." *Canadian Journal of Sociology*, 41(1): 1-52.

[১৯] Curtis, B. (2016), ibid.

[২০] Warren, J-P (2014), ibid.

[২১] দেখুন Joseph Michalski, "The Epistemological Diversity of Canadian Sociology." Forthcoming in *Canadian Journal of Sociology*.

[২২] Stokes, A. and McLevey, J. (2016) "From Porter to Bourdieu: The Evolving Specialist Structure of English Canadian Sociology." *Canadian Review of Sociology*, 53(2): 176-202.

> জন উরি ও তাঁর কাজের স্মরণে

জন উরি।

বহুবছরের চেনা একজন মানুষকে তার কাজের থেকে আলাদা করে চিন্তা করা সহজ নয়, বোধ করি সেটা চেষ্টা করাও ভুল। সামাজিক বিজ্ঞানে প্রকাশনাসমগ্র ছাড়াও জন উরির অবদান অপরিসীম। তিনি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে বিদ্বৎসাহী কাজের মাধ্যমেও উদাহরণ রেখে গেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন সফল শিক্ষক অথবা ফলপ্রসু গবেষক হওয়ার জন্য কর্তৃত্ব খাটানো, অথবা "ভীতিকর অভিব্যক্তি", অথবা জটিল ধারায় লেখা প্রয়োজন নেই। তিনি একেবারেই কৃত্রিমতা বর্জিত ছিলেন, এমনকি পদমর্যাদা নিয়ে কখনও ভাবতেন না। তাঁর এই সহজ সরল, ও রসবোধসম্পন্ন ব্যাক্তিত্বের নিভৃতে লুকিয়ে ছিল একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত এবং অসাধারণ কর্ম পিপাসু মন। তিনি ভেঙ্গে ফেলার চেয়ে সৃজনশীল কাজে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি সমালোচনা করতেন কিন্তু কখনও এই বিষয়ে কঠোর হতেন না। কোন বিষয় অসমর্থন করার ক্ষেত্রে একটি সমর্থন করার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তিনি সবসময়েই সোজাসাপ্টাভাবে লিখতেন ও সকলের সাথে একই রকমভা-বে বলতেন। বিশেষভাবে তিনি তরুণ গবেষকদের জন্য অত্যন্ত ভাল কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাদের তাঁর বিদ্বৎ-সাহী কাজের সাথে যুক্ত হয়ে অথবা জ্ঞানের নতুন ধারা নির্মাণে নিজেদের কাজের উপর গবেষণা করে কাজ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

জন শিখতে ভালবাসতেন, সমাজবিজ্ঞানের নতুন কোন ভাবনা অথবা নতুন বিষয় বের করে আনা তাঁর জন্য এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল। স্থান অথবা সময়, অসংগঠিত পুঁজিবাদ (disorganized Capitalism), ভ্রমণ, প্রকৃতি, সচলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, অথবা আরও সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন- ত্রিমাত্রিক ছাপের সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি নতুন ভাবনাগুলো নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। তবে তিনি সমাজবিজ্ঞানের জনক হওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলেন না, বরং নির্দিষ্ট বিষয়ে

>>

যে তাত্ত্বিক ধারণা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হত, সেগুলোকে প্রমাণিত করতে মুক্তমনা ছিলেন। অন্য সমাজবিজ্ঞানীদের মত সামাজিক বিকাশের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। সমাজবিজ্ঞানের মূলধারায় যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলা হয়নি, তিনি এগুলো নিয়ে ভাবতেন। যেমন- ভ্রমণ, সচলতা অথবা "offshoring", কিন্তু এগুলো মূলধারার সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তার মতে, সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব নতুন বিষয়কে বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিনিয়ত উন্নত করতে হবে।

আমি এই স্বল্প পরিসরে তাঁর অবদানের ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তাই দুটি বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই। একটি ছিল তার পেশাজীবনের প্রথমদিকের অন্যটি শেষদিকের। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি তাঁর কাজ সম্পর্কে জানতে পারি। যখন আমাদের আগ্রহগুলো ছিল তাত্ত্বিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজ তত্ত্ব ও স্থানিক সমকেন্দ্রমুখিতাকে ঘিরে। অনেকের মত আমিও এসেছিলাম ভূ-বিদ্যা বিষয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কিভাবে সমাজবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত হওয়া যায়। জন ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে এসেছিল ভূ-বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব নিয়ে। গ্রেগরি এবং উরি-এর *Social Relations and Spatial Structures* বইতে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের তাত্ত্বিক সংশ্লিষ্টতা অনুসন্ধান করেছে। এরপর কর্মজীবনের শেষদিকে তাঁর localities, mobilities এবং offshoring-এর ওপর কাজের মাধ্যমে জন পুনরায় ভাবতে থাকেন যে, space এবং society এর মধ্যে সম্পর্কটা কী ?

৭০-৮০-র দশকের শুরুতে যে সকল ব্রিটিশ সামাজিক বিজ্ঞানী মার্ক্সবাদ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করেন, তাদের মধ্যে জন উরি অন্যতম। তিনি এদের সঙ্গে উন্মুক্ত, কুসংস্কারমুখী ও সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। একটা সময়ে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের মেলবন্ধন বিস্তৃত বিষয়ে সংস্কারমুখী গবেষণা ও আলোচনার দিকে আলোকপাত করতে শুরু করে। তারা এসময় সারা দেশ থেকে গবেষক ও কর্মী নিয়োগের জন্যে সরকারি ছুটিগুলোতে নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করত। তাদের মধ্যে ছিল সিএসি রিজিওনালিজম গ্রুপ অন্যতম। এ গ্রুপের মাধ্যমেই আমি জন উরির সঙ্গে পরিচিত হই। "দ্য ল্যাঙ্কাস্টার রিজিওনাল গ্রুপ" হল যুক্তরাজ্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম, যে গ্রুপটি বিভিন্ন স্থানে কী ঘটছে, তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংস্কারমুখী তত্ত্ব দিত। এই "স্থানিক গবেষণাগুলো" পুঁজিবাদ কীভাবে বিকশিত হচ্ছে, এ সংক্রান্ত চলমান বিতর্কগুলোর আলোকে সংঘটিত হত। অনেকে এই সময়কে "ফোর্ডিজম উত্তর" হিসেবে চিহ্নিত করেন। যেখান থেকে আমরা দেখতে পাই, এর মধ্যবর্তী অংশে ঋণায়ন ও নব্যউদারতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নগুলো সরে আসে। জন ও তার সহকর্মী স্কট ল্যাশ পুঁজিবাদের পরিবর্তনের বিষয়ে ভিন্ন ও মৌলিক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণার সমন্বয়সাধন করেন। এক্ষেত্রে তাদের দুইটি গ্রন্থ হল, *The End of Organized Capitalism* ও *Economies of Signs and Space*। জীবনের শেষ পাঁচ বছরে তিনি অন্য বিষয়গুলো নিয়ে লিখেছেন। তিনটি বই জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট। এগুলো হল- *Climate Change and Society, Societies Beyond Oil,* এবং *Offshoring*। এক্ষেত্রে স্কট ল্যাশ লিখেছেন, জন সবসময়ই সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্সটিটিউট ফর সোশ্যাল ফিউচারস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন নিঃসন্দেহে মনুষ্য সমাজের জন্যে ঝুঁকি। যদিও সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলোতে লিখিত, ভবিষ্যতের পুঁজিবাদ ও সমাজ যেটা বিরল একটি বিষয় বৈশ্বিক উষ্ণতাকে তুলে ধরে, সর্বপ্রথম জন এরকম বিষয়গুলোর অবতারণা করেন। তিনিই প্রথম আধুনিকতার বিকাশে জীবাশ্ম জ্বালানির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা তুলে ধরেন। আমরা যখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের গবেষণাকে অতীতের আলোকে পর্যালোচনা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই, জন এদিক থেকে অগ্রগামী ছিলেন; কেননা তিনি ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি দিতেন। ভাল বা মন্দ- যাই হোক অন্য ভুবন যে সৃষ্টি করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন। সামাজিক বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিপদসঙ্কুল সময়গুলোতে উরি যে দৃষ্টান্তগুলো স্থাপন করেছেন, সেগুলো অনুসরণ করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। ■

এন্ড্রু সেয়ার, ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

> জন উরি

ভবিষ্যৎ বিষয়ক সমাজবিজ্ঞানী

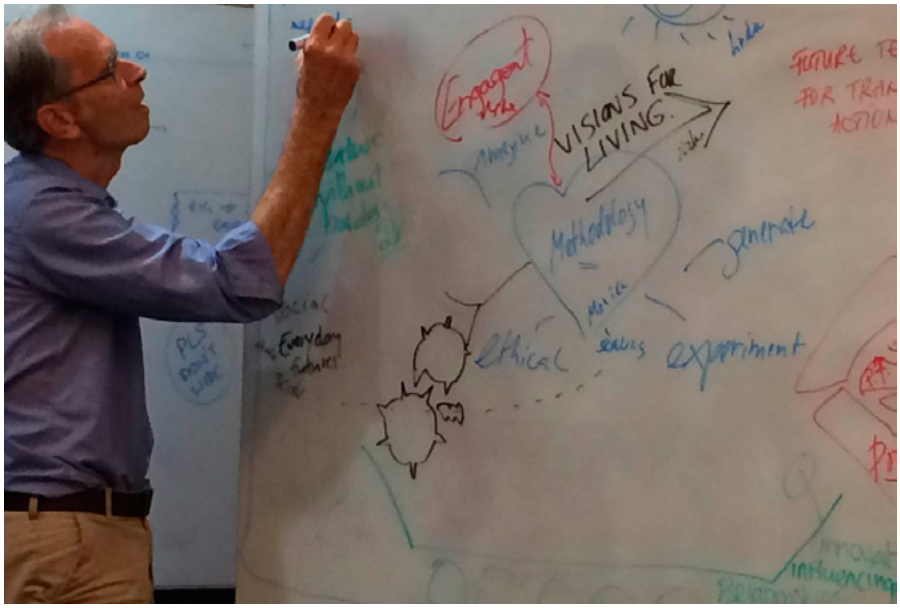

ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল ফিউচারস-এর পরিচালকদের সভা, ল্যাঙ্কাস্টার, ২০১৫।

জন উরি সাম্প্রতিক সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। যুক্তরাজ্যের সমাজবিজ্ঞানী-দের মধ্যে তাঁর গবেষণা কর্ম সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কুঁড়ি এবং সেগুলোর বেশীরভাগই জ্ঞানের জগতে খুব প্রভাব ফেলেছে। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েশন করে জন তাঁর কর্মজীবন ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটান। সেখানে আমি ১৯৭৭-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তাঁর সহকর্মী ছিলাম। আমরা একসাথে দুটি বই লিখেছি। *The End of Organized Capitalism* (১৯৮৭) এবং *Economies of Signs and Space* (১৯৯৪), দুটি বই-ই ভবিষ্যতের কথা বলে। অনেক দিক থেকেই জন ছিলেন একজন ভবিষ্যৎবিজ্ঞানী ।

জন এবং বব জেসপ পিএইচডি শিক্ষার্থী হিসেবে ক্যামব্রিজে, জন ডানপন্থার বিপ্লব শীর্ষক সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্যতম হবস স্কলারখ্যাত কোয়েন্টিন স্কিনারের প্রভাব ছিল এই সেমিনারে। তিনি খুব বেশি রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিপ্লব করতেন। তাদের বিপ্লব যেমন করেই হোক ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে সবসময় পরলোকতাত্ত্বিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যদিও এইসব বিপ্লব রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে, এর মাঝে জন রাষ্ট্র ক্ষমতার বাস্তবভিত্তিক অনুভূতি খুঁজে পেতেন।

১৯৭৫ সালে, জন এবং রাসেল কিট *Social Theory As Science* লিখেছেন। এই বইটি সমাজিবজ্ঞানের জ্ঞানদর্শন (Epistemology) সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট বাস্তববাদী কাঠামোতে আলোচনা করা হয়েছে। "বাস্তব" বলতে সামাজিক প্রতিনিধিদের দেয়া কোন তথ্য নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কগুলো ফুটে উঠে এমন বাস্তব ঘটনা। এটি সামাজিক বিজ্ঞানে, ১৯৭০ এর দশকের মার্ক্সীয় কাঠামোবিজ্ঞানী লুইস অ্যালথ্যুসারের দ্বারা প্রভাবিত কাঠামোবিজ্ঞান। মার্ক্সীয় কাঠামোবিজ্ঞানে সবসময় শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে। উরির কাঠামোবিজ্ঞান অনেক সাধারণভাবে গঠিত একটি সামাজিক কাঠামো। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে এই সামাজিক কাঠামোর ধারণাগুলো শুধুমাত্র প্রতিদিনকার বাস্তব ঘটনা নয়, সামাজিক পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের সামাজিক সম্পর্কগুলোও উন্মোচন করে।

The End of Organized Capitalism এবং *Economies of Signs and Space* বই দুটি অনেকেই আগ্রহ করে পর্যালোচনা করেছেন। যেমন- এই বই দুটি ডেভিড হার্ভে এবং ম্যানুয়েল ক্যাসেলস -এর উপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে এবং বই দুটি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতও হয়েছে। *The End of Organized Capitalism* বইটিতে পুঁজি পুঞ্জিভুত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । এই বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো, নতুন যুগের পুঁজিতন্ত্র সমাজ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং সামাজিক খণ্ডনের (social fragmentation) মাধ্যমে হয়। একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি এবং জন এই ধরনের যুক্তিতে পৌঁছেছি।

পুঁজিবাদের মধ্যকার অসংগঠিত অবস্থা নিয়ে আলোচনার শুরুটা হয়েছিল একেবারে কেন্দ্রের একটি সমস্যা (শ্রমিক সংঘ এবং মালিক সমিতি) থেকে, যেটি সমাধানের জন্য যৌথভাবে দর-কষাকষি করতে হত । জনের মতে, ১৯৮০-এর দশকে সময়ের সাথে পুঁজির বিচলন ও প্রবাহ অধিক ছিল, যা সময়ের বিবেচনায় শুধু অতীত বা বর্তমান নয়, বরং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছে। তাই এই বইটিতে সময়ের সাথে সাথে মানুষের পর্যটন শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়া সম্পর্কিত জনের একটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়টি থেকেই পরবর্তী সময়ে জন *The Tourist Gaze* নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

>>

১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে দেরেক গ্রেগরির সাথে জন, *Social Relations and Spatial Structures* নামে দুটি বই সম্পাদনার কাজ করেন। এই প্রকল্পের প্রধান চিত্রটি ছিল "পুনর্কাঠামো" (Restructuring) বিষয়ে দরিন মেসসির "মূল্য প্রবাহ" (value chain)-এর রুপান্তরকরণ সংশ্লিষ্ট ভাবনা। মূল্য প্রবাহ পণ্যের উৎসসমূহ অনুসন্ধান করতে পারে। যেমন- একদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায় এমন প্রাকৃতিক উপাদান কি হতে পারে এবং সেগুলো কারখানা তৈরির জন্য কি প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা যেতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখে। আবার, মেক্সিকো থেকে পণ্য ইউরোপ এবং আমেরিকাতে কি প্রক্রিয়ায় বাজারজাতকরণ এবং বণ্টন করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখে। এই প্রবাহগুলো সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে "সম্প্রসারিত" হতো; এর মাধ্যমে যাবৎকালের সবচেয়ে বেশী দূরত্বে অবস্থিত স্থানের মাঝে যেমন সংযোগ ঘটেছিল ঠিক একইভাবে সবচেয়ে বেশি সময়ের ব্যবধানেও সংযোগ ঘটেছে। তারা আমাদের একটা প্রায়োগিক তড়িতায়ন দেখিয়েছেন। যাকে গিডেনস বলেছেন "স্থান ও সময়ের দূরবর্তী সংযোগ" (space-time distantiation) এবং হার্ভের ভাষায় "স্থান ও সময়ের সংক্ষেপণ সাধ্যতা" (space-time compression)।

চলমান বিশ্ব প্রবাহে সমাজবিজ্ঞানের পূর্ণ রূপ ধারণের জন্য এটি একটি পূর্বসূচক ছিল। এই সম্পর্কে জন এবং আমি *Economies of Signs and Space*-বইটিতে মন্তব্য করেছি। ইতোমধ্যেই ক্যাসেল মন্তব্য শুরু করেছেন যে, পূর্বের সামাজিক কাঠামোগুলোর অবস্থান নতুন বিশ্বে একধাপ পরিবর্তন এনেছে। সার্বিক "প্রবাহগুলো" একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন, পুঁজিরপ্রবাহ, শ্রমের সচল অবস্থা, পণ্য ও দ্রব্যাদি, পরিবেশ দূষণ বা "দুর্যোগসমূহ" এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

জন এই ভাবনাকে "sociology of mobilities," হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁর গবেষণায় ও লেখালেখিতে এই বিষয়টি ১৯৯০ থেকে শেষ অবধি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি নির্দিষ্টভাবে, মানুষ কিভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলাচল করে সেই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ বই ভ্রমণ, ও সচলতার উপর লিখিত, শুধু একটি বইতে ভিন্ন বিষয় যেমন " automobilities" নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে। এগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং আবশ্যকীয় পাঠ্য বই। এখানে আমরা একটি গাড়ির সমান্তরাল ও সামন্তরিক প্রিজমের ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে দেখি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে বুঝি।

জন এরপর জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো বই লিখেন। আবার সেই গতিশীলতা, সচলতা, দূষণ বা "দুর্যোগসমূহ" ইত্যাদি বিষয়ে ফিরে যান। এই বিষয়গুলির দিকে ফিরে যাওয়াটি জনের বাম রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাথে একাত্মতাকে স্পষ্ট করে। আমি সবসময়েই জনের সাথে বামপন্থী হিসেবেই কাজ করেছি। তবে ২০১০ সাল থেকে তিনি পুঁজিবাদ নিয়ে জোরালোভাবে সমালোচনা করতেন। তাঁর সাম্প্রতিক বই *Offshoring*-এরই ফসল। আমার মনে পড়ে সাংহাই-এ অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের একটি রিসার্চ কাউন্সিল কনফারেন্সে তাঁর সাথে সহকারী নিমন্ত্রণদাতা হিসেবে কাজ করেছিলাম। সেখানে অনেক সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত ছিলেন। একজন প্রখ্যাত, নব্য-উদারনীতিবাদী, এবং এমনকি জলবায়ু- সংশয়বাদী, ফরাসি অর্থনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। জন, ইতোমধ্যে তার ষাটের দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছেন। বোধ করি তাই, ২৫ বছরের যুবকের মত উদ্দীপনা নিয়ে ভিন্নমতের সাথে আলোচনায় জড়িয়ে পড়েন।

জন ছিলেন একজন ভবিষ্যৎ বিষয়ক সমাজবিজ্ঞানী। আমাদের দুজনের তিরিশের কাছাকাছি বয়সে আমরা পরিচিত হই। এরপর আমরা একুশ বছর সহকর্মী ছিলাম এবং জীবনের বাকিটা সময় সবচেয়ে ভাল বন্ধু ছিলাম । সেই পুরোটা সময়ে, সিলভিয়া ওয়ালবি ছিলেন জনের সহযাত্রী। তিনি বলেছিলেন জন তাকে প্রত্যুৎপন্নমতী হিসেবে মনে করতেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর কর্মস্পৃহা সবসময়ে নিয়ন্ত্রণ ছাপিয়ে কার্যকর ছিল। জনের কাছে আমার এ ঋণ শোধ করার মত নয়, কারণ তার দুর্দান্ত কর্মস্পৃহাকে তাকে কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ করে তুলেছে। আমি তাঁকে ভীষণভাবে স্মরণ করি। আমরা সবসময় তাঁর অভাববোধ করব। ■

স্কট ল্যাশ, গোল্ডস্মিথস, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

> জন উরি

সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজবিজ্ঞানী

কার্বন নিঃসরণ উদ্ভাবনী সম্মেলন, শেনজেন, চীন, ২০১৬।

জন উরির অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তাঁর পরিবার, বন্ধুমহল, সহকর্মীদের ভীষণভাবে আহত করেছে। তাঁর সাথে আমি ১৯৬৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত ছিলাম। আমরা আমাদের গবেষণার আগ্রহের ও তত্ত্বাবধায়কদের বিষয়ে আলোচনা করতাম। এরপর থেকে নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেক সময় যেমন- আমাদের সোশ্যালিস্ট ইকোনমিস্ট কনফারেন্সে এবং এমনকি ব্যক্তিগত সভাতেও আমাদের আলোচনা হয়েছে। ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করি, তখন আমরা সহকর্মী ছিলাম।

জন উরি, ক্যামব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজ থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুটিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে জনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জেমস মিড। জেমস মিড একজন অর্থনীতিবিদ এবং যথার্থই নোবেল পুরস্কারে অভিষিক্ত ছিলেন। এই বছরগুলো এমন ছিল, যখন জন মেইনার্ড কেইনসের কাজের গুরুত্ব দেয়া হতো ক্যামব্রিজে। যেখানে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ভিন্ন ধরনের অর্থনীতির একটি জায়গা ছিল। জন তখন ক্যামব্রিজের ফ্যাকাল্টি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স (সেই সময়ে, সেখানে কোন ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকাল সায়েন্স ছিল না) বিভাগে রিলেটিভ ডিপ্রাইভেসন অ্যান্ড রেভ্যুলুশন বিষয়ে পিএইচডি কোর্স শুরু করেন। তিনি ব্রিটিশ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) থেকে একটি গবেষণা প্রস্তাবনার মাধ্যমে সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এটি ছিল মিসেস থ্যাচারের পক্ষপাতদুষ্ট শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সচিব স্যার কিথ জোসেফ আসার পূর্বের ঘটনা। স্যার কিথ জোসেফ, সমাজবিজ্ঞানীদের ওপর যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করে তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা সাইক্লিকাল কালচারাল ডিপ্রাইভেশন থিওরি অফ ফ্যামিলি পোভার্টিকে জব্দ করেছিল। সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে অস্বীকার করেছিল এবং এসএসআরসি-কে নাম পরিবর্তন করে ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল নাম প্রস্তাব করেছিল। কয়েক বছর পর, জন অধ্যাপকদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি হিসেবে এবং সোশিওলজিক্যাল গ্রুপের প্রধান হিসেবে কাজ শুরু করেন (১৯৮৯-৯২)। সামাজিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এক ধরনের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে উরি খুব নিবিড়ভাবে তৎপর ছিলেন। ১৯৯৯ সালে, তিনি যুক্তরাজ্যের সামাজিক বিজ্ঞানে, ন্যাশনাল একাডেমি অফ একাডেমিক্স, লার্নড সোসাইটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিশনারস-এর (যখন থেকে পুনঃনামকরণ হয়েছে দি একাডেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস) ভিত্তি স্থাপন করতে সহায়তা করেন।

১৯৭০ সালে, পিএইচডি সম্পূর্ণ করার আগে, জন ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ৪৬ বছর ধরে একটানা কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রচুর অবদান রাখেন। বিভাগের কঠিন এবং নমনীয় উভয় গবেষণা সংস্কৃতিই তার নিজের কাজের মধ্যে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের "হোয়াইট হিট অফ দি টেকনোলজিক্যাল রেভ্যুলুশন" সম্প্রসারণের দিনগুলিতে এবং ১৯৭০ দশকের বামপন্থী চিন্তার প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন শিক্ষাবিদদের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল এবং বিদ্বৎজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই পর্যন্ত জন সবসময় তার শেখার প্রতি ভালবাসাকে লালন করেছিলেন। সমাজ পরিবর্তনে তার কৌতূহল , নতুন বিষয় ও নতুন চিন্তাধারা খুঁজে বের করাতে যে বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দ এর সাক্ষী। তিনি নিজেই- হোক এটা ক্ষমতা, সামাজিক তত্ত্ব, শুন্য, সময়, স্থানীয় এবং আঞ্চলিকতা, অসংগঠিত পুঁজিবাদ, অবসর এবং ভ্রমণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, সচলতা, বৈশ্বিক সমাজের জটিলতা, শক্তির ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তন, শহুরে ডিজাইন, থ্রিডি ছাপা এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক, বর্তমান ভবিষ্যৎ। এইসব আগ্রহগুলোর মধ্যে তার বেশির ভাগ প্রচেষ্টা ল্যাঙ্কাস্টার ইন্সটিটিউট ফর সোশাল ফিউচার প্রতিষ্ঠায় ছিল।

>>

স্কট ল্যাশ এবং এন্ড্রু সেয়ার জন উরির জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান তুলে ধরার জন্যে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক কাজের বর্ণনার মাধ্যমে অংশ নেন। নিরলস এবং সমন্বিত কাজ *Social Theory As Science* আমার নিজের খুব প্রিয়। এই কাজটিতে তিনি রাসেল কিটের সাথে সহযোগী লেখক ছিলেন, (১৯৭৫, পুনঃ মুদ্রণ ২০১৫), যেটা শেষ সময় পর্যন্ত তার তাত্ত্বিক কাজগুলোর সমন্বয় করেছিল এবং আমার নিজের কাজকে সামাজিক বিজ্ঞানের দর্শন ভাবনায় উৎসাহিত করেছিল। যাহোক, সবসময় তাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং প্রকৃত যুক্তিগুলো সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকায় জন প্রচুর পড়াশোনা করতেন। নতুন কোন অন্তর্দৃষ্টি বা উপলক্ষ্য তৈরি হয়েছে কিনা, কোন ব্যতিক্রম বা নতুনত্ব উন্মোচন করেছে কি না এবং তারা হয়তো সেখানে অবদান রাখতে পারে, তাদের বুদ্ধিদীপ্ত কাজের মান বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাঁর আগ্রহগুলো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। এর বেশিরভাগই প্রকৃতি ও পরিবেশ বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এটা "পোস্ট ডিসিপ্লিনারি" অ্যাপ্রোচকে নির্দেশ করে, যা ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। এটা তার সক্ষমতার প্রধান উপাদান - জ্ঞানের শাখাগুলোর মাঝে, বিভিন্ন প্যারাডাইম, এবং আন্তঃদেশীয় জ্ঞান চর্চাকারী মহলের সঙ্গে মধ্যস্থতা করেন। অনেক শিক্ষার্থী ও বিদ্বৎজনদের সাথে শৃঙ্খলহীন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি তাদের নিজেদের আগ্রহ তৈরি ও প্রকল্পগুলো করার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনার ভাণ্ডার থেকে ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে নেয়ার জন্য প্রস্তাব করতেন। সেগুলো আবার পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে নতুন রূপে প্রসার লাভ করত।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে পরিণত হওয়া অথবা বজায় থাকার জন্য অনেক পথ রয়েছে। জন সেসবের বেশির ভাগই ছাড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি কখনই ক্ষমতার অপব্যবহার করে অথবা তাঁর বুদ্ধি ও সততাকে ত্যাগ করে সুনাম কেড়ে নেননি। তিনি বারবার নিশ্চিত করেছেন যে, কোন যুক্তির সাথে আনুগত্য প্রকাশ ও সমালোচনায় যুক্ত হওয়াটা একেবারেই "স্থানীয়", তিনি সবসময় শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের প্রবল উৎসাহ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। তথাপি, আলভিন গুলনারের সাথে সাংগঠনিক পরিচিতিতে স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করেন, তিনি সমভাবে ও দৃঢ়ভাবে উদারচিন্তাশীল ছিলেন, যার মাঝে একটা "বৈশ্বিক বুদ্ধিদীপ্ত" চিন্তার উপস্থিতি ছিল। তাঁর আগ্রহ ও প্রকল্পগুলো প্রকৃতি ও সমাজকে ঘিরে ব্যপ্ত ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক এবং বিতর্কের উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে সময়মত উদ্যোগ নেয়ার ফলে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে সারা বিশ্বে।

জন ছিলেন "সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজবিজ্ঞানী"। তিনি নতুন ধারণা তৈরির কৌশলটি জানতেন ও সেগুলোকে সমাদর করতেন এবং তাকে পুনরায় বিকশিত করতেন। তিনি চূড়ান্ত রকমের অনুসন্ধান করে তার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতেন এবং রাজনৈতিক বৈরী আচরণের বিরুদ্ধে এই জ্ঞানশাখার বিকাশের পথ সুগম করেন। তাছাড়াও তিনি ছিলেন একজন নিরলস বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা যিনি সমাজবিজ্ঞানীর পেশাগত কাজের বিরোধিতাকে স্বতন্ত্র কাজের ক্ষেত্রে তার আগ্রহের জায়গা বের করে মনোনিবেশ করেছিলেন। যেন খুব সুস্পষ্টভাবে তার অসামান্য কৌতূহল তাকে জীবন্ত করে তুলত। তাই তিনি বৈচিত্র্যময় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে নতুন গবেষণা উদ্যোগ গ্রহণ করতেন এবং নীতিমালা সম্পর্কে যুক্তিতর্কে অংশ নিতে উদ্যমী হয়ে উঠতেন। সত্যি, জন উরি সামাজিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোতে নেতৃত্বের শিখরে কাজ করেছেন। সামাজিক প্রবণতার প্রতিফলনে এবং উদ্ভাবনী কাজের পরিকল্পনা প্রদানেও কাজ করেছেন। তার অর্জন সম্পর্কে বলতে গেলে অবাক হতে হয়। মোটা দাগে বলা যায়, তাঁর নিজের লেখা, অন্যের কাজে সহযোগিতা করা, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরিতে, গবেষণা ব্যবস্থাপনায়, অডিটে পরম্পরা বজায় রেখে একই সিদ্ধান্তে আসার আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে তার অবদান অপরিসীম। অবিশ্বাস্য যে, তাঁর যে এত অর্জন নিরবচ্ছিন্ন ছিল। কখনও কোন বিফলতা আসেনি, তিনি ব্যক্তি হিসেবে সদা হাস্যোজ্জ্বল, অমায়িক ব্যবহার ও উত্তম আচরণের অধিকারী ছিলেন।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ১৯৫৯ সালের ধ্রুপদী গ্রন্থ *The Sociological Imagination*-এর লেখক সি. রাইট মিলের মত জনের মন ছিল উদার। তিনি মনে করতেন, কোন সুস্পষ্ট ধারণা দিতে কিছুটা ভুল করার ঝুঁকি উত্তম। একেবারে সঠিক বা সত্যি বলার জন্য একই বিষয় বারবার বলার চেয়ে, এই ভাবনাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে কাজ করেন। জরুরি ইস্যুতে ভবিষ্যতের মানব সভ্যতা ও পৃথিবীকে নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সবার উপরে তিনি একজন ভাল সহকর্মী ছিলেন এবং তিনি বেঁচে থাকবেন সমাজবিজ্ঞানের সেই সমস্ত কাজ ও যুক্তিতে যাদের তিনি উদ্যমী করেছিলেন। ■

বব জেসপ, ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

> সান্নিধ্য ও সচলতা

জন উরির স্মৃতিতে স্মারক

"ভবিষ্যতের নগর: স্মার্ট না সুখী?," বিষয়ক সম্মেলন, ল্যাঙ্কাস্টার, ২০১৬

এই মার্চ মাসে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী জন উরির প্রয়াণ অত্যন্ত দুঃখজনক একটি ঘটনা। আমাদের একসাথে লেখা একটি মাত্র প্রবন্ধ "Mobilizing the New Mobilities Paradigm", একটি নতুন জার্নাল *Applied Mobilities* -এ প্রকাশনার উৎসবে প্রকাশ করেছিলাম। এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে আমরা সামাজিক বিজ্ঞানে বিগত দশক ধরে মবিলিটি প্যারাডাইমের প্রভাব যাচাই করেছি। আমরা আরও একটি প্রবন্ধ লেখার মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করেছিলাম, যেটি "mobilities turn" ও "the spatial turn" এই দুটির সম্পর্কের উপর *Current Sociology*-এর জন্য লেখা হয়েছিল। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে, জনের সাথে তাঁর 'space ও mobility' ভাবনার নিরেট চিন্তাটি কী? এবং সমাজবিজ্ঞান একটি জ্ঞানের শাখা হিসেবে এর সাথে কি সম্পর্কিত, সেই বিষয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল।

এটা অনেকাংশেই সত্য যে, জন ছিলেন বলেই আমি ১৯৯৮ সালে ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করি। একটি সফল, সম্মিলিত এবং আন্তঃজ্ঞানশাখার পরিবেশ তৈরি করার দক্ষতার মধ্য দিয়ে জন ডজন খানিক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী, পোস্ট ডক্টরাল বিদ্বৎজন, পরিদর্শনকারী গবেষক, এবং নতুন প্রভাষকদের নর্থ ওয়েস্টার্ন ইংল্যান্ডের প্রতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। সচলতার বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে একসাথে কাজ করার পর, ২০০৩ সালে ল্যাঙ্কাস্টারে আমরা একসাথে সেন্টার ফর মবিলিটিস রিসার্চের ভিত্তি স্থাপন করি। এর পরের কয়েকটি বছর, আমরা একটি অল্টারনেটিভ মবিলিটি ফিউচার কনফারেন্সের আয়োজন করি। আমরা কেভিন হান্নামের সাথে *Mobilities* জার্নালের ভিত্তি স্থাপন করি। "materialities and mobilities"-এর উপর একটি বিশেষ সংখ্যা *Environment and Planning A*, এবং *Mobile Technologies of the City* যৌথভাবে সম্পাদনা করি। এত কাজের ভিড়ে ভিত্তি স্থাপন নিয়ে, স্থান ও পরিমাপ সংক্রান্ত ভাবনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। সচলতা সম্পর্কিত জ্ঞানের শাখাগুলোর সীমানা অস্পষ্ট করে দিয়ে, বস্তুগত ও ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং "স্থিতাবস্থা"-কে ছাপিয়ে জাতীয় ও সামাজিক পরিকাঠামো অনুসন্ধান করি। "সচলতা" কি একটু ভিন্ন ধরনের সামাজিক বিজ্ঞানের স্বপ্ন দেখাতে পারে যে, যা আরও বেশি খোলামেলা, আগের চেয়ে ব্যাপক, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়ার বিষয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

আমাদের সাম্প্রতিক কথোপকথনে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। যেখানে জন তাঁর আগ্রহের বিষয় সচলতা থেকে স্থানিকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন কিভাবে এটি সামাজিক তত্ত্বে রূপ লাভ করে। শুরু হয়, ১৯৭৪ সালের, লেফেবভ্রের *La production de l'espace* এবং ব্রিটিশ বিতর্কে জেন্ডার সমতা এনে দেন দরিন ম্যাসেই। তিনি আরেকজন বড় মাপের চিন্তাবিদ। দুঃখজনক যে, তাকে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে হারিয়েছি। ১৯৮৪ সালে তাঁর *Spatial Divisions of Labour* বইতে, পুঁজির *বিচলন*-এর ফলে যে কত ধরনের তলানি থেকে যায় প্রতিটি স্থানে সেই জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ *বিচলনের* পরীক্ষা করেন। এটি ১৯৮৫ সালে গ্রেগরি ও উরির *Social Relations and Spatial Structures* অনুসরণ করে প্রকাশিত হয়, যেটি হার্ভে, গিডেন্স, মেসেই, প্রেড, সেয়ার, সোওজা, ও থ্রিফটের ভৌগোলিক এবং সমাজবিজ্ঞানের অবদানগুলো একত্রিত করেছে। এই সংগ্রহটি জনের একটি কাজের তথ্য দেয়

>>

তিনি যেটিকে বলেছেন "the leisured movements of people into and out of place", সেটি আরও উন্নত করে *The Tourist Gaze* (১৯৯০) নামে প্রকাশিত হয়। একইভাবে, একাধিক সচলতা এবং তাদের স্থান সংক্রান্ত ইস্যুগুলো ল্যাশ এবং উরির *The End of Organized Capitalism* (১৯৮৭) ও *Economies of Signs and Space* (১৯৯৪) বইয়ে আলোচিত হয়। জনের আরও আগের বই *Social Theory as Science* (১৯৭৫, রাসেল কিটের সাথে) এবং *The Anatomy of Capitalist Societies* (১৯৮১), এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান। যা তাঁর পরবর্তী কাজের দিক নির্দেশনাস্বরূপ পটভূমি তৈরি করেছে। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানের "প্রবাহ" এবং "নেটওয়ার্ক" সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে ক্যাসেলের *Network Society*-এর উপর ত্রয়ীবিদ্যা এবং সহস্রাব্দের শুরুর দিকে "সচলতা"র ধারণাটি একটি প্রধান শর্ত হিসেবে উদ্ভব হয়। উরির *Sociology Beyond Societies*, সচলতাকে একটি প্রধান ধারণা হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। "mobile sociology" একটি ধারণা যেটি গত পনের বছর ধরে অন্তত আমেরিকার বাইরে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে।

সচলতার ওপর জোর দেয়াতে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে দুটি জার্নাল, *Environment and Planning D: Society and Space* এবং *Theory, Culture and Society*, পলিটি প্রেসের সাথে ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে ভিত্তি স্থাপন যুগপৎভাবে হয়েছে। জন এই প্রকাশনাগুলো ব্যাখ্যা করেছেন একটি বড় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে। যেগুলোকে জ্ঞানের শাখা উত্তর সামাজিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণের মাধ্যমে থ্যাচার সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর আক্রমণ এবং বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান কর্মসূচি বাদ দেয়ার জবাব হিসেবে বলা যায়।

জন তাঁর কাজকে আরও ব্যাখ্যা করেছেন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান এবং "ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদ" উভয়ের বিরোধিতা করে। আমার দৃষ্টিতে জন উরির কাজে যুক্তরাষ্ট্র, *anti-positivism*, এবং *critical theory* আলোচনা *আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন* এবং মূলধারার অনেকগুলো সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এই নতুন মবিলিটিজ প্যারাডাইমের সাথে যুক্ত হতে যে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে, তা বোঝাতে সহজ হয়েছে। আমি মনে করি যে, এটি একটি জটিল প্যারাডাইম, সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য অনেকটা যেন চুক্তিবদ্ধ আশার বাতিঘর।

যদিও "নতুন প্যারাডাইম" ঘোষণা করাটা অনেকটা দম্ভ করার মত মনে হচ্ছে কারণ জন একজন বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন, নিজেকে গৌণভাবে উপস্থাপন করতেন। কখনই নিজের অর্জন বলে ঢোল পেটাতেন না। নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানে জন ছিলেন একেবারেই এবং নব্যউদারনীতিবাদ বিরোধী, সেটা তাঁর প্রতিদিনকার তথ্য আদান-প্রদানে স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি সবসময় একই রঙের পোশাকে কাজে যেতেন, এটি হতে পারে প্রতীকী লক্ষণ, সাধারণত নীল রঙের সুতি শার্ট, নীল জ্যাকেট, ট্রাউজারস। সবসময় কলার খোলা এবং টাই ছাড়া। তিনি আগাগোড়া একজন সাম্যবাদী ধারণার পক্ষে ছিলেন। কোন দাম্ভিকতা, উঁচু-নিচু শ্রেণিবৈষম্য করা, অথবা মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি হাসি মুখে শিক্ষার্থী এবং পরিদর্শকদের অভ্যর্থনা জানাতেন, এবং খাবার টেবিলে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাতেন।

জন উরি একটি নতুন ধরনের সচল সমাজবিজ্ঞান উদ্ভাবন করেন, যা কিনা জ্ঞানের শাখার বাইরে পৌঁছে গিয়ে নতুন ধরনের চিন্তাচেতনা গঠনের সুযোগ করে দেয়। সাম্প্রতিককালের সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদ দখল, এবং তাঁর সবচেয়ে সাম্প্রতিক কাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্থনীতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যখন শিক্ষা বিভাগগুলোর স্তরায়ন, পেশাজীবী ধারা এবং নব্যউদারনৈতিক শাখা বন্ধ করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল, তখন নতুন মবিলিটিজ প্যারাডাইম এবং উরির কাজের বৃহদাংশ আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামাজিক বিজ্ঞানের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের বিপরীত একটি ধারায় সমৃদ্ধ করেন। যদি তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে থাকে তবে সমাজবিজ্ঞান শাখার বিশদ উন্নতি হবে। ■

মিমি শেলার, ড্রেক্সেল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

> যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সংগ্রাম

এনা ভিদু, বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়; ISA-এর ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি (RC02) গবেষণা কমিটির সদস্য এবং
টিংকা স্কাবার্ট, লইয়োলা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দালুসিয়া; ISA-এর উইমেন ইন সোসাইটি (RC32)[১] গবেষণা কমিটির সদস্য।

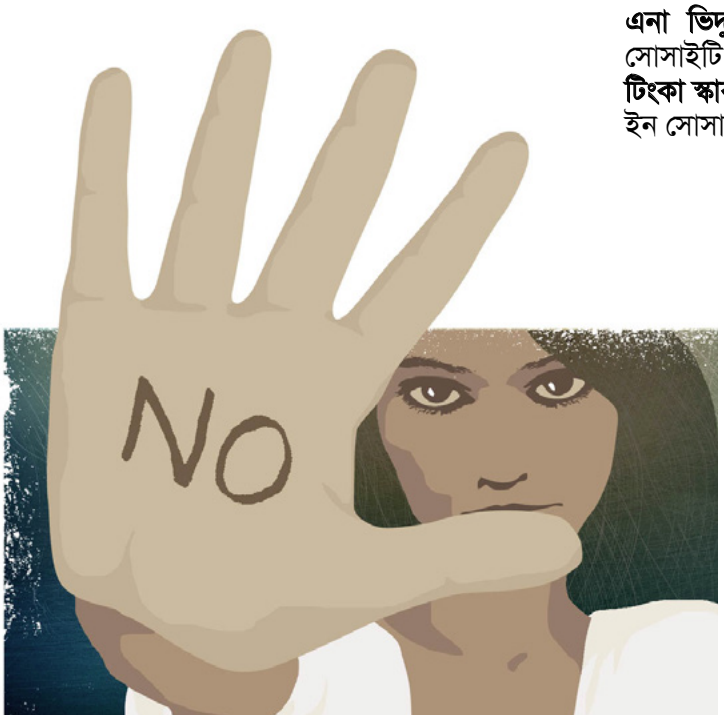

সচিত্রীকরণ: আরবু

বহুদিন থেকে ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের কারণে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেশি ছিল। এটা এজন্য যে, এধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে প্রতিবাদের কৌশল শিক্ষার্থীরা রপ্ত করেছিল। ধীরে ধীরে যৌন নির্যাতন সমস্যাটি দুঃখজনকভাবে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অনেকগুলো কলেজ এই ইস্যু নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। তারা সকলে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলেকে চেনে, ফলে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য এই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা দক্ষতার সাথে যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে থাকে অন্যান্য ক্যাম্পাসেও তাদের অনুসরণ করে আন্দোলন শুরু করে।

জেন্ডার সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের শিক্ষার্থীরা সবসময় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই প্রচেষ্টা তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যোগ্য করে তুলেছিল। ১৯৭০ দশকের শেষভাগে এই ইস্যুটি সর্বপ্রথম উত্থাপন করা হয়েছিল যখন সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা *উইমেন অরগানাইজেশন এগেইনস্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট* (WOASH) গঠন করে। তখন নারী শিক্ষার্থীদের একটি দল সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তেরো জন শিক্ষার্থীদের আনা অভিযোগকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করেছিল। যেহেতু এটা ছিল একদম প্রথম দিকের ঘটনা, এই উদ্যোগ আমেরিকার উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে জেন্ডার সহিংসতা ইস্যুতে নিরবতা ভাঙ্গতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কলেজগুলোতে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী পটভূমি তৈরী হয়।

১৯৭৯ সালে WOASH বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমেরিকান সরকারের কাছে অভিযোগ করে। এটিই ছিল টাইটেল IX ধারা ব্যবহার করে শিক্ষাঙ্গনে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত প্রথম ঘটনাগুলোর একটি। তারপরেও WOASH থেমে থাকেনি। দুই বছর পর প্রথম তারা নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করে। এই নির্দেশিকাটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই যৌন হয়রানি কী, তা চিহ্নিত করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আচার-আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলোর তালিকাও দেয়া হয়। পাশাপাশি নির্যাতনের শিকার হলে কোথায় গেলে পরামর্শ পাওয়া যাবে অথবা আপত্তিকর আচরণের জন্য কোথায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে হবে সে বিষয়েও এতে তথ্য দেয়া হয়।

১৯৯০ দশকের মধ্যে অভিযোগের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি নীতিমালাও সমৃদ্ধ হয়েছে। ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট দপ্তর চালু হয়েছে। অন্যদিকে পুনর্বাসনের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে ব্যবস্থাদিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩ সালে, যৌন সম্পর্কের পূর্বশর্ত হিসেবে "অনুমতি" গ্রহণের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার পর, *ক্রিমিনাল সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট অ্যাক্ট*-এ " না মানে না" চালু করা হয় ।

২০১০ দশকের প্রথম দিকে, শিক্ষার্থীদের একটি নতুন দল দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অভিযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং এইভাবে IX ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন কেসগুলোতে যথেষ্ট নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৩ সালে, দি ক্যালিফোর্নিয়া

>>

অঙ্গরাজ্যের আইন পরিষদের যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন ইস্যুতে নীতিমালার পুনঃপর্যালোচনা করার জন্য ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। এর এক বছর পর ২০১৪ সালে, শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য "হ্যাঁ মানে হ্যাঁ" অনুমতি আইন পাশের ব্যাপারে তাড়া দিতে শুরু করে। কারণ যেকোন যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি *ইতিবাচক, সচেতন এবং স্বপ্রণোদিত চুক্তি* থাকা উচিত। তাতে করে নির্যাতনের শিকার নারীরা সবসময় "না" বলতে পারে না।

২০১৫ সালে, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন (অ্যাক্টিভিজম) আগের যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক সরব হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটি ক্যাম্পাসে সংহতি ও সহযোগী পরিবেশ তৈরি করার প্রতি গুরুত্ব দেন। তারা কলেজের শিক্ষার্থীদের জেন্ডার সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক এবং বিভাগের সদস্যরা বার্কেলের একজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন। তার ওপর এমন সামাজিক চাপ তৈরি করেন যে, তিনি একজন নোবেল পুরস্কার প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে বহু দূর নিয়ে যায়। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

আমেরিকার কলেজগুলোর ক্যাম্পাসে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দুটি বড় অর্জন হয়েছিল- একটি হচ্ছে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আইনকানুনে পরিবর্তন। ১৯৭৯ সালে WOASH-এর প্রতিবাদ একটি প্রেক্ষাপট তৈরির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমন একটি পরিবেশ যেখানে আওয়াজ তোলার সুযোগ তৈরি হয়; নিপীড়নকারীদের এবং সেইসব বিশ্ববিদ্যালয় যারা নিপীড়নকারীদের প্রশ্রয় দেয় তাদের বিরূদ্ধে লিখিত অভিযোগ করার সুযোগ তৈরি হয়। এই প্রতিবাদ ক্যাম্পাস সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে সাহায্য করে যেমন, একে অপরকে শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশজুড়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন সদস্যের যৌন হয়রানির প্রতি সহনশীলতার মাত্রা শুন্যতে নিয়ে আসার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কলেজ ক্যাম্পাসে যৌন নিপীড়ন এখন পুরো সমাজেরই একটি সমস্যা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত- এই একধাপ অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে যৌন নিপীড়নের শিকার ব্যাক্তিরা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রক্রিয়াতে সাহায্যের আবেদন করতে পারবে।

কোন আপত্তিকর ঘটনাকে মোকাবিলা করা এবং পরিবর্তিত নীতিগুলোর প্রয়োগ ও উন্নত করার লক্ষ্যে বার্কলে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসভিত্তিক আন্দোলন চলতে থাকে। প্রচলিত নিয়মে এটা হয়ত কর্মদিবসে দেখা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, ক্যাম্পাসের একদম সদর দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের নানাবিধ সমস্যার বিষয়ে প্রচারাভিযান করে থাকে। এমনকি বার্কলের পথে ও বাসে যৌন হয়রানি নিয়ে কথোপকথন শোনা যায়। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করতে দেখা যায় যেমন প্রশাসনিক ভবনের কাছে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নানাবিধ দাবি নিয়ে আঁকা টি-শার্ট "প্রদর্শনী" প্রায়শ দৃশ্যমান হয়। ক্যাম্পাসে যৌন নিপীড়নের উপর বক্তব্য দেয়ার চিত্র এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পত্রিকার প্রথম পাতায় এখন এধরনের খবরগুলো ছাপা হয়।

আমেরিকাতে, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের সাথে জাতীয় পর্যায়ের একটি সংগঠন এই কাজে নিয়োজিত রয়েছে। অন্যতম একটি প্রচারাভিযানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকল্প হল, *End Rape on Campus* যেটি ভুক্তভোগী এবং আন্দোলন কর্মীরা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে আছে CAL TV program, *A look into sexual assault; The Hunting Ground* নামে একটি প্রামান্যচিত্র। এছাড়া অনেক বই ও নভেল রয়েছে যেমন *"Again and Again"*। রাজনৈতিক অঙ্গনে আমেরিকার সরকার "Not Alone, together against sexual assault" নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন। সেখানে স্কুল, শিক্ষার্থী এবং যারা যৌন নির্যাতন বিষয়ে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য জ্ঞান ও গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা, তথ্য উপাত্ত ও নিয়মনীতি প্রকাশ করা হয়। হোয়াইট হাউজ নিজেই এবং ন্যাশনাল ক্যাম্পাস লিডারশীপ কাউন্সিল মিলে "এটা আমাদের ওপর নির্ভর করে" নামে একটি প্রচারাভিযানকে ক্যাম্পাসে যৌন নির্যাতনে জন সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে আরও বেগবান করে তোলে। যা একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সরকার *দাবি করে* যে, অনুরোধ গ্রহণ করা বলতে তারা শুধু নিরব দর্শকের ভুমিকায় থাকতে চায় না বরং সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ করতে চায়। *It's on us* প্রচারাভিযানের লক্ষ্য ছিল কলেজ ক্যাম্পাসে যৌন নিপীড়নের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটানো এবং প্রত্যেক নির্যাতিতের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সরবরাহ করা।

বার্কলেসহ আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তাতে শুধু যৌন হয়রানির ঘটনায় সাংগঠনিক সাড়া প্রদানে পরিবর্তন আনেনি, বরং বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের সমবেত হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাকে উৎসাহিত করেছে। তাই বলা হয়েছিল যে, ভুক্তভোগীদের শক্তিশালী সংহতির নেটওয়ার্কই হল পৃথিবী জুড়ে এই সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি। যেমন, স্পেনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো একটি নিরবতার সংস্কৃতি আরোপ করে এবং আগ্রাসীদের বৈরী আচরণের হুমকি থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। The *Solidarity Network of Victims of Gender Violence at Universities* এখন স্পেন জুড়ে খুব শক্তিশালী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাহোক, এখনও খুব সীমিত সংখ্যক শিক্ষক এই সংগ্রামের সাথে যুক্ত আছেন, আর যদি যুক্ত হন, তাহলে হয়ত সাংঘাতিক প্রত্যাঘাত মোকাবেলা করতে হতে পারে। নেটওয়ার্কটি সেইসব ভুক্তভোগী এবং অ্যাক্টিভিস্ট দ্বারা তৈরি যারা প্রথম একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ দাখিল করেছিল। যেহেতু সাংগঠনিক সাড়া পাওয়ার অভাব ছিল তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, নিজেরা সমবেত হয়ে প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং সকল কলেজের ভুক্তভোগীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন। পরবর্তীকালে স্পেনের স্বাস্থ্য, সমাজ সেবা ও সমতা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই নেটওয়ার্কটিকে "উত্তম পন্থার" (Best Practice) পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমেরিকার শিক্ষার্থীদের জেন্ডার সহিংসতা ইস্যুতে যে সামাজিক আন্দোলন এবং অ্যাকটিভিজম সেটি স্পেনের ক্যাম্পাস ও অন্যান্য স্থানেও উদ্বুদ্ধ করেছে। জনগণের বিপুল অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
এনা ভিদু <ana.vidu@ub.edu> ও
টিংকা স্কাবার্ট <tschubert@ub.edu>

[১] অ্যানা ভিদুর ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে এবং টিংকা স্কাবার্টের গ্রাজুয়েট সেন্টার অফ সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক পরিদর্শনের সময় এই নিবন্ধটির জন্য গবেষণা করেছিলেন।

> মনদ্রাগনের তৃতীয়পন্থা

শেরিন কাশমির প্রশ্নের জবাব

ইগনাসিও সান্তা ক্রুজ আয়ো, বার্সালোনা অটোনোমাস বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন ও **এভা আয়োল্লো**, বার্সালোনা বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন

মনদ্রাগনের শহরে অবস্থিত একটি দেওয়ালচিত্র
ছবি: ক্রিশ্চিয়ান ওয়েবার

গবেষকরা যখন নির্মিত সমবায় বিষয়ের ওপর গবেষণা করছে, তখন *গ্লোবাল ডায়লগকে* ধন্যবাদ শস্য সম্পর্কে এই বিতর্কের সুযোগ করে দেয়ার জন্য। একই সাথে আমাদের মনদ্রাগনের সমবায় সম্পর্কে শেরিন কাশমিরের মূল্যায়নের জবাব দেয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। এটি *Global Dialogue* 6.1 (মার্চ, ২০১৬)-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

সমবায় সম্পর্কে সমালোচকরা প্রায় তর্ক করে থাকেন যে পুঁজিবাদী সংস্থাগুলোর মধ্যে স্পেনের সমবায় প্রতিষ্ঠান মনদ্রাগনের "পরিবর্তন ও অধঃপতন হয়েছে"। কাশমিরসহ অনেক সমালোচক মনে করেন যে, মনদ্রাগন নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশ নিয়ে একটি প্রমিত পুঁজিবাদী সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমালোচনায় দুইটি উপাদান রয়েছে। প্রথমত অস্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমবায় বহির্ভূত আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, মনদ্রাগনের সদস্যরা নিজেদের সমবায় নীতি ত্যাগ না করেই বরং উপস্থাপিত বাধাগুলোকে নিজেদের ব্যবসায়িক মডেল উন্নত করার সুযোগ হিসেবেই দেখছেন। আমরা আমাদের নিজস্ব গবেষণায় নতুন অপুঁজিবাদী প্রতিযোগিতামূলক সমবায় মডেলের জন্য একটি বিকল্প উপায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

বিগত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে মনদ্রাগনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল টেকসই কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মনদ্রাগন বর্তমানে ২৬৩ টি সংগঠনের একটি গ্রুপ যার ১০৩ টি সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং ১২৫ টি উৎপাদন সহযোগী কোম্পানি। সব মিলিয়ে এই গ্রুপগুলো ৭৪১১৭ টি কাজের সুযোগ তৈরি করেছে এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময়ও এই সুযোগ অব্যাহত রেখেছে। সম্ভব হলে স্থায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আজকের দিনে অসমবায় কাজের সুযোগ পাওয়া যায় মূলত তিনটি এলাকায়, যথাঃ বিতরণখাতে, স্প্যানিশ সহায়ক শিল্পখাতে, এবং আন্তর্জাতিক শিল্পখাতে। মনদ্রাগনের অস্থায়ী কাজের সুযোগকে স্থায়ী করতে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। যেমন- বিতরণখাতে EMES পরিকল্পনা ব্যবহার করে। মনদ্রাগনের সমবায় এর দুইটি বিতরণ গ্রুপ যথা ইরস্কি ও ক্যাপারবো নিজেদের সুপার মার্কেটগুলোকে একত্রিত করে কাজ করে থাকে।

২০০৯ সালে ইরস্কির সাধারণ পরিষদ EMES (Estatuto Marco de la Estructura Societaria) পরিকল্পনা অনুমোদন করে যার মাধ্যমে সকল শ্রমিকদের সমবায়ের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। যদিও এই পরিকল্পনা এখন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ ইরস্কি সমবায় গ্রুপ (Caprabo) একটি কঠিন ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিলো, একটি কঠিন সময় তাদের পার করতে হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ঋণের ভার কমাতে তারা অর্থনৈতিক সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সেকারণেই এটা তাদের জন্য খুব একটা ভাল সময় ছিল না যখন অসমবায় শ্রমিকদের সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা হচ্ছে কৌশলগতভাবে শিল্পসহায়ক প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর করে মিশ্র সমবায় প্রতিষ্ঠান বানিয়ে তাতে শ্রমিকদের সদস্য হওয়ার অনুমতি দেয়া। এই পদক্ষেপ বিকল্প হিসেবে সম্ভবপর হতে পারে তখনই, যখন কোম্পানি টেকসই হয় এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসেবে সহযোগী সদস্যপদ দিতে ইচ্ছুক থাকে। এইটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় Maier Ferroplast Limited যা Maier Cooperative Society (২০১২)-এর সদস্য; the Victorio Luzuriaga Usurbil cooperative (২০০৪); Fit Automotive (২০০৬); ও Victorio Luzuriaga Tafalla cooperative (২০০৮)।

>>

মনদ্রাগন সমবায়গুলোর বৈশ্বিক প্রসার

এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন উদাহরণ নয়, যাতে সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্পোরেট হিসেবে সংগঠিত করা হয়েছে।

তৃতীয় কৌশল হলো, মূলত বাস্ক দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যারা মূলত সমবায় মডেলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। মনদ্রাগন গ্রুপ এই ধরণের আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যার উদ্দেশ্য হল সমবায় কাজ সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর সুযোগ সম্প্রসারণে সহায়তা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত কার্যক্রম সফল হয়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দেশের ভেতরের সমবায় প্রতিষ্ঠানের থেকে বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সমালোচকদের দাবির বিপরীতে পরিসংখ্যান আমাদের স্পষ্ট করে দেখায় যে, সদস্য হিসেবে শ্রমিকদের শতকরা অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলতুনা (২০০৮)-এর হিসেব মতে, ২০০৭ সালে গ্রুপের শ্রমিক সদস্যের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৯.৫% যা ২০১২ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৩%। ২০০৩ সালে মনদ্রাগনের অষ্টম কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে, গ্রুপের প্রধান লক্ষ্য হবে সমবায়ের কর্পোরেট মূল্যবোধের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো। একই সাথে আন্তর্জাতিক সাবসিডিয়ারি মডেলের মধ্যে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট মডেলের প্রসার ঘটানো। যদিও এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, তবুও অনেকেই বাধা হিসেবে উপস্থিত হন। একটি সমবায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাঠামোগতভাবে কোম্পানিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক আইনগত সাংস্কৃতিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বাধা জড়িত থাকে। (Flecha ও Ngai, ২০১৫)।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু জাতীয় আইন কাঠামো সমবায় মডেলের স্বীকৃতি দেয় না, প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে অনেক শ্রমিক সদস্য হতে পারেন না এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার গুরুত্ব বোঝেন না। মনদ্রাগনের সংস্কৃতি বিগত ৬০ বছর ধরে বাস্ক দেশগুলোতে গড়ে উঠেছে এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির এই রূপান্তর সহজ কাজ নয়। তারপরেও এখানে সাফল্য এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, Angel Errasti (২০১৪)-এর কথা যিনি পোল্যান্ডের Fagor Electrodomésticos-এর প্রশাসনিক কাউন্সিলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এটি কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বে এক যুগান্তকারী উদাহরণ।

মনদ্রাগন আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব অর্থনীতিতে সমবায় ভুমিকা সম্পর্কে জটিল কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। একে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হবে। এর আন্তর্জাতিকীকরণে ব্যর্থ হলে স্পেন ও দেশের বাইরের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা হুমকির মুখে পড়বে। যদিও বাজার বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সমবায় কোম্পানি সংখ্যালঘু এবং বৃহৎ মূলধনী কোম্পানি বাজারের নিয়ম নির্ধারণ করে তার অর্থ এই নয় যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে বেঁচে থাকার শুধুমাত্র একটি মাত্র পথ আছে। মনদ্রাগন গ্রুপ নানান উদ্ভাবনী উপায়ে আন্তর্জাতিকীকরণে সফল হয়েছে। বিদেশে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠা তৈরির পাশাপাশি মনদ্রাগনের অগ্রাধিকার ছিল স্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষণ করা।

মনদ্রাগন অনন্য সমবায় বা পুঁজিবাদী কোম্পানির তুলনায় কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি যারা এই সমবায়ের সমালোচনা করে থাকেন তারা পর্যন্ত এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। আজকের দিনে সমবায়কর্মীরা আশা করে যে, তাদের সন্তানরা অনুরূপ স্থিতিশীল ও উচ্চমানের কাজে যোগদানের অবারিত সুযোগ পাবে। টেকসই ও উন্নতমানের কর্মসংস্থান তৈরির এই নীতি আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানেও অব্যাহত থাকবে। এভাবেই Luzarraga ও Irizar (২০১২) দেখিয়েছেন যে, জাতীয় ও স্থানীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলা ছাড়াও মনদ্রাগনের অধীনস্ত কোম্পানিতে শ্রম ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মজুরি এবং প্রশিক্ষণের কথা বিবেচনা করা যায়। যদিও মনদ্রাগনের সমবায় আন্দোলন এককভাবে বৈশ্বিক পুঁজিবাদের গতিবিদ্যা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি, তবুও শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি উন্নতরও বিশ্ব তৈরি করতে তার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ইগনাসিও সান্তা ক্রুজ আয়ো <Inaki.SantaCruz@uab.cat> ও
এভা আয়ন্সো <eva.alonso@ub.edu>

তথ্যপঞ্জি

Altuna, L. (ed.) (2008) *La experiencia cooperativa de Mondragón, una síntesis general.* Eskoriatza: Lanki–Huhezi, Mondragon Unibertsitatea.

Errasti, A. (2014) "Tensiones y oportunidades en las multinacionales coopitalistas de Mondragón: El caso Fagor Electrodomésticos, Sdad. Coop." *Revesco: Revista de Estudios Cooperativos,* 113: 30-60.

Flecha, R. and Ngai, P. (2015) "The challenge for Mondragon: Searching for the cooperative values in times of internationalization." *Organization,* 21 (5): 666-682.

Kasmir, S. (March 2016) "The Mondragon Cooperatives: Successes and Challenges." *Global Dialogue* 6.1.

Luzarraga, J.M. and Irizar, I. (2012) "La estrategia de multilocalización internacional de la Corporación Mondragón." *Ekonomiaz,* 79: 114-145.

> গ্লোবাল ডায়লগ-কে রোমানিয় ভাষায় অনুবাদ

কস্টিনেল আনুটা, করিনা ব্রাগারু, আনকা মিহাই, ওয়ানা নেগ্রিয়া, আয়ন ড্যানিয়েল পোপা এবং ডিয়ানা তিহান,
বুচারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, রোমানিয়া

গ্লোবাল ডায়ালগ-কে রোমানিয় ভাষায় অনুবাদের প্রতিবন্ধকতা।

এই প্রবন্ধটি রোমানিয় সম্পাদকীয় দলের অগ্রগতি ও কাজের প্রক্রিয়া ও সেই সঙ্গে দলের স্বাতন্ত্র্য অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে গ্লোবাল ডায়লগের প্রস্তুতি ও কাঠামো বর্ণনা করে।

অধ্যাপক মারিয়ান প্রেডা রোমানিয় সম্পাদনা পরিষদ সংগঠিত করেছেন। তিনি স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে ডক্টরাল ট্রেনিংয়ের অংশ হিসেবে এই কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি অধ্যাপক কসিমা রুহিনিস এবং অধ্যাপক ইলিয়ানা সিঞ্জিয়ানা সুরদু প্রকাশনা প্রক্রিয়ার সমন্বয় করতে সাহায্য করেছেন। এলেয়ানা প্রতি পদক্ষেপে, বিশেষ করে বর্তমান কাজগুলো কীভাবে করতে হবে, এক্ষেত্রে দলকে গাইড করেছেন।

গ্লোবাল ডায়লগের ইংরেজি ভার্সনটি হাতে পাওয়ার পর দলটি তাদের সম্পাদকীয় দলে অন্তর্ভুক্ত সহকর্মী ও বুচারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের স্নাতক প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানায়। এরকম একটি দলে কাজ করার অভিজ্ঞতার সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ লাভের বিষয়টি হল, শিক্ষার্থীদের পাঁচটি বিষয়ে কাজ

>>

করার পর আইএসএ-এর সদস্যপদ লাভ ও প্রতিটি প্রবন্ধ পাঠ করা এবং ভাষান্তরিত করার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতা অর্জন।

একবার যে ইংরেজি খসড়াটি ড্রপবক্সে রাখা হয়, সেটি দুই সপ্তাহের মধ্যে অনুবাদকদের অনুবাদ করে ফেলতে হয়। এক্ষেত্রে একজন অনুবাদক কতটুকু অংশ অনুবাদ করবেন, তা অবশ্য বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে। সাধারণত এটা চার থেকে দশ পৃষ্ঠার মধ্যেই থাকে। তৃতীয় সপ্তাহটি মূলত পিয়ার-পর্যালোচনার জন্যে নির্ধারিত । যেখানে একজন সহকর্মীর করা ভাষান্তরের কাজ দলের আরেকজন সদস্য রিভিউ করেন। এক্ষেত্রে টেক্সট ও স্টাইল থেকে প্রকৃত অর্থোদ্ধারের লক্ষ্যে ইংরেজি ও রোমানিয় ভাষার ভার্সন দুটোকে মিলিয়ে দেখা হয়। চতুর্থ সপ্তাহে, দলের আরেক সদস্য এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি প্রবন্ধের রিভিয়্যু, প্রবন্ধ অনুযায়ী সঙ্গতি মিলিয়ে দেখার কাজ করেন (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ম্যাগাজিনের সাইটেশন রীতির সামঞ্জস্য, উপযুক্ত স্থানে যথার্থ সমার্থক শব্দ বসানো) এবং পরিশেষে রোমানিয় প্রবন্ধগুলোর প্রুফরিডিং ও সম্পাদনা করার মধ্য দিয়ে কাজের সমাপ্তি ঘটে।

সবকিছু সবসময় একভাবে হয় না। প্রত্যেককেই সামাজিক দক্ষতার দিকে, বিশেষ করে ধৈর্য ও অভিযোজন ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হয়। সব থেকে বড় দুঃসাহসিক কাজ হল ইংরেজি ভাষা থেকে সাবলীল ও কথ্য রোমানিয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। প্রায়শই একেবারেই নতুন ধারণাগুলোর পরিভাষা নির্মাণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "Trickle-down" অর্থনীতি। প্রবন্ধ GD ৫.৪-এ এরকম একটা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। এই কঠিন পরিস্থিতির কারণ হিসেবে বলা যায়, ইংরেজি (রোমান ভাষাবংশের) ও রোমানিয় (ল্যাটিন ভাষা বংশের) ভাষার গঠনগত পার্থক্য। দুইটি ভাষার বাক্যতত্ত্ব ও পদবিন্যাস অনুযায়ী, অর্থগত সঙ্গতিসাধন জটিল। সব থেকে বাকবিতণ্ডার জায়গা হল শব্দ ও পদের যথার্থ অনুবাদ করার ভাল সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে এক্ষেত্রে কেবল ইংরেজি আরও পরিশীলিত করলেই হয় না, বরং এর সাথে আমাদের নিজস্ব ভাষাকে আরও সুসজ্জিত করা দরকার। নানা সময়ে আমরা সমাজতাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে রোমানিয় ভাষায় পদ গঠন করতে বেগ পেতে হয়েছে। বিশেষ করে একেবারে নতুন পদ গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোমানিয় ভাষার একজন সমাজতাত্ত্বিক ইংরেজি ভাষায় পরিভাষা নির্মাণ করেছেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক এরকম প্রমাণ আনার পর এরকম বিতর্কের অবসান ঘটেছে। তবে অনুবাদ আমাদের দুইভাবে সাহায্য করে। এটি আমাদের ভাষিক দক্ষতার স্ফুরণ ঘটায় এবং এই প্রক্রিয়ায় আমাদের সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানকে জোরালো করে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলোর চলমান বিতর্কের ক্ষেত্রে সময়মত ভাষান্তরের কাজ সমাপ্ত করতে পারাটা একটা কঠিন কাজ। বিশেষ করে প্রত্যেক সদস্যকে 'গ্লোবাল ডায়লগ'-এর কাজ ও তাদের অ্যাকাডেমিক ও প্রফেশনাল কাজের সঙ্গে মিলিয়ে কর্মসূচি তৈরি করা দুরুহ হয়ে পড়ে।

ম্যাগাজিনের বিষয়ের বৈচিত্র্যানুসারে "গ্লোবাল ডায়লগ" পরিবারে অংশগ্রহণের জন্যে নানা ধরনের শিক্ষামূলক ও স্থানীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জানাশোনা প্রয়োজন। ভাষান্তরের এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় দলের প্রত্যেক সদস্যই তাদের দক্ষতার স্ফুরণ ঘটায়। ফলে রোমানিয় ভার্সনের প্রতিটি বিষয় অপরিসীম উদ্যম, প্রবল আগ্রহ ও সর্বাপেক্ষা আনুগত্য প্রয়োগের সাফল্যগাঁথা হয়ে ওঠে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
কস্টিনেল আনুটা <costinel.anuta@gmail.com>
করিনা ব্রাগারু <bragaru_corina@yahoo.com>
আনকা মিহাই <anca.mihai07@gmail.com>
ওয়ানা নেগ্রিয়া <oana.elena.negrea@gmail.com>
আয়ন ড্যানিয়েল পোপা <iondanielpopa@yahoo.com> ও
ডিয়ানা তিহান <tihandiana@yahoo.com>